Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা আক্তার ইমু

রোলঃ 227020349

২০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা আক্তার ইমু

রোলঃ 227020349

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারহানা আক্তার ইমু, আইডিঃ 227020349 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ফারহানা আক্তার ইমু

আইডিঃ 227020349

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রাক্‌কথন 6
মা-বাবার খিদমতে জীবনের সফলতা 8
মা বাবার প্রতি সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব 10
মা বাবার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান 13
আল্লাহ তাআলার প্রিয় আমল মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার 17
মা বাবার ঋণ পরিশোধ করা যায়? 19
সন্তানের জান্নাত কোথায়? 24
মৃত যুবকের কান্নার গল্প 27
মা-বাবার খিদমতের উছিলায় বিপদমুক্তি 35
মায়ের খিদমতে বায়েজিদ বোস্তামি রাহিমাহুল্লাহ 37
যে গল্প আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি 39
একটি গল্প না বললে-ই নয় 41
জিহাদে অংশগ্রহন এবং ইলম অর্জনে মা বাবার অনুমতি 45
মা বাবার ঘরে প্রবেশের অনুমতি 51
নফল ইবাদতে মা বাবার অনুমতি 55
মা মা মা অতঃপর বাবা 58
খেদমতের চূড়ান্ত পর্যায় 62
অমুসলিম পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার 64
মা বাবার খিদমত ফরজ নাকি নফল? 67
পিতা মাতার জন্য অর্থ ব্যয় 69
বাবা মায়ের অবাধ্যতার পরিণাম 73

আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতায় কারো বাধ্যতা নেই..80

মা বাবা বেঁচে নেই? এখনো সুযোগ রয়েছে..84

মা-বাবা ও সমতুল্য অন্যদের হক্ক...90

"رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا"..93

মা বাবার প্রতি নবী-রাসূল, সাহাবী ও সৎ ব্যক্তিদের আচরণ...99

পরিশেষ..106

কিছু কথা...107

গ্রন্থ সহায়িকা এবং অন্যান্য...110

প্রাক্কথন

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার। এবং তার নামেই শুরু করছি। আমরা তাঁরই ইবাদত করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। আর তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের মন্দ কাজ এবং আত্মার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, আল্লাহ তাআ'লা যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই। আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হেদায়াত দেয়ার কেউ নেই, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ﷻ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই, তাঁর কোন শরিক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসূল। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের শুকরিয়া যে তিনি আমাকে "পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" এর মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৈরি করার তাওফিক দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। দরূদ এবং সালাম পেশ করছি নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর।

সন্তানের জন্য মা বাবা হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এক বিরাট নিয়ামত। কিন্তু বর্তমান সমাজে ইসলামি শাসন এবং ইসলামের শিক্ষা না থাকার ফলে বা নফসের ধোঁকায় আমরা সেই নিয়ামতের অবহেলা করি। ইসলামি জ্ঞানের কমতির কারণে আমরা জানি না মা বাবার প্রতি সন্তানের কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। বরং এ বিষয়ে আমরা অনেক বেশি অসচেতন এবং নিজেদের এই দায়িত্ব পালনে আমরা অনেক বেশি গাফিল।

আল্লাহ ﷻ আমাদের জন্য দুটি হক্ব নির্দিষ্ট করেছেন, একটি আল্লাহ পাকের হক্ব অন্যটি বান্দার হক। আল্লাহ পাকের হক্ব ঠিকভাবে আদায় করা আমাদের জন্য আবশ্যক কিন্তু তবুও যদি কোনো কারণে আমরা সময়মতো তা পালন করতে না পারি তাহলে কাযা আদায় করার সুযোগ রয়েছে এবং পরবর্তীতে কাযা হওয়ার কারণে অনুতপ্ত হলে আশা করা যায় আল গফুর আমাদের ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ। তবে এটাও মনে রাখতে হবে কিছু ফরজ আমল রয়েছে যার কাযা আদায় করা যায় না। যেমন নারীদের পর্দার বিধান। তাই এসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে ও কখনও ছুটে গেলে মন থেকে তাওবা করতে হবে। এবং পরবর্তীতে আর একই গুনাহ হবে না সে নিয়ত করতে হবে। আল্লাহ পাক আল-গফুর, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা করবেন। অন্যদিকে আমরা যদি বান্দার হক্ব নষ্ট করি এবং আল্লাহ পাকের সেই বান্দার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে না পারি তাহলে এর জন্য আমাদের কিয়ামতের দিন পাকড়াও হতে হবে। ঠিক একই কারণে

মা বাবার হক আদায়ের বিষয়েও আমাদের সচেতন হওয়া জরুরি। যেন ভুলেও আমাদের দ্বারা তাদের কোনো হক্ক নষ্ট না হয় এবং তাদের অসম্মান, অমর্যাদা না হয়। কেননা এটিই আল্লাহ পাকের নির্দেশ। মা বাবার প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সম্পর্কে নিজে জানা ও সচেতন হওয়া পাশাপাশি তা অন্যের কাছে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে আমার এ গবেষণা। যারা এই গবেষণা প্রবন্ধটি পড়বেন আল্লাহ পাক তাদের জন্য এটিকে উপকারী করুণ ও আমল করার তাওফিক দিন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকেও এর উপর আমল করার তাওফিক দিন। এবং এই বিষয়ে গবেষণার মতো একটি উপকারী কাজের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আরো কৃতজ্ঞতা উক্ত গবেষণার বিষয় বাছাই এবং সেই বিষয়ক সঠিক বই ও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে দিয়ে যারা সহযোগীতা করেছে, মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া থেকে টিকে থাকার কাজে যারা সাহস এবং উৎসাহ যুগিয়েছে, যাদের উছিলায় এই বিষয়ে লিখা শুরু করতে পেরেছি তাদের প্রতি। তাদের সকলকে আল্লাহ পাক কবুল করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম বিনিময় দান করুন। এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতা আমার আম্মু আব্বু ও দুই বোনের প্রতি, কেননা তাদের দোয়া এবং সহযোগিতায় আমার এই লেখা, আলহামদুলিল্লাহ।

বিনয়াবনত

ফারহানা আক্তার ইমু

মা-বাবার খিদমতে জীবনের সফলতা

আমরা জানি দুনিয়ার জীবন আমাদের জন্য চিরস্থায়ী নয়। তবুও পরকালের জীবনের সফলতার পাশাপাশি আমরা দুনিয়ার জীবনেও সফল হতে চাই। দুনিয়ার জীবনে প্রায় প্রতিটি মানুষের লক্ষ্যই জীবনে সফলতা অর্জন করা। মানুষ মাত্রই গোনাহগার তবুও প্রতিটি ইমানদার মানুষ চায় পরকালের সফলতা হিসেবে চিরস্থায়ী জান্নাতে জায়গা পেতে। আর পরকালে সফল হতে হলে প্রয়োজন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা। দুনিয়ার এই পরীক্ষাকেন্দ্রে আল্লাহ পাক তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের অনেক পথ আমাদের দেখিয়েছেন। যার একটি হলো মা বাবার সন্তুষ্টি অর্জন। মানুষ যখন তার মা বাবার হালাল আদেশ পালন করে কিংবা তাদের খিদমত করার মাধ্যমে তাদেরকে সন্তুষ্ট করে তখন মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন সন্তুষ্ট হন। মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ হাফিযাহুল্লাহ এর "তালিবানে ইলমের রাহে মনযিল" বইটি পড়ার সময় শায়েখের একটি উপদেশ আমার অনেক বেশি ভালো লেগেছিলো, তিনি(হাফিজাহুল্লাহ) বইটির একটি অধ্যায়ে বলেন,

“যিন্দেগীতে যদি কামিয়াবি চাও তাহলে মা-বাবার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করো। মায়ের সাথে (এবং বাবার সাথে) এমন আচরণ করো যাতে তোমার কথা মনে হলে তাদের চোখে পানি এসে পড়ে। খুশির কারণে এবং সন্তুষ্টির কারণে। কখনও মা-বাবার মনে কষ্ট দিও না, যদি তাদের দিলে কষ্ট এসে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মাফ চেয়ে নাও এবং তাদের মনের কষ্ট দূর করার চেষ্টা কর। সব সময় তাদের জন্য এই দুআ করতে থাকা, رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا।

উপদেশের প্রথম অংশে শায়েখ হাফিজাহুল্লাহ একটি কথা বলেছেন তা হলো মা বাবার খিদমত এবং তাদের হালাল আদেশ মানার দ্বারা তাদেরকে এতো বেশি সন্তুষ্ট করা যেনো আমাদের কথা মনে হলেই তাদের অন্তরে না চাইতে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া পৌঁছে যায়। এই লাইনগুলো পড়ার পর মনে হচ্ছিলো, আরে এটাইতো দুনিয়ার জীবনে আমার লক্ষ্য। সুবহানাল্লাহ! এতো সুন্দর নসিহত। অথচ আমরা যখন মা বাবার সাথে কখনও ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় কোনো বেয়াদবি করে ফেলি এবং একটা সময়ে গিয়ে অনুতপ্ত হই তখন তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে আমাদের লজ্জা লাগে। আমরা ভাবি থাক পরে ক্ষমা চাইবো। তারপর সময় চলে যায় ঠিকই কিন্তু আমাদের আর ক্ষমা

চাওয়া হয় না। আবার কখনও কখনও আমরা অহংকার করি, নিজেদেরকে সঠিক মনে করি। এটাই হচ্ছে শয়তানের একটি ষড়যন্ত্র। কেননা শয়তান চায় আমাদের উপর মা বাবা অসন্তুষ্ট থাকুন। যাতে করে আল্লাহ পাকও আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হন। যার ফলাফল পরকালে আমাদের জন্য জাহান্নাম। আর এটাই শয়তানের একমাত্র লক্ষ্য। সকলকে তার মতো পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামে পৌঁছানো।

উত্তম আমলসমূহের মধ্যে সময়মতো সালাত আদায় করার পরই রয়েছে মা বাবার আনুগত্যের মর্যাদা। মা বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের খিদমত করার অনেক মর্যাদা রয়েছে। এটি এমনই একটি বরকতময় আমল যার ফলাফল একজন ব্যক্তি দুনিয়াতে থাকতেই পেয়ে যায়। আল্লাহু আকবার! বহু ইমানদার, মুত্তাকী মানুষ রয়েছে যাদের ইবাদত এবং দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেছেন মা বাবার অনুগত থাকার কারনে। তারা দুনিয়ায়ও সফলকাম, ইনশাআল্লাহ আখিরাতেও। আল্লাহ পাক আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

মা বাবার প্রতি সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব

মা বাবার প্রতি সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। জীবিত কিংবা মৃত উভয় অবস্থাতেই তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইসলামে। জীবিত থাকা অবস্থায় মা বাবার কিছু হক্ব রয়েছে যা সন্তানের জন্য পালন করা ওয়াজিব। যেমন:

- মাতা-পিতাকে কোনপ্রকার কষ্ট না দেওয়া যদিও তাদের পক্ষ থেকে কোন জুলুম হয়ে যায়।
- আমাদের আচার-আচরণ কথা-বার্তায় তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।
- শরীয়ত সমর্থিত সকল কাজে তাদের কথা মেনে চলা।
- যদি প্রয়োজন হয় তবে তাদের আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করা (যদিও তারা কাফের হয়)।

মা বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার এটি এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল যার সম্পর্কে কুরআনে অনেক আয়াত এবং অসংখ্য হাদিস রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কিত কিছু আয়াত তুলে দেয়া হলো,

"আমি মানুষকে নিজের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।" (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৮ আংশিক)

অপর এক আয়াতে আছে-

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। যদি তাদের কোনও একজন বা দু'জনই বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' শব্দটি বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিওনা; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক ভাবে নম্র কথা বলো।" -(সূরা ইসরা : ২৩)

"মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনমিত করো এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।" -(সূরা ইসরা : ২৪)

আল্লাহ তাআলা বলেন: "আমি বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।" -(সূরা আল-বাকারা, ৮৩)

“তোমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো।” -(সূরা আন-নিসা, ৩৬)

তিনি আরো বলেন: "তোমরা আল্লাহর সাথে অপর কাউকে শরীক করো না, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।" -(সূরা আল-আন'আম : ১৫১)

পছন্দের কিংবা বিখ্যাত ব্যক্তির কোনো উপদেশ পেলেই আমরা তা দৌড়ে পালন করা শুরু করি। অথচ উপরের আদেশটি এমন এক সত্তার পক্ষ থেকে যিনি আপনার, আমার এমনকি সকল বিখ্যাত ব্যক্তিরও সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহﷻ বলেছেন তোমরা মা-বাবার সাথে "উফ" শব্দও বলো না তাদের ধমক দিও না আর আমরা তাদের সাথে চিল্লাচিল্লি করছি! কী ভয়ংকর অবস্থা আমাদের। আমাদের প্রতি মুহূর্তে ইস্তেগফার করা জরুরি নিজেদের এই অবাধ্যতার জন্য।

মা বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার এর গুরুত্ব হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত,
হজরত আমর বিন মুররা জুহানি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত কুজায়া বংশের এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি; মালের যাকাত দেই; রমজানের রোজা রাখি; আমার সাওয়াব কতটুকু হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘এ কাজ করে যে মৃত্যুবরণ করল, সে কিয়ামতের দিন আম্বিয়া; সিদ্দিকীন; শহিদগণের সঙ্গে এমনভাবে থাকবে; এ বলে তিনি দু'টি আঙ্গুল একত্রিত করে দেখালেন। তবে এর জন্য শর্ত হলো - সে যেন পিতামাতার নাফরমানি না করে।" -(ইবনে হিব্বান)

দোয়া কবুল হওয়া সম্পর্কে একটি হাদিসে বলা হয়েছে,

”আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির দো'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়। (১) মযলুমের দো'আ, (২) মুসাফিরের দো'আ ও (৩) সন্তানের জন্য পিতার দো'আ ।” -(তিরমিজি)

“তোমাদের মালসম্পদের অকল্যাণ, অমঙ্গল বা ক্ষতি চেয়ে বদ দু'আ করবে না। কারণ, হয়ত এমন হতে পারে যে, যে সময়ে তোমরা বদদু'আ করলে, সেই সময়টি এমন সময় যখন আল্লাহ বান্দার সকল প্রার্থনা কবুল করেন এবং যে যা চায় তাকে তা প্রদান করেন। এভাবে তোমাদের বদদু'আও তিনি কবূল করে নেবেন।”-(মুসলিম)

সন্তান হচ্ছে মা বাবার জন্য একপ্রকার সম্পদ। তাই তাদের জন্য কল্যাণকর নয় সন্তানের জন্য বদদোয়া করা। এধরণের কাজ থেকে বাবা মায়ের বিরত থাকাই উত্তম। এবং আমাদের সন্তানদেরও এমন সব কাজ থেকে বেঁচে চলা উচিত যার দ্বারা বিরক্ত হয়ে মা বাবা আমাদের উপর বদদোয়া করতে পারেন। অতএব আমরা বুঝতে পারি যে মা বাবার সদ্ব্যবহার করা আমাদের জন্য কতোটা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমাদের ভুলের জন্য বা নাফরমানির জন্য তারা যদি আমাদেরকে দোয়া বা বদদোয়া দেন তাহলে তা সাথে সাথে কবুল হয়। এবং তাদের জন্য যদি আমরা আমাদের জীবন কুরবান করেও দেই তবুও তাদের ঋণ শোধ করা অসম্ভব। তাই আমাদের উচিত নিজের সবটুকু দিয়ে মা বাবার খিদমত করা ও তাদের হালাল আদেশ মান্য করা।

মা বাবার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান

মা বাবার সাথে সুন্দর আচরণ করা তাদের প্রতি দয়াশীল ও সহানুভূতিশীল হওয়া, তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, যত্নবান হওয়া এবং তাদের শারীরিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা তাদের সেবাযত্ন করা ও তাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করাই হলো তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার। আর মা বাবার প্রতি সদ্ব্যবহারের জন্য রয়েছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে উত্তম পুরুষ্কার। কেননা বয়সের একটা সময়ে এসে তাদের মেজাজ খিটখিটে থাকে অনেকসময়, তাদের বিভিন্ন চাহিদা বেড়ে যায়। ধৈর্য কমে যায়। তখন তাদের অবস্থা হয় অনেকটা ছোটদের মতো। শরীরে নানা রকম দুর্বলতা দেখা দেয়। এমন অবস্থায় আদেশ পালন বানখিদমত করে হয়ত আমাদের মাঝেও অধৈর্য প্রকাশ পেয়ে যায়। ঠিক এই সময় আমাদের উচিত নিজেদের শৈশবের স্মৃতি স্মরণ করা। তাদের সাথে আরও অনেক বেশি বিরক্তিকর কাজ তখন আমরা করেছি। কিন্তু তাতে তারা বিরক্ত হননি, বরং তখন আমরাই ছিলাম তাদের চক্ষুশীতলকারী। কাজেই এখন আমাদেরও তাদের সকল প্রয়োজন খুশিমনে পূরণ করা উচিত এবং তাদের সকল হালাল আদেশ ধৈর্যের সাথে মেনে নেওয়াই আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর। কেননা এর বিনিময়ে রয়েছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কার দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় স্থানে। আল্লহ পাকের পক্ষ থেকে কী কী পুরুষ্কার রয়েছে তা হাদিস থেকে তুলে ধরা হলো,

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোনো নেককার সন্তান যখন স্বীয় মাতা-পিতার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকায় তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার আমলনামায় একটি মকবুল হজ লিপিবদ্ধ করে দেন। সাহাবীগণ আরয করলেন, যদি সে দৈনিক একশতবার এভাবে তাকায়? তিনি বললেন: হ্যাঁ, (প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে এই সাওয়াব পেতে থাকবে) আল্লাহ ﷻ অতি মহান, অতি পবিত্র তাঁর ভাণ্ডারে কোন অভাব নেই।" -(মিশকাতুল মাসাবীহ)

ভিন্ন একটি হাদিসে এসেছে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, অতঃপর সেখানে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এই ব্যক্তি

(তিলাওয়াতকারী) কে? ফেরেশতাগণ বললেন, হারিসা ইবন নু'মান রাদিআল্লাহু আনহু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, পূণ্যের প্রতিদান এরূপই। পুণ্যের প্রতিদান এরূপই। সে ছিল তার মায়ের সাথে সর্বাপেক্ষা সদাচরণকারী।" -(ইমাম আবূ আবদুল্লাহ)

ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। সে আমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করল। অপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিবাহ করতে পছন্দ করল। এতে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলে আমি তাকে হত্যা করি। আমার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? তিনি বলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বলেন, তুমি মহামহিম আল্লাহর নিকট তওবা কর এবং যথাসাধ্য তার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো। আতা রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন: আমি ইবনে আববাস রাদিআল্লাহু আনহু - এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মা জীবিত আছে কি-না তা আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন? তিনি বলেন, 'আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচরণের চেয়ে উত্তম কোন কাজ আমার জানা নেই।" -(আল আদাবুল মুফরাদ)

এই হাদিসটি দ্বারা বোঝা গেলো মা বাবার সাথে সদ্ব্যবহারের উছিলায় গোনাহ মাফ হয়। একজন গুনাহগার ব্যক্তি নিজের গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হলে তার ওপর আবশ্যক হলো ভালো কাজ করা। আর মা বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার একটি অন্যতম উত্তম আমল। যার দ্বারা গোনাহ মাফ হয়।

আরেকটি হাদিস, "হযরত উওয়ায়স করনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাতৃসেবায় নিয়োজিত থাকার কারণে সাহাবীত্বের মর্যাদা লাভ করতে পারলেন না বটে, কিন্তু পরকালীন পুরস্কার যা পাওয়ার সে তো ভিন্ন কথা, দুনিয়ায়ও যে তিনি একদম বঞ্চিত হলেন তা নয়; বরং নববী দরবার হতে সেই সেবার বদৌলতে এমন এক পুরস্কারই তিনি লাভ করলেন, যা দুনিয়ার মহামানবদের কাতারে তাকে ভিন্ন এক মাত্রা দান করেছে। সে পুরুস্কার এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ‘উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু কে বলেন, হে উমর! কোনও এক সময় ইয়ামানের করুণ এলাকা

হতে মদীনায় এক ব্যক্তি আসবে। তার গঠন-প্রকৃতি হবে এ রকম। হে ‘উমর! তার সাক্ষাত পেলে তুমি নিজের জন্য তার দ্বারা দু'আ করিয়ে নিও। আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবূল করবেন।

বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, অতঃপর ইয়ামান থেকে যখনই কোন কাফেলা আসত, হযরত ‘উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) খোঁজ নিতেন সে কাফেলায় করনের উওয়ায়স নামক কোন ব্যক্তি আছে কি না। পরিশেষে একবার একটি কাফেলা আসল এবং খলীফা জানতে পারলেন, সে কাফেলায় উওয়ায়স করনী (রহমাতুল্লাহ আলাইহি) আছেন। তিনি যারপরনাই খুশি হলেন। তারপর কাফেলার লোকদের কাছে চলে গেলেন এবং তার নামধাম জিজ্ঞেস করলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত হুলিয়াও মিলিয়ে দেখলেন। সব অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। শেষে তিনি আরয করলেন, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। উওয়ায়স করনী জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার দ্বারা দু'আ করানোর জন্য এসেছেন? তা ব্যাপার কী? খলীফা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন, যখন ‘করন' থেকে উওয়ায়স আসবে, তখন নিজের জন্য তার দ্বারা দুয়া করিও। আল্লাহ তা'আলা তার দুয়া কবূল করবেন। এ কথা শুনতেই হযরত উওয়ায়স করনী রহমাতুল্লাহ আলাইহি -এর চোখে অশ্রুর বান ডাকল। ভেতরে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এই মর্যাদা দান করেছেন।" -(মুসলিম)

রাসূল ﷺ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মত বিশেষ সাহাবীকে বলেছেন, "নিজের জন্য তার দ্বারা দু'আ করিয়ে নিও।" কী মহান এক পুরুষ্কার সুবহানাল্লাহ! প্রশ্ন আসতে পারে কীভাবে তিনি লাভ করলেন এতোবড় মর্যাদা? উত্তর হলো রাসূল ﷺ এর আদেশ মান্য করার মাধ্যমে এবং সেই অনুযায়ী আমল অর্থাৎ মায়ের খিদমত করে। সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা আমাদের অন্তরে তখন কেমন অনুভব হতো যদি প্রিয় মানুষটিকে দেখার সুযোগ থাকা সত্বেও দেখতে না পারতাম। তারপর তার মৃত্যু পর তার পক্ষ থেকে কোনো হাদিয়া অন্য কারো মাধ্যমে উপহার পেতাম? ঠিক যেমন অনুভূতি উওয়ায়স করনী রহমাতুল্লাহ আলাইহির অন্তরে হয়েছে অনেকটা তেমনই তাইনা? "অনেকটা" শব্দ ব্যবহারের কারণ আমাদের অন্তরের বেদনা কখনোই তাদের মতো মজবুত হবে না কারণ আমাদের ঈমান নড়বড়ে। আমরা রাসূল ﷺ কে

তো ভালোবাসি ঠিকই কিন্তু তার সুন্নতগুলো তার আদেশগুলো আমল করা নিয়ে আমাদের কতো গাফিলতি। অথচ উওয়ায়স করনী রহমাতুল্লাহ আলাইহি রাসূল ﷺ কে দেখার মাধ্যমে সাহাবি হওয়ার মতো সুযোগ হাতছাড়া করেছেন শুধুমাত্র আল্লাহ পাক ও আল্লাহর রাসূল ﷺ কে ভালোবেসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা মান্য করে নিজের মা বাবার খিদমতে থেকে গেলেন। আর তার এই ব্যবহারে আল্লাহ পাক খুশি হয়ে গেলেন। পুরস্কৃত করলেন দুনিয়া এবং আখিরাতে। মা বাবার খিদমতের আরো অনেক প্রতিদান রয়েছে।

"হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজের হায়াত বৃদ্ধি ও জীবিকার প্রশস্ততা কামনা করে, সে যেন মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।" -(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)

অপর হাদিসে এসেছে,
"হযরত ইবন উমার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের পিতাদের (পিতা ও দাদার) সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করো, তাহলে তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সাথে সদাচরণ করবে। তোমরা সচ্চরিত্রবান হও, তোমাদের নারীরাও সচ্চরিত্রবান হবে।" -(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)

অতএব উল্লেখ করা আয়াত এবং হাদিসের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে মা বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করার বিষয়ে ইসলাম অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে রয়েছে উত্তম বিনিময়। যার দ্বারা হায়াত ও রুজির বরকত হয় এবং নেককার স্ত্রী ও সন্তান মিলে।

আল্লাহ তাআলার প্রিয় আমল মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার

আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমলের একটি হচ্ছে মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার। সময়মতো সালাত আদায়ের পরই মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ ﷻ তাঁর ইবাদতের পরই মা বাবার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও বুখারী শরীফের একটি হাদিসে বলা হয়েছে,

"হজরত আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল কোনটি? তিনি বললেন, সময়মতো সালাত আদায় করা। জিজ্ঞেস করলাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। জিজ্ঞেস করলাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ।" -(বুখারী)

হাদিসের ক্রমবিন্যাস থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও উত্তম আমল হল সময়মতো সালাত আদায়, দ্বিতীয় স্থানে আছে পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার আর তৃতীয় স্থানে আল্লাহর পথে জিহাদ। সুবহানাল্লাহ! যেখানে আমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকে সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল বলে জানি সেখানে আল্লাহ পাক মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহারকে জিহাদ থেকেও বেশি পছন্দ করেন। যদিও সকল আমলই উত্তম, এছাড়া রাসূলুল্লাহﷺ সময় ও ব্যক্তির অবস্থাভেদে সাহাবিদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) প্রশ্নের জবাব দিতেন। যেমন কোনো হাদিসে জিহাদকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বলা হয়েছে আবার কোনো হাদিসে যিকির কে। যদিও আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এখানে একটি অন্যটির বিপরীত, কিন্তু আসলে না। প্রতিটি হাদিস সাহাবিদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) অবস্থাভেদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিতেন। এছাড়াও কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"আমি বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।" -(সূরা আল-বাকারা, ৮৩)

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো।।" -(সূরা আন-নিসা, ৩৬)

তিনি আরো বলেন: "তোমরা আল্লাহর সাথে অপর কাউকে শরীক করো না, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।" -(সূরা আল-আন'আম : ১৫১)

অতএব আমরা বুঝতে পারি মা বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার আল্লাহ তাআলার নিকট একটি পছন্দনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ আমল। যা কুরআনের অসংখ্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত।

মা বাবার ঋণ পরিশোধ করা যায়?

একজন মা তার সন্তানকে দীর্ঘ নয় অথবা দশ মাস গর্ভে ধারণ করেন। ছোট সন্তানটি তার নাভি দ্বারা মায়ের রক্ত গ্রহণ করে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে। প্রথম কয়েক মাস মা ঠিকমতো খেতে পারে না, কিছু খেলেই সব বমি হয়ে বের হয়ে আসে। ঘুমাতে পারে না ঠিকমতো। শরীর ভাড়ি হয়ে আসে। পা ফুলে যায়। দাঁড়ানো থেকে বসতে কষ্ট, বসা থেকে দাঁড়াতে কষ্ট। এভাবে তার দশটা মাস চলে যায়। তবুও সংসারের কাজ থেকে তার ছুটি মেলে না। এরপর একটা সময় চলে আসে সেই নির্দিষ্ট দিন। সন্তানের আগমনের দিন। মায়ের জন্য যেমন সবচেয়ে খুশির দিন তেমনি সবচেয়ে ভয় এবং কষ্টের দিন। প্রসব ব্যাথা সহ্য করা। হয় নিজে সুস্থ থেকে সুস্থ সন্তান জন্ম দেওয়া। অথবা নিজের বেঁচে থাকা নিয়েই টানাটানি। তবুও কী কখনও কোনো মা বলে আমি বাঁচতে চাই, সন্তানের যা ইচ্ছে হোক? বলে না কেউ। কেননা এতো এতো কষ্টের মাঝে সন্তানকে দেখার আগেই সন্তানের প্রতি মায়ের যে মায়া যে মোহাব্বত তা কী দুনিয়ায় আর কারো মাঝে দেখা যায়? সন্তানের জন্য বাবার মাঝেও এই ভালোবাসা নেই হয়ত। কিন্তু "মা" হচ্ছে এমন একটি শব্দ যা আল্লাহ ﷻ নিজে সম্মানিত করেছেন। আমাদের সারা জীবনের সবটুকুও যদি মাকে দিয়ে দেই তবুও তার এই কষ্টের ঋণ কোনো সন্তানের পক্ষে শোধ করা সম্ভব নয়। কখনোই সম্ভব না। একটি হাদিস রয়েছে এসম্পর্কিত। হাদিসটি হচ্ছে মাকে পিঠে নিয়ে তাওয়াফরত এক যুবকেরর ঘটনা,

"আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখতে পেলেন, এক ইয়েমেনী যুবক তার মাকে পিঠে নিয়ে তাওয়াফরত অবস্থায় বিড়বিড় করে বলছেন ‘আমি আজ মায়ের জন্য অনুগত উটের মতো। কোনো কষ্ট বা ভয়ই আমাকে বিরত রাখতে পারবে না।' অতঃপর তাওয়াফ শেষে, লোকটি ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘উমারকে বললেন, ‘হে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার, আমার মা আমাকে যত মাস গর্ভে ধারণ করেছে, তার চেয়েও বেশি সময় ধরে আমি তাকে বহন করছি। আমি কি আমার মায়ের প্রতিদান দিতে পেরেছি? ‘আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার জবাবে বললেন, ‘নাহ্, আপনার মায়ের একটা দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও আপনি দিতে পারেননি।" -(আল-আদাবুল মুফরাদ)

আল্লাহু আকবার! মায়ের কষ্টের ঋণ শোধ করার জন্য মা যতো মাস তাকে গর্ভে ধারণ করেছিলো তার চেয়েও বেশি সময় মাকে পিঠে বহন করার পরও যদি মায়ের একটি

দীর্ঘশ্বাস এর বিনিময়ও না হয় তাহলে এমন কোনো বিনিময় কী আছে এই দুনিয়ায় যার দ্বারা মা বাবার ঋণ পরিশোধ করা যায়? উত্তর হচ্ছে একটি বড় "না"। কোনো সন্তান যদি মা বাবাকে পুরো দুনিয়াও কিনে দেয় তবুও মায়ের কষ্টের বিনিময় দেয়া সম্ভব না হয়ত।

ভিন্ন হাদিসে এসেছে, "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সন্তানের পক্ষে তার পিতার প্রতিদান শোধ করা সম্ভব নয়। তবে সে তাকে দাসরূপে পেয়ে ক্রয় করে দাসত্বমুক্ত করে দিলে তার প্রতিদান হতে পারে।" -(মুসলিম)

"আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হিজরতের উদ্দেশ্যে বায়আত হওয়ার জন্য এক ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে কান্নারত অবস্থায় ত্যাগ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি বলেন: তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেমন কাঁদিয়ে এসেছে তেমনি তাদের মুখে গিয়ে হাসি ফুটাও।" -(বুখারী, মুসলিম)

অপর হাদিসে এসেছে, "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। মারওয়ান তাকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছিল এবং তিনি তখন যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে অবস্থান করতেন। তিনি একটি ঘরে বাস করতেন এবং তার মা আর একটি ঘরে বাস করতেন। যখন তিনি ঘর থেকে বের হতেন তখন তার মায়ের দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেন, “আসসালামু আলাইকি ইয়া উম্মাতাহ ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু” (মা! আপনার প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)। তার মা বলতেন, “ওয়া আলাইকা ইয়া বুনাইয়্যা ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু” (হে পুত্র! তোমার উপরও শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)। তিনি পুনরায় বলতেন, আল্লাহ “আপনার প্রতি দয়া করুন যেভাবে আপনি আমার শৈশবকালে আমাকে লালন-পালন করেছেন।" তার মা বলতেন, “আল্লাহ তোমার প্রতিও দয়া করুন যেরূপ আমার বার্ধক্যে তুমি আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করছো”। অতঃপর তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখনও অনুরূপ বলতেন।" -(আবু দাউদ)

"আবু তালিব কন্যা উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু আনহা-র মুক্তদাস আবু মুররা রহমাতুল্লাহ আলাইহি অবহিত করেন যে, তিনি আকীক নামক স্থানে অবস্থিত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র সাথে তার খামার বাড়ীতে একই বাহনে চড়ে গমন করেন। তিনি তার বাড়িতে পৌঁছে উচ্চস্বরে বলেন, আলাইকিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইয়া উম্মাতাহ। তার মা বলেন, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আবার আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রহিমাকিল্লাহু কামা রব্বায়তানী সাগীরা। তার মা বলেন, ইয়া বুনাইয়্যা ওয়া আনতা জাযাকাল্লাহু খায়রান ওয়া রাদিয়া আনকা কামা বাররতানী কাবীরা।" -(বাযযার)

কখনও কি মা মুরগী দেখেছেন? সে তার বাচ্চা মুরগীদের কিভাবে আগলে রাখে? আমাদের দেশে এই দৃশ্য সহজলভ্য। এই দৃশ্য দেখেনি এমন মানুষ কমই আছে সম্ভবত। মুরগী যখন দীর্ঘ দিন ধরে খাওয়া দাওয়া রেখে তার ডিম নিয়ে বসে থাকে, সন্তানের আশায় কিছু পরপর ডিমগুলি যত্নের সাথে ঘুরিয়ে দেয় যেনো সবদিকে গরম থাকে। ভিতরে বাচ্চার কোনো সমস্যা না হয়। তারপর যখন একুশদিন পর চোখের সামনে নিজের সন্তানদের পায় সেই মা মুরগির আচরণ কেমন থাকে? সামনে গিয়ে বাচ্চা ধরতে যাবেন দৌড়ে এসে আপনার উপর আক্রমণ করবে কেনো তার সন্তানকে ধরেছেন। মনে হবে যেনো বলছে, "খবরদার! এখুনি রাখো আমার সন্তান। নয়ত...!" হাহা শুনতে হাস্যকর লাগছে কিন্তু এটাই বাস্তবতা। এভাবেই প্রতিটি প্রানী তার সন্তানদের আগলে রাখে শত্রুর কাছ থেকে। আবার যখন বাচ্চাগুলো খেতে পারে না তখন মা মুরগি মাটিতে ঠোকর দিয়ে সন্তানকে শিখিয়ে দেয় কিভাবে খেতে হবে। আচ্ছা মা চড়ুই দেখেছেন কখনও? যখন চড়ুইয়ের বাচ্চা হয় মা পাখিটা সারাদিন খাবারের সন্ধানে যায়। একটু খাবার পেলেই নিয়ে আসে তার ছোট্ট চড়ুই সন্তানদের জন্য। বাচ্চাগুলো হা করে আর মা চড়ুই তার ঠোঁট দিয়ে একদম বাচ্চাদের গলার কাছে খাবার পৌঁছে দেয়। একবার বাবা খাওয়ায় তো একবার মা খাওয়ায়। আর বাচ্চারা টুপ করে খিলে ফেলে। কী চমৎকার এই দৃশ্য। এক সমুদ্র মমতা যেনো এই দৃশ্যতেই রয়েছে। "মা জাতি মায়াবতী।" দুই একটি ব্যতিক্রম উদাহরণ থাকবেই, আমরা সেদিকে যাবো না। যাইহোক এই যদি হয় সকল অবুঝ মা প্রাণীদের অবস্থা। তাহলে আমাদের মায়েরা আমাদের কিভাবে আগলে রেখেছেন! কিভাবে যত্ন করে খাইয়ে দিয়েছেন! এরপরও কী আমরা মায়েদের অবস্থা একটুও বুঝবো না? যখন একটি মেয়ে মা হয় তখন তার

সব খুশি হয় তার সন্তানকে নিয়ে। নিজে না খেয়ে মা তার সন্তানকে খাওয়ায়। যে খাবারটি একসময় নিজের পছন্দ ছিল এখন সেটি তুলে রাখে আদরের সন্তানের জন্য। সন্তান একটু বড় হওয়ার পর যখন খেলাধুলা করে কারো কাছ থেকে ব্যাথা পেয়ে আসে মায়েদের অন্তরে তখন কষ্ট হয়। অন্যকে কিছু বলা সম্ভব না হওয়ার কারণে সন্তানকেই শাসন করে। কেউ সন্তানকে নিয়ে কিছু বললে মায়েদের অন্তরে ব্যাথা হয়। মায়েদের অনুভূতি প্রকাশের ধরণ ভিন্ন। তাই আমরা তাদের রাগ কিংবা শাসনের মাঝের কষ্ট বা আবেগকে বুঝতে পারি না। আর যখন বুঝতে পারি তখন হয়ত আমরা নিজেরাও কোনো সন্তানের মা। কিন্তু তখন কী আর আগের মতো মায়ের খিদমতের সুযোগ থাকে? ছেলেদের জন্য হয়ত থাকে। মেয়েদের আর সেভাবে খিদমতের সুযোগ থাকে না ততদিনে। তাই আমরা বোনেরা আসেন বিয়ের আগে নিজেদের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাই মা বাবার খিদমতের। বিয়ে হয়ে গেলেও তাদের খোঁজ খবর নেই ঠিকমতো। বাবার বাড়ি বেড়াতে গেলে মাকে কোনো কাজ করা থেকে বিরত রাখি। আর ভাইয়েরা আপনারাও নিজেদের এই সুযোগকে কাজে লাগান। কিছু ভাই থাকে বউ এবং মায়ের মধ্যে ইনসাফ বজায় রাখতে পারে না। তাদের বলবো আপনারা এ সম্পর্কিত বই পড়ুন বেশি বেশি। আলেমদের সহবতে থাকুন। তবুও স্ত্রীর জন্য মায়ের উপর জুলুম করিয়েন না। মায়ের জন্য স্ত্রীর উপর জুলুম করিয়েন না। আর কোনো মায়ের যদি আমার এই লেখা পড়ার সুযোগ হয় তাহলে আপনাকে বলবো, "মা, ছেলের বউকে মেয়ের মতো ভালোবাসুন। একদিন, দুইদিন, তিনদিন একসময় দেখবেন আপনার ভালোবাসায় সেও আপনাকে মায়ের চোখে দেখবে। নিজেও মেয়ের মতো হয়ে যাবে।" আমরা তো প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আপন, মাহরাম। প্রত্যেকেই মুসলিম তাহলে আমাদের কী প্রয়োজন নিজেদের মাঝে দুরুত্ব রেখে। কী প্রয়োজন একে অপরের হিংসা করার, একে অপরের ক্ষতি করার? অনেক সময় দেখা যায় এই হিংসা থেকে মানুষ যাদুর মতো ভয়ংকর গুনাহেও জড়িয়ে যায়। আল্লাহুম্মাগফিরলী। (হিংসা খারাপ সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না আমি, যেহেতু আমার বিষয় ভিন্ন।) আমরা সকলে হবো একে অপরের সহযোগী। কেউ কারো হিংসা করা থেকে বিরত থাকবো। যারা সম্পর্কে ননদ বা এজাতীয় কিছু হন তাদের জন্যও আমার এই কথাগুলো। একটু ভেবে দেখি সবাই আমরা ইনশাআল্লাহ। ভাইয়েরা স্ত্রীর মা বাবাকে সম্মান করুন সঠিক মর্যাদা দিন। স্ত্রীরাও শ্বশুর শাশুড়ীর খিদমত করুন। প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি ইহসান করুন। বোনেদের ক্ষেত্রে বলবো, স্বামীর মা বাবা ছাড়া আপনি কখনও আপনার

স্বামীকে পেতেন না। ঠিক একইভাবে ভাইদের ক্ষেত্রে বলবো, স্ত্রীর মা বাবা ছাড়া কখনোই আপনি আপনার স্ত্রীকে পেতেন না। তাই প্রত্যেকে একে অপরের মা বাবাকে সম্মান করবো তাদের হক্কগুলো আদায় করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইহসান কারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফিক দিন। আমাদের বাবাদের কষ্টগুলোও ভুলে গেলে চলবে না। সারাদিন সন্তান পালনের চিন্তা, সন্তানকে ভালো খাওয়ানোর চিন্তা। যখন কাজে থাকেন কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে যান তবুও থেমে থাকেন না। সন্তানদের কথা চিন্তা করে নতুন উদ্যমে কাজে বাড়েন। বাহিরে কিছু খেতে ইচ্ছে করলেও খান না, চিন্তায় আসে সন্তানদের মুখ। সন্তানদের রেখে একজন বাবা বাহিরে খেতে পারেন না মনভরে। ভাবে থাক, সন্তানের জন্য নিয়ে নেই । প্রতি ঈদে সন্তানের জন্য নতুন জামা-জুতা প্রস্তুত থাকলেও নিজে কিনেন না কিছুই। পুরোনো পরিষ্কার পাঞ্জাবিটা দিয়েই ঈদ কাটিয়ে দেন। এমন শতশত ত্যাগ রয়েছে যা বাবারা নিজেদের সন্তানের জন্য করেন। তারা বাহিরে থাকেন আর আমরা ঘরে কিংবা বন্ধুদের সাথে আড্ডায়। কতো কিছুই আমাদের অজনা থাকে। যেকোনো প্রয়োজনে টাকা চাইলেই কোনো না কোনোভাবে বাবা আমাদের চাহিদা পূর্ণ করে দেন। আমরা ভাবি না কিভাবে যোগাড় হলো? আমরা শুধু দেখি, "আমরা চেয়েছি আর পেয়ে গেলাম।" কিন্তু না, দৃশ্যের আড়ালেও থাকে দৃশ্য। গল্পের পিছনেও থাকে নতুন আরেক গল্প। যা আমাদের অজানাতেই থাকে কারণ আমরা কখনও এসব জানার চেষ্টা করি না। চেষ্টা করি না বাবাদের কষ্টগুলো বুঝতে। আল্লাহ পাক আজ এই মুহূর্ত থেকে আমাদের জন্য করা মা এবং বাবা উভয়ের যে ত্যাগ রয়েছে তা বুঝে তাদের সেই ত্যাগের প্রতিদান দেয়ার তাওফিক দিন। যদিও আমরা জানি তাদের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয় তাই আমাদের আরো, আরো বেশি তাদের সেবা যত্ন করতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তাওফিক দিন। আমী-ন।

সন্তানের জান্নাত কোথায়?

পথিক তোমার গন্তব্য কোথায়? তুমি কি জানো? আমরা যারা মুসলিম তারা প্রত্যেকেই জানি যে আমাদের শেষ গন্তব্য ইনশাআল্লাহ জান্নাত। হয়ত নফসের ধোঁকায় তা থেকে আমরা বারবার দূরে সরে যাই কিন্তু তবুও আবার ফিরে ফিরে আসি আপন নীড়ে, সেই মহান ক্ষমাশীল রবের সামনে। হাত তুলে ক্ষমা চাই নিজেদের গোনাহের জন্য। আমরা অনেকেই হয়ত বাবা-মায়ের অবাধ্য সন্তান ছিলাম কিংবা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এখনও অবাধ্য। অবশেষে আজ আমরা অনুতপ্ত নিজেদের করা সেই অবাধ্যতার জন্য তাই সুযোগ খুঁজি নিজেদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লাও আমাদের সেই সুযোগ কেড়ে নেন নি বরং সুযোগ দিয়ে রেখেছেন, যেভাবে আমারা পিতা মাতার অবাধ্য ছিলাম এখন তাদের সকল হালাল আদেশ পালনে আরো বেশি বাধ্য হয়ে তাদের সন্তুষ্ট করা। আমরা প্রত্যেকেই হয়ত ছোটবেলা থেকেই একটি হাদিস সবার কাছ থেকে শুনে এসেছি। তা হলো, "মায়ের পায়ের তলে সন্তানের জান্নাত।" এর মর্ম কী? আমরা কী কখনও তা ভেবে দেখেছি? কেউ কেউ হয়ত চিন্তা করেছি এবং সেই অনুযায়ী আমল করেছি। কিন্তু বাকীরা? আসুন তাহলে আজ একটু ভেবে দেখি বিবেকের চোখ খুলে ইনশাআল্লাহ।

আমরা যখন নফসের সাথে যুদ্ধ করে নিজেদের পিতা মাতার খিদমত করার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে মনোযোগী হই এবং সে অনুযায়ী আমল চালিয়ে যাই। এই অবস্থায় আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করি মা বাবার প্রতিটি কঠোর কথাতেই নিজেকে শান্ত রাখতে। কিন্তু একসময় এসে আমাদের মনে হয়, "অসম্ভব, সহ্যের একটা সীমা আছে।" আসলেই কী তাই? কিন্তু আমরা তো কুরআনে দেখি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের সাধ্যের ওপর কোনো বোঝাই চাপিয়ে দেন না। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলছেন,

"আল্লাহ কারও উপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না। তার কল্যাণ হবে সে কাজেই যা সে স্বেচ্ছায় করে এবং তার ক্ষতিও হবে সে কাজেই, যা সে স্বেচ্ছায় করে।" -(সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬)

আবার একই আয়াতে আল্লাহ পাক আমাদের সুন্দরভাবে দোয়াও শিখিয়ে দিয়েছেন,

"(হে মুসলিমগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে এই দু'আ কর যে,) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দ্বারা যদি কোনও ভুল-ক্রুটি হয়ে যায় তবে সেজন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি সেই রকমের দায়িত্বভার অর্পণ করো না, যেমন তা অর্পণ করেছিলে আমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন ভার চাপিয়ো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের (ক্রুটিসমূহ) মার্জনা কর, আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।" -(সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬)

কয়েকটি হাদিস নিচে দেয়া হলো,

"হযরত মুয়াবীয়া ইবনে জাহেমা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন যে, জাহেমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি এবং এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি মা আছে? জাহেমা বললেন হাঁ, আমার মা আছে। তিনি বললেন, তার সঙ্গে থাক, তার খেদমত কর, তার পায়ের নীচে তোমার বেহেশত।" -(আহমদ ও নাসায়ী)

ভিন্ন একটি হাদিসে এসেছে,

"হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূলﷺ! সন্তানদের উপর পিতা-মাতার হক্ব কতটুকু? তিনি উত্তরে বললেন, পিতা-মাতা তোমাদের বেহেশত এবং দোযখ।" -(ইবনে মাজাহ)

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে,

“হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতা সম্পর্কিত আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম-আহকাম এবং হেদায়াত মানা অবস্থায় সকাল করলো, সে যেন নিজের জন্য জান্নাতের দুটি দরজা খোলা অবস্থায় সকাল করলো। যদি মাতা-পিতার মধ্যে কোনো একজন হয় তাহলে যেন জান্নাতের একটি দরজা খোলা অবস্থায় পেল । আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতা সম্পর্কিত আল্লাহর হুকুম ও হেদায়াত অমান্য করলো,

তাহলে তার জন্য জাহান্নামের দুটি দরজা খোলা হবে। যদি মাতা-পিতার মধ্যে কোনো একজন থাকেন, তাহলে যেন জাহান্নামের একটি দরজা খোলা পেল। একথা শুনে জনৈক সাহাবা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতা-মাতা যদি সন্তানের ওপর যুলুম করে আর তার ফলে সন্তানরা যদি অবাধ্য হয় বা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তবু কি সন্তানদের জাহান্নামে যেতে হবে?”

এর জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ

"হ্যা পিতা মাতা যদি সন্তানের উপর যুলুম করে, তবু তাদের অবাধ্য হলে জাহান্নামে যেতে হবে।” -(মেশকাত)

অপর হাদিসে এসেছে,

"আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

- "নাক ধূলিমলিন হোক, আবারও নাক ধূলিমলিন হোক, আবারও নাক ধূলিমলিন হোক।"

জিজ্ঞেস করা হল,

- "কোন ব্যক্তির, হে আল্লাহর রাসূল?"

তিনি বললেন,

- "যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে বার্ধক্যাবস্থায় পেল অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।" -[মুসলিম]

কী ভয়ংকর! রাসূল ﷺ বলছে "নাক ধূলিমলিন হোক" তার যে মা বাবার বার্ধক্যের সময় তাদের খিদমত করে জান্নাতকে নিজের জন্য ওয়াজিব করিয়ে নিতে পারলো না আল্লাহ পাকের কাছ থেকে। অতএব এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি মা বাবার খিদমত দ্বারা আমাদের জান্নাতের দরজায় পৌঁছানো সহজ ইনশাআল্লাহ অন্যদিকে তাদের অবাধ্যতা দ্বারা আমাদের জাহান্নামের পথে পৌঁছেনো সহজ। এবার সিদ্ধান্ত আমাদের আমরা কোথায় যেতে চাই। যেখানে যেতে চাই সে অনুযায়ী আমল করাই আমাদের সকলের উচিত। আমরা যদি জান্নাতে যেতে চাই তাহলে পিতা মাতার খিদমতকে আমাদের জীবনে আকঁড়ে ধরতে হবে আর যদি জাহান্নামে যেতে চাই তাহলে "দেখেন, আপনি যা ভালো মনে করেন।"

মৃত যুবকের কান্নার গল্প

মা বাবার খিদমতের ফলাফল দুনিয়ায়ই পেয়েছে এমন একটি ঘটনা শুনেছিলাম রেইনড্রপ'স মিডিয়া'র অডিও লেকচার "শেষের গল্প" সিরিজের দ্বিতীয় পর্ব থেকে। আঠারো মিনিট নয় সেকেন্ডের এই লেকচারটিতে প্রতিটি সন্তানের জন্য রয়েছে উত্তম শিক্ষা। যারকারণে ঘটনাটি আমি এখানে হুবুহু এক রেখে তুলে ধরার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ।

“শায়েখ নাবিল আওয়্যাদি হাফিজাহুল্লাহ একবার শায়েখ আব্বাস বাতাউয়ি রাহিমাহুল্লাহ'র (যিনি দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে মৃত ব্যক্তিদের লাশ গোসল দিয়েছেন।) কাছে জানতে চেয়েছিলেন, "শায়েখ আপনার কি এমন কারো ঘটনা জানা আছে, যে ব্যক্তির পিতামাতার আনুগত্যের ফল তার মৃত্যুর সময় প্রকাশ পেয়েছিলো?" শায়েখ আব্বাস বাতাউয়ি রাহিমাহুল্লাহ অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন মানুষ। তিনি বলতে শুরু করেন, "আমার এক ভাইয়ের গল্প আমার জানা আছে। যে গল্পের মাধ্যমে, যে ঘটনার মাধ্যমে বহু মানুষ প্রভাবিত হয়েছে।" এই ঘটনা বর্ণনা করার পর বহু যুবক শায়েখের সাথে যোগাযোগ করেছে। এবং যারা এর আগে পিতামাতার প্রতি উদাসীন ছিলো, পিতামাতার খিদমত করতো না তাদের অবাধ্য ছিলো। তারা সেই যুবকের ঘটনা শোনার পরে আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় পিতামাতার প্রতি অনুগত হয়ে যায় এবং সবসময় পিতামাতার খিদমত করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। "এ গল্প যেই ব্যক্তির অর্থাৎ যিনি মৃত ব্যক্তি তার ভাই একদিন আমার কর্মস্থলে আমার অফিসে এলেন এবং বললেন, "শায়েখ, আমার এক ভাই আছে যিনি সৌদি আরবের বাহিরে অন্য একটি আরব দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা তাকে সেখান থেকে এখানে নিয়ে আসবো এবং আমরা চাই আগামীকাল তাকে দাফন করা এবং লাশ গোসল দেয়া থেকে শুরু করে সার্বিক কার্যক্রম এবং সবশেষে তাকে মক্কায় দাফন করার কাজে আপনি আমাদের সাথে থাকবেন।" শায়েখ বললেন, "এই ঘটনা ছিলো হজ্জের মৌসুমে। তখন ছিলো জিলহজ্জ মাসের পঞ্চম তারিখ। সেইসময় স্বাভাবিক ভাবেই দুনিয়ার সমস্ত জায়গা অর্থাৎ সারা পৃথিবী থেকে হাজিরা মক্কায় এসেছে। মক্কা তখন খুবই ব্যস্ত, কাজেই শায়েখ তাদেরকে বললেন এইরকম একটি অবস্থায় মক্কায় দাফন করার কাজ তো খুবই কঠিন! দাফনের অনুমতি নেওয়া ততোটা কঠিন নয়, কিন্তু এতো বিশাল সংখ্যক হাজিদের মাঝে এই দাফন কাজ করা খুবই কঠিন ও অসম্ভব একটি বিষয়।" জবাবে সেই মৃত ব্যক্তির ভাই বললেন,

"শায়েখ আপনিও আল্লাহর উপর ভরসা করুন, আমরাও আল্লাহর উপর ভরসা করি। চেষ্টা করে দেখি।" কাজেই পরেরদিন শায়েখ এম্বুল্যান্স নিয়ে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন এবং এয়ারপোর্টের আন্তর্জাতিক শিপিং বিভাগে যারা সৌদি আরবের বাহিরে মৃত্যুবরণ করে তাদের লাশগুলো সেখানে পাঠানো হয়। কাজেই শায়েখ সেখানে গেলেন এবং এয়ারপোর্টের এম্বুল্যান্সে সেই যুবক তার ভাইয়ের মৃতদেহ রিসিভ করলেন। এরপর তারা সবাই এম্বুল্যান্সে উঠলেন এবং গাড়ী নিয়ে জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন যেখানে সেই মৃত ব্যক্তির পরিবার বসবাস করতো। তারা তাদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছালে মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার জন্য একটি টেবিলের ওপরে রাখা হলো যেখানে লাশ গোসল দেয়া হয়। শায়েখ বলছেন সেই যুবক এতো বিশাল আকৃতির ছিলো যে তার দুই হাত এবং পা লাশ ধোয়ার সেই টেবিলের বাহিরে চলে আসছিলো। কিন্তু এরপরেও তাকে গোসল দেয়ার কাজটি খুবই সহজ ছিলো। শায়েখ একাই সেই কাজ করে ফেলেন। তাকে গোসল দেওয়া এবং তাকে প্রস্তুত করার সকল কাজ শেষ করার পর শায়েখ তাকে বাহিরের ঘরে রেখে আসেন। এমন সময় সেই যুবকের মৃতদেহ যারা বহন করে নিয়ে এসেছিলো, যারা প্লেনে ছিলো তারা সেখানে এলো এবং এসে বললো, "শায়েখ আমরা প্রস্তুত।" শায়েখ জিজ্ঞাসা করলেন, "কীসের জন্য প্রস্তুত?" তারা বললো যে, "আমরা তাকে গোসল দেয়ার কাজে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।" শায়েখ আব্বাস বললেন, "তার গোসল শেষ। আমি তাকে প্রস্তুত করে পাশের রুমে রেখে এসেছি।" এই কথা শুনে তারা খুব অবাক হলো। "ঠিকআছে যেহেতু সবকিছু প্রস্তুত তাহলে চলুন আমরা মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেই।" শায়েখ তাদেরকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিলেন, "জিলহজ্জ মাসের পঞ্চম তারিখ অর্থাৎ এই হজ্জের মৌসুমে এখন মক্কায় কিন্তু অনেক মানুষের ভিড় থাকবে। অনেক হাজী'র সমাগম থাকবে।" জবাবে তারা সবাই বললেন, "আমরা আল্লাহর উপরে ভরসা করলাম।" এমন সময় সেই মৃত ব্যক্তির ভাই শায়েখকে বললেন, "আমরা আমাদের ভাইয়ের মৃতদেহ আমাদের আব্বার কাছে নিয়ে যেতে চাই। আমরা আব্বাকে জানিয়েছিলাম সে মারা গেছে এবং তাকে আমরা মক্কায় কবর দেয়ার জন্য চেষ্টা করবো। আর যেহেতু এখনও কিছু সময় আছে, কাজেই আমরা অপেক্ষা করি আব্বা আসুক যেনো তিনি তার ছেলেকে শেষবারের মতো দেখতে পারেন। শেষ বিদায় জানাতে পারেন। এবং একই সাথে আমাদের মৃতভাই তাকেও আমরা পিতা মাতার কাছ থেকে শেষ বিদায় জানিয়ে নিবো।" এরপর সবাই যখন সেই ভিলা বাড়ির গেটে পৌঁছালেন তখন ভাইয়েরা বললো,

"তাকে গাড়িতেই রাখুন আমরা আমাদের আব্বাকে ডেকে নিয়ে আসছি যাতে তিনি নিজেই এসে শেষ দেখা এবং শেষ বিদায় জানাতে পারেন।" কাজেই সেই লাশ এম্বুল্যান্সেই রয়ে গেলো, দরজা খুলে দেয়া হলো। এমনসময় তাদের পিতাকে সেখানে নিয়ে আসা হলো। শায়েখ দেখলেন তাদের পিতা খুব একটা বয়স্ক ব্যক্তি নন। কিন্তু সেরকম একটি পরিস্থিতিতে নিজের ছেলের মৃতদেহ চোখের সামনে থাকায় তিনি খুবই আবেগে ভারাক্রান্ত ছিলেন, হাঁটার মতো শক্তি তার ছিলো না। দুইদিকে দুই কাঁধে তাকে ভর করে রাখা হয়েছিল। এই অবস্থায় তিনি হেঁটে আসলেন এবং ছেলের লাশ দেখে আবেগে সেখান থেকে তাল হারিয়ে পরে যাওয়ার অবস্থা হলো। এরপর যখন তিনি এম্বুল্যান্সে প্রবেশ করেন একেবারে ছেলের লাশের উপরে গিয়ে পড়লেন। ছেলের মুখের উপরে গিয়ে পড়লেন, আছরে পড়লেন। এবং তাকে জরিয়ে ধরে আদর করলেন। এরপর তিনি শায়েখ আব্বাসকে বললেন, "শায়েখ আমাকে ছেলের মুখটা থেকে একটু কাপড় সরিয়ে বের করে দেখান।" শায়েখ বললেন এরপরে এমন এক দৃশ্য আমি দেখলাম! এরকম একটি দৃশ্য আমি কখনোই ভুলতে পারি না। এবং আমি যেই দৃশ্য দেখেছি তার সাক্ষী আছে সেই মৃতব্যক্তির ভাই এবং তার দুলাভাই। তারা সেখানে ছিলো। আমি যখন সেই মৃত যুবকের মুখের উপর থেকে কাফনের কাপড়টা সরালাম এবং তার বাবা যখন ছেলের লাশটা দেখলো তখন তিনি সেই লাশের উপর একেবারে আছরে পড়লেন, জরিয়ে ধরে চুমু খাচ্ছিলেন এবং ছেলেকে বিদায় দিলেন। এমন সময় আমি দেখলাম সেই মৃত যুবকের ডান চোখ থেকে একফোঁটা অশ্রু, একফোঁটা পানি বেরিয়ে গড়িয়ে পড়লো।" শায়েখ আব্বাস বললেন আপনারা কী কখনও আপনাদের জীবনে একজন মৃতব্যক্তিকে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখেছেন? একজন মৃতব্যক্তিকে কখনও কাঁদতে দেখেছেন? প্রথমে ভেবেছিলাম যে গরম আবহাওয়া কিংবা এই গরমে লাশ গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয়েছে, উষ্ণতার কারণে আদ্রতার কারণে এমন হতে পারে। অথবা কাফনের কাপড়ে লাশটা ঢেকে রাখা হয়েছে এইসব কারণে হয়তবা চোখ থেকে একফোঁটা পানি বের হয়ে আসতে পারে। কাজেই আমি পরনে থাকা কাফন দিয়ে-ই তার ডান চোখের সেই পানিটা মুছে দিলাম এরপর তাকে আবার আগের মতো করে ঢেকে রাখলাম। আমি খেয়াল করলাম মৃতব্যক্তির ভাই এবং তার দুলাভাই তারা পাশেই দাড়িয়ে ছিলো তারাও সেই একই বিষয় খেয়াল করেছেন, যা আমি দেখলাম। এরপর যখন ছেলের কাছ থেকে পিতা শেষ বিদায় নিলেন এবং তারা ধরাধরি করে পিতাকে গাড়ি থেকে নামাতে সাহায্য করছিলো তখন সেই মৃতব্যক্তির ভাই বললো,

"আব্বা আপনি কি দেখেছেন আমাদের ভাই, আপনার ছেলেকে? তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে। আপনি কি তাকে কাঁদতে দেখেছেন?" আব্বা অবাক হয়ে জিজ্ঞেসা করলেন, "সে কিভাবে কাঁদতে পারে! মানে একজন মৃত মানুষ তার চোখ থেকে কিভাবে অশ্রু বের হতে পারে! আমি তাকে আবার দেখবো আবার দেখতে চাই।" শায়েখ বললেন, "আমি তার ভাইকে আগেই বলেছিলাম যে তোমাদের আব্বাকে এই ঘটনা বলো না কারণ তাহলে তিনি আবেগী হয়ে পড়বেন।" কিন্তু ভাই রাজি হচ্ছিলো না। সে বললো যে, "আব্বাকে একথা বলতেই হবে।" তো তাদের আব্বা যখন এ ঘটনা শুনলো তখন ভাইয়েরা আবার তাকে সেখানে ফিরিয়ে আনলো। আব্বা আবার ছেলেকে আরেকবারের জন্য দেখতে এলেন। এবং এসে বললেন, "শায়েখ আমি আরেকবার আমার ছেলের মুখটা দেখতে চাই।" শায়েখ আব্বাস বললেন, "এর কোনো দরকার নেই। আপনি বিদায় নিয়েছেন আপনার ছেলে মারা গেছে।" এভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু পিতা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। তিনি বললেন, " আমি আবারও বলছি আমি আরেকবার আমার ছেলের মুখটা দেখতে চাই।" এরপর ছেলের সেই লাশের মুখ থেকে কাপড়টা সরানো হলো এবং আব্বা আবারও আবেগে তার ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। এবং এমন সময় আবারও সেই মৃত ব্যক্তির চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। এই অবস্থায় শায়েখ নাবিল জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি এটা নিজের চোখে দেখেছেন?" শায়েখ আব্বাস বাতাউয়ি রাহিমাহুল্লাহ তিনি জবাব দিয়ে বলেন, "আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং এই ঘটনার সাক্ষ্য আছেন মৃতব্যক্তির ভাই এবং তার বোনের জামাই বা দুলাভাই তারাও সেখানে আমার পাশে দাঁড়ানো ছিলো।" পিতা যখন দেখলেন যে ছেলের চোখ থেকে পানি বের হচ্ছে এই অন্তিম বিদায়ের মূহুর্তে তখন পিতা নিজের আবেগ আর ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি হাঁটু গেড়ে একেবারে এম্বুল্যান্সের অ্যালুমিনিয়ামের যে মেঝে সেখানে হঠাৎ করে পড়ে গেলেন এবং হাঁটুতে বেশ চোট পেলেন। কিন্তু সেই সময় এমনই একটি আবেগময় মূহুর্ত তিনি যে হাঁটুতে চোট পেয়েছেন এটা খেয়াল করার মতোও অবস্থা ছিলো না। পরেরদিন তিনি সেটা খেয়াল করেন। ভাইয়েরা তাদের মাকেও সেখানে নিয়ে আসতে চেয়েছিলো কিন্তু তাদের মা অসুস্থ তিনি হাঁটতে পারেন না কাজেই আমি বললাম, "প্রয়োজন নেই যদি বাবারই এই অবস্থা হয় তাহলে মা কিভাবে আবেগ ধরে রাখতে পারবেন? তার কী অবস্থা হবে!" কাজেই সেই অবস্থায় তাকে আবার কাফনের কাপড়ে আবৃত করে আমরা মসজিদুল হারামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম সেই হজ্জের মৌসুমে। যখন আমরা

এম্বুল্যান্সে করে সেই মৃতব্যক্তির লাশ মসজিদুল হারামে প্রবেশ করালাম তখন আশেপাশে অনেক লোকের ভিড় ছিলো। সেখানকার যারা সিকিউরিটি নিরাপত্তা কর্মী ছিলো তারা আমাদের গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?" আমরা বললাম, "জানাজার উদ্দেশ্যে দাফনের উদ্দেশ্যে।" স্বাভাবিকভাবেই তারা জবাব দিলো আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না সারা রাস্তাজুরে সমস্ত জায়গায় এতো এতো হাজী, হজ্জযাত্রী তারা পঙ্গপালের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে আছে? এই অবস্থায় কিভাবে দাফন করবেন! আপনারা আপনাদের সাথে আনা মৃতব্যক্তিকে ফেরত নিয়ে যান।" সিকিউরিটি যখনই একথা বলা শেষ করলো আমরা চলে যাচ্ছিলাম এমন সময় খেয়াল করলাম অলরেডি এম্বুল্যান্সের দরজা খোলা হয়ে গেছে এবং হজ্জযাত্রীরা স্বেচ্ছায় তাদের মাথায় সেই মৃত যুবকের খাটিয়া তুলেছে এবং তারা সে মৃতদেহ বহন করে অলরেডি রওনা দিয়ে দিয়েছে। এবং পেছনে হজ্জ যাত্রীরা তাকে অনুসরণ করে যাচ্ছে। শায়েখ আব্বাস বলেন সেই মৃত ব্যক্তির ভাই তিনি আল্লাহর নামে কসম করে আমাকে বলেছে যে এতো মানুষের কারণে সে নিজে দুইবারের বেশি কখনোই খাটিয়া বহন করার সুযোগ পায়নি। হজ্জ যাত্রীরা স্বেচ্ছায় সেই খাটিয়া বহন করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। সে অবস্থায় শায়েখ আব্বাস গাড়ি ঘুরিয়ে দাফন করার জন্য অনুমতি আনতে গেলেন এবং গাড়ি নিয়ে কবরস্থানে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন মক্কায় পবিত্র হারাম শরীফে সেইদিন আটজন মানুষের জানাজা ছিলো। ছয়জন পুরুষের এবং দুইজন মহিলার। শায়েখ আব্বাস সেই জানাজাগুলোতে অংশ নেন। এই ঘটনর মূল লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি কতো সৌভাগ্যবান, এমন একটি পরিস্থিতিতে তাকে দাফন করা হচ্ছে। হজ্জের মৌসুমে হাজীদের মাঝে এবং যেখানে দুই মিলিয়ন বা বিশ লক্ষ হাজী! সারা দুনিয়ার সমস্ত প্রান্ত থেকে যারা হজ্জের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন তারা সেই মৃত ব্যক্তিদের জানাজাতে অংশ নিয়েছেন। পবিত্র মাসে পবিত্র মসজিদে হাজীরা সেই ব্যক্তিদের ক্ষমার জন্য মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন। দুই মিলিয়ন বা বিশ লক্ষ মানুষ তাদের জন্য দোয়া করছেন। এদের মধ্যে মাত্র একজন ব্যক্তির দোয়াও যদি আল্লাহ তাআলা কবুল করে নেন তাহলে সেটা তাদের ক্ষমার জন্য, মাগফিরাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। কতোই না সৌভাগ্যবান ছিলেন সেই মানুষেরা। শায়েখ আব্বাস বলেন, "কবরস্থানে গিয়ে আমি তার জানাজার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। প্রথমে তিনটি লাশ নিয়ে আসা হয় এবং এরপর কবর খোঁড়ার যেই লোক সে সেখানে এসে বললো যে, "দাফন তো এখান থেকে বামদিকে হবে আপনারা

তাদেরকে বামদিকে নিয়ে যান।" তখন সেই তিনটি লাশ বামদিকে নিয়ে যাওয়া হলো। এরপর চতুর্থ লাশটা আসলো। শায়েখ আব্বাস বলেন যে, আমি লাশের উপরের কাভারটা দেখে চিনে ফেললাম। এমন সময় সুপারভাইজার সেখানে আসলো এবং এসে জিজ্ঞসা করলো, "আজকে কী কারো জানাজা নেই?" আমি বললাম, "হ্যা আছে। এইমাত্র তিনটি লাশ বামদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।" তখন সুপারভাইজার বললো, "দাফনের কাজ তো ডানদিকে হবে।" সুতরাং এর কারণে সেই চতুর্থ ব্যক্তি অর্থাৎ সেই যুবকের লাশ সিরিয়ালে সবার আগে নেওয়া হলো এবং ডানদিকে নিয়ে সবার প্রথমে তার জানাজা দাফনের কাজ হলো। শায়েখ আব্বাস বললেন, এই ঘটনা দেখে আমি খুবই বিস্মিত হলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম আল্লাহ তাআ'লা পক্ষ থেকেই এই কাজগুলো তার জন্য সহজ করে দেয়া হচ্ছে। যেখানে প্রত্যেকটি কাজ কঠিন হওয়ার কথা সেখানে সেই কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহ তাআ'লা সেই যুবকের জন্য তার শেষ মূহুর্তগুলো সহজ করে দিচ্ছিলেন। এরপর তাকে দাফন দেয়া হলো। হাজীরা তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কিবলা মুখি হয়ে সেই যুবকের জন্য মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে লাগলো। এরপর শায়েখ আব্বাস বলেন, "আমি পরেরদিন সেই মৃতব্যক্তির বাড়িতে গেলাম তার পরিবারকে শান্তনা দেওয়ার জন্য।" আমি জেদ্দায় ফেরত যাইনি, মক্কায় তার বাড়ি সেখানে যাই। এবং সেখানে তাদের সাথে তাদেরকে শান্তনা দিতে যাই। সেখানে গিয়ে আমি আমার পাশে থাকা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞারা করলাম, "এই যুবকের কাহিনি কী? সে কেমন ছিলো?" জবাবে সে বললো, "আল্লাহ তাআ'লাই ভালো জানেন, আমরা তার ব্যাপারে খুব বেশি কিছু জানি না কিন্তু আমরা তাকে নিয়মিত মসজিদে দেখতাম এর বেশি কিছু আমরা জানি না।" এরপরে আমি অন্যদেরকেও জিজ্ঞাসা করি কিন্তু তারাও খুব একটা কিছু বলতে পারে না। এরপর আমি আমার বাড়ি ফিরে যাই এবং দ্বিতীয় দিন আবার সেই মৃতব্যক্তির বাড়িতে যাই। তার বিষয়ে, তার গল্প, তার জীবন এসব বিষয়ে জানতে আমার মধ্যে খুব আগ্রহ কাজ করছিলো। শেষেরদিকে একজন আমাকে বললো, "আপনি তার ভাইকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।" আমি সেই মৃতব্যক্তির ভাইয়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ভাইয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী ছিলো? তার গল্পটা আমাকে বলো। সে বাড়িতে থাকতে কী করতো? ঘরে থাকতে কী করতো? কী কাজ করতো? কোথায় সালাত আদায় করতো? কারা তার বন্ধু ছিলো? আল্লাহ তাআলা তারজন্য এইযে সব সহজ করে দিলেন কারণ কী হতে পারে?" শায়েখ আব্বাস বলেন যে আমি সেই মৃত ব্যক্তির ভাইয়ের সাথে কথা বলার

পরে যতোজনকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছি তারা সবাই একই উত্তর দিয়েছে। সবাই-ই সাধারণভাবে বলেছে সে খুব ভিন্নকিছু আলাদা কিছু করতো না। সালাত আদায় করতো রোজা রাখতো এবং বাকী যেসব কাজ সাধারণ মুসলিমরা করে সে কাজগুলো সে স্বাভাবিকভাবেই করতো। কিন্তু তার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ভাই বললো, "তার সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে আব্বা আম্মার খুবই বাধ্য ছেলে ছিলো। পিতামাতার খুবই অনুগত সন্তান ছিলো।" পিতামাতার আনুগত্য এবং তাদের খিদমত করা। তখন শায়েখ আব্বাসের চোখে সেই দৃশ্যটা ভেসে উঠলো যখন ছেলের লাশের কাছে শেষবারের মতো পিতা ছেলের মুখটা দেখতে এসেছে এবং পিতা ছেলের লাশকে জরিয়ে কান্নাকাটি করছিলো সে সময় ছেলের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। মৃতব্যক্তির ভাই শায়েখ আব্বাসকে বললো, "আমাদের ভাই আব্বা আম্মার প্রতি এতোই অনুগত ছিলো, তাদের এতোই খিদমত করতো যে আব্বা যখন ওয়াশরুমে যেতো তখন আমাদের ভাই স্যান্ডেল হাতে নিয়ে ওয়াশরুমের বাহিরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকতো। আব্বা ওয়াশরুম থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে থাকতো। আমাদের আম্মা যখন কোনো ব্যাথায় কষ্ট পেতেন (তাদের মা অসুস্থ ছিলেন হাঁটতে পারতেন না।) সেই সময়ে ভাই মায়ের কাছে গিয়ে মায়ের যেসব জায়গায় ব্যাথা হচ্ছে সেখানে তার চেহারা গাল স্পর্শ করাতো। গাল রাখতো অথবা হাত রাখতো এভাবে আম্মাকে মানসিকভাবে প্রশান্তি দেওয়ার চেষ্টা করতো।" সে তার বাবাকে ওয়াশরুমে নিয়ে যেতো, তার গা ধুইয়ে দিতো, তাকে খাবার খাইয়ে দিতো, পানি এনে পান করাতো। শায়েখ আব্বাস বলেন এর আগ পর্যন্ত সেই যুবকের অবস্থা নিয়ে আমি খুবই অবাক হচ্ছিলাম, আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে কী তার বিশেষ ঘটনা! সেটা জানার জন্য আমি খুবই আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু এই ঘটনা শোনার পর আমি আস্বস্ত হলাম, আমার বিস্ময় কেটে গেলো। কারণ পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট রাখা, তাদের খিদমত করা আল্লাহ তাআ'লার কাছে এতোই উত্তম আমল। এবং এর বিনিময় এমনই হওয়া উচিত। পিতামাতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। পিতা মাতার অসন্তুষ্টিতেই আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি। শায়েখ আব্বাসের কাছ থেকে এই ঘটনা শোনার পর শায়েখ নাবিল আওয়্যাদি হাফিজাহুল্লাহ তিনি বলেন, "যারা চায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে একটি বরকতময় মৃত্যু দান করুন। যারা চায় তাদের জীবনের শেষটা সুন্দর হোক তাদের উচিত এখান থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং সময় থাকতেই পিতামাতার খিদমত করা তাদের আনুগত্য করা। তাদের সেবাযত্ন করা। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, "হাল যাঝাউল

ইহসান ইল্লাল ইহসান।" ইহসানের প্রতিদান ইহসান ছাড়া আর কী হতে পারে! সদাচরণের প্রতিদান সদাচরণ ছাড়া কী হতে পারে! বাবা মা'র দোয়া আমাদের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জগতেই শান্তি বয়ে আনবে। একারনেই ছেলেকে অন্তিম বিদায় দেয়ার মূহুর্তে সেই যুবকের বাবা এতোটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পরেছিলেন। এরকম একজন ছেলে হারনো মানে নিজের জীবনকেই হারিয়ে ফেলা। সেই ছেলের জন্য সেই মৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা তার জীবনের শেষ অংশটা, সবকিছু কতো সহজ এবং সুন্দর করে দিয়েছিলেন! হজ্জের মৌসুমে মক্কায় মসজিদুল হারামে সেখানে তার দাফন হয়েছে তার জানাজা হয়েছে। বিশ লক্ষ মুসলিম যারা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হজ্জ করতে এসেছিলেন তারা তার জন্য দোয়া করেছেন। যেখানে একজন মানুষের দোয়া কবুল হয়ে গেলেই সেটা তার আখিরাতের মুক্তির জন্য যথেষ্ট। সবশেষে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং আপনাদের সকলকে একটি বরকতময় মৃত্যু দান করুন। আমাদের জীবনের শেষ অংশ যেনো হয় আমাদের জীবনের সর্বশেষ্ঠ অংশ।”

আলহামদুলিল্লাহ ঘটনাটি শেষ হলো। আল্লাহ পাকের নিয়ামতসমূহের মধ্যে মা বাবা আমাদের জন্য এক মূল্যবান নিয়ামত। প্রায় বেশিরভাগ সন্তানই যেই নিয়ামতের গুরুত্ব বুঝতে পারে তাদেরকে হারিয়ে ফেলার পর। রোজ রোজ আমরা কতশত ঘটনা চোখের সামনে দেখি তবুও এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নেই না। যার চরম মূল্য আমাদের পরে দিতে হয়। সেই চরম মূল্যের বিনিময়েও যদি কেউ তার পা িতামাতাকে ফিরে পেতো তাহলে হয়ত তার উপরও সে সন্তুষ্ট থাকতো এবং সেই চরম মূল্য দেয়ার জন্যও প্রস্তুত থাকতো। বিভিন্ন কবি-সাহিত্যকরা বলে থাকেন, "প্রকৃতি কখনও শূন্যতা পছন্দ করে না।" আসলেই কি তাই? না বরং পিতামাতাকে একবার হারিয়ে ফেললে সেই শূন্যতা তাদের ফেরত দিয়ে কখনোই পূরন হয় না। বাবা-মা'র শূন্যতা অপূরনীয়। এটা একমাত্র যারা হারায় তারা-ই বুঝতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদের বোঝার তাওফিক দিন। যখন কারো এই হারানোর সংবাদ শুনি তখন মনে হয় আল্লাহ পাক আমার বাবা-মাকে আমার নিকটে রেখেছেন এরজন্য আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন। যদিওবা আমিও সেই বেবুঝদের অন্তর্ভুক্ত যারা দামি জিনিসের কদর করে না। আল-গফুর আমাদের ক্ষমা করুন।

মা-বাবার খিদমতের উছিলায় বিপদমুক্তি

মা বাবার বাধ্য সন্তান হওয়া বা তাদের খিদমত করে আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়। আর আল্লাহ পাক তার প্রিয় বান্দাদের যেমন মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেন তেমনি উক্ত মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ পাক-ই আবার সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট হয়ে যান। এখন একটি হাদিসে বর্ণিত ঘটনা নিয়ে লিখবো। ঘটনাটি হচ্ছে গুহাতে আশ্রয় গ্রহণকারী তিন ব্যক্তির কাহিনী। তবে আমি এখানে শুধু মা বাবার খিদমতের ব্যাপারে যতটুকু উল্লেখ রয়েছে ততোটুকুই উল্লেখ করবো অর্থাৎ হাদিসটির আংশিক লিখবো ইনশাআল্লাহ।

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তিন ব্যক্তি চলার পথে বৃষ্টির কবলে পড়ে পর্বত গুহায় আশ্রয় নেয়। এমন সময় একখানা প্রকাণ্ড পাথর পাহাড় থেকে গড়িয়ে গুহার মুখে এসে পড়ে। ফলে গুহার মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা একে অপরকে বলল, তোমরা নিজেদের এমন কোন নেক আমলের কথা স্মরণ করো যা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। আর সেই নেক আমলের অসিলা করে আল্লাহর নিকট দু'আ করো । আশা করা যায়, এর বদৌলতে তিনি বিপদ দূর করে দেবেন। অতঃপর তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার অতি বৃদ্ধ মাতা-পিতা ছিলেন এবং ছোট ছোট কয়েকটি বাচ্চাও ছিল। আমি তাদের জন্য মেষ ও দুম্বা চরাতাম এবং আসার সময় তাদের জন্য দুধ দোহন করে আনতাম । আমার সন্তানদের দুধ পান করানোর আগেই আমার মাতা-পিতাকে দুধ পান করাতাম। ঘটনাক্রমে একদিন চারণ বৃক্ষ আমাকে দূরে নিয়ে যায়। ফলে ঘরে ফিরতে আমার সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমি এসে তাদেরকে (মাতা-পিতাকে) ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম । প্রতিদিনের ন্যায় আজও দুধ দোহন করে দুধের পাত্র নিয়ে তাঁদের কাছে আসলাম এবং পাত্র হাতে নিয়ে তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাঁদের ঘুম থেকে ডাকা এবং তাঁদের আগে বাচ্চাদেরকে দুধ পান করানো আমি ভালো মনে করলাম না। অথচ আমার বাচ্চাগুলো (ক্ষুধার যাতনায়) আমার পায়ে পড়ে কাঁদছিল। আমার ও তাদের এ অবস্থা সকাল পর্যন্ত বিদ্যমান রইল। (অবশেষে আমার মাতা-পিতা ঘুম থেকে জাগার পর প্রথমে তাঁদেরকেই দুধ পান করালাম) । ইয়া আল্লাহ! তুমি যদি জানো যে, আমি এ কাজটি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, তাহলে এর অসিলায় আমাদের জন্য (গুহার মুখ থেকে) পাথরটি

এতটুকু সরিয়ে দাও যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তা'আলা পাথরটি এতটুকু পরিমাণ সরিয়ে দিলেন যে, তারা আকাশ দেখতে পাচ্ছিলো...।" (সহীহ আল-বুখারী)

হাদিসের বাকী অংশের মুলভাব হচ্ছে, "এভাবে বাকী দুজন ব্যক্তিও তাদের নেক আমলের উচিলায় আল্লাহ পাকের কাছে বিপদমুক্তির দোয়া করে। অতঃপর এতে করে আল্লাহ পাকের কুদরতে পাথরটি সরে যায় এবং তাদের বের হওয়ার পথ তৈরি হয়। এবং এরপর তারা সেই গুহা থেকে মুক্তি পায়। সুবহানাল্লাহ! তাহলে হাদিসের উক্ত ঘটনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, নেক নিয়তে মা বাবার সন্তুষ্টির জন্য করা প্রতিটি কাজ আল্লাহ পাকের অনেক বেশি পছন্দনীয়। যার ফলাফল কখনও কখনও আমরা আমাদের দুনিয়ার জীবনেও পেয়ে যেতে পারি। তাই একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের প্রতিনিয়ত মা বাবার সেবা করে যাওয়া উচিত। যেনো তা আমাদের পরকালীন জীবনের জন্য কল্যাণকর হয়। যেনো আমাদের অজান্তেই তাদের কাছ থেকে দোয়া পেতে পারি। যার ফলাফল আমাদের পরকালে দেখে আমরা নিজেরাই অবাক হবো ইনশাআল্লাহ।

মায়ের খিদমতে বায়েজিদ বোস্তামি রাহিমাহুল্লাহ

একটি গল্প মনে পড়লো। আমরা ছোটবেলা থেকেই জেনে আসছি হজরত বায়েজিদ বোস্তামি রাহিমাহুল্লাহ'র মায়ের খিদমতের গল্প। হজরত বায়েজিদ বোস্তামি রাহিমাহুল্লাহ ইরানের বোস্তান শহরে জন্মগ্রহন করেন। তার নাম শোনেনি এমন লোক খুব কমই আছেন। মায়ের সেবা করে তিনি অনন্য হয়ে আছেন ইতিহাসের পাতায়। একবারের ঘটনা,

“বোস্তামি রাহিমাহুল্লাহ-এর মা একদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। তখন শীতকাল। ঘরের দরজা খোলা থাকায় ঠান্ডা বাতাস ভেতরে আসছিল। বায়েজিদকে মা বললেন, দরজার একটি কপাট বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। বায়েজিদ মাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলেন কোন পাশের কপাটটি বন্ধ করবেন। ডান পাশের কপাট নাকি বাম পাশের। ততক্ষণে মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। বায়েজিদ মনে করলেন, এ অবস্থায় মাকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তার কষ্ট হবে। তাই ঘুম না ভাঙ্গিয়ে কিছুক্ষণ একপাশের কপাট খোলা রেখে আরেক পাশের কপাট বন্ধ রাখেন। আবার কিছুক্ষণ অন্যপাশের কপাট খোলা রেখে অপর পাশেরটি বন্ধ রাখেন। এ অবস্থায় সারা রাত কাটিয়ে দিলেন। মা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে উঠে বায়েজিদকে এ অবস্থা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, বায়েজিদ তুমি এমন করছ কেন? তিনি ব্যাপারটি খুলে বললে, মা আনন্দে তার বুকে বায়েজিদকে জড়িয়ে ধরে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন, প্রভু! তুমি আমাকে এমন সন্তান দান করেছ ধন্য আমার জীবন। তার মর্যাদা তোমার বন্ধুদের সারিতে অন্তর্ভুক্ত কর।

“অন্য একদিন রাতে হজরত বায়েজিদ পড়াশোনা করছিলেন। মা ডেকে বললেন, বাবা বায়েজিদ আমাকে এক গ্লাস পানি দাও। আমার খুব পিপাসা পেয়েছে। তিনি পানি আনতে গিয়ে দেখেন, ঘরের মশকে পানি নেই। পাশের কূপ থেকে মশক ভর্তি করে পানি এনে দেখলেন মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখনও ছিল শীতকাল। পানির গ্লাস হাতে নিয়ে সারা রাত মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলেন সন্তান বায়েজিদ। খুব ঠান্ডায় হাত যেন অবশ হয়ে যাচ্ছিল। ফজরের আজানের আগে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে উঠেন বায়েজিদের মা। দেখেন বায়েজিদ তার মাথার পাশে পানির গ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রশ্ন করলেন, বাবা বায়েজিদ তুমি আমার মাথার পাশে পানির গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তিনি বলেন, মা আপনি পানি চাইলে মশকে পানি না থাকায় পাশের কূপ থেকে পানি নিয়ে আসতে দেরি হয়ে যায়। এসে দেখি আপনি ঘুমাচ্ছিলেন। তাই

আপনার কষ্ট হবে বলে ঘুম ভাঙ্গানোর চেষ্টা করিনি। আপনি কখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পানি খোঁজ করেন। আর যদি হাতের নাগালে পানি না পান হয়তো কষ্ট পাবেন, এ কথা ভেবে পানির গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বায়েজিদের কথা শুনে মায়ের আনন্দে বুক ভরে যায়। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে মা আল্লাহর দরবারে দুহাত তুলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমার বায়েজিদকে সুলতানুল আরেফীন হিসাবে তোমার বন্ধুর দফতরে অতি মর্যাদার আসন প্রদান করো। সুলতানুল আউলিয়া হজরত বায়েজিদ বোস্তামি রাহিমাহুল্লাহকে বলেন, সেদিন মাতৃ হৃদয়ে সেই অকপট প্রাণখোলা দোয়া আল্লাহর দরবারে পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল। ফলে আমার বর্তমান এ অবস্থা। কারণ মহানবী ﷺ বলেন, তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহর দরবার থেকে ফেরত যায় না। মজলুম, মুসাফির ও পিতা-মাতার দোয়া।” -(সূত্র: তাজকিরাতুল আউলিয়া।)

চমৎকার দুটি ঘটনা। যার একটি আমরা প্রায় সবাই ছোটবেলায় শুনেছি। এবং কিছুসময়ের জন্য হলেও হয়তো আমরা সে অনুযায়ী আমল করারও ইচ্ছা এবং চেষ্টা করেছিলাম। আমরাও পানি চাওয়ার সাথে সাথে তা মায়ের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলাম। কল্পনা করেছিলাম একই ঘটনায় বায়েজিদ বোস্তামি রাহিমাহুল্লাহ এর স্থানে নিজেকে রেখে। হয়ত আমাদের কল্পনা কল্পনাই রয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এসেছিলো ভিন্ন চিত্রের কোনো ঘটনা। যা আমরা সঠিকভাবে পালন করি নি। কেননা আমাদের কল্পনায় সেই একটি চিত্রই গাঁথা ছিলো। আমরা ঠিক সব একই রকম হওয়ার আশায় ছিলাম। অথচ এর মাঝে কতশতবার মা বাবার খিদমত করার সুযোগ আমাদের এসেছিলো আমরা তা ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, এখন আমরা বুঝি আমাদের জীবনের সফলতার পিছনে থাকতে পারে আমাদের সম্মানিত মা বাবার দোয়ার ফল। আর সেই দোয়া তো তখনই আসবে যখন আমরা নিজের আচার - ব্যবহার ও কর্ম দ্বারা তাদের সন্তুষ্ট রাখবো। আর তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করে দুনিয়া এবং আখিরাতের জীবনে কামিয়াব হবো। শেষ করবো একটি উক্তি দিয়ে, শায়েখ মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন,
"মা কে খুশি কর। তাহলে দুনিয়া আখিরাত কোথাও আটকাবেনা।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের এর উপর আমল করার তাওফিক দিন। আমী-ন।

যে গল্প আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি

নিজেদের গাফিলতির কথা প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়লো যা উল্লেখ না করলেই নয়। গল্পটি পড়েছিলাম শায়েখ তাকী উসমানী হাফিজাহুল্লাহ এর "ইসলাম ও পারিবারিক জীবন" বইয়ের "ডায়রির এক পৃষ্ঠা" গল্প থেকে। তিনি বলেছেন, "গল্প সম্পর্কে সত্য মিথ্যা আল্লাহ ভালো জানেন।" তবে সত্য মিথ্যা যা-ই হোক গল্পটি যেনো আমাদের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। তাই গল্পটি এখানে তুলে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ,

“এক ব্যক্তি তার পুত্রকে উচ্চশিক্ষা দিয়ে বেশ জ্ঞানী-পণ্ডিত বানিয়ে দিয়েছে। সে এখন বার্ধক্যে উপনীত। একদিন সে ঘরের চত্বরে বসা। হঠাৎ একটি কাক এসে দেয়ালে বসে পড়ল। পুত্রকে জিজ্ঞেস করল, বাবা এটা কি? সে বলল, আব্বা এটা একটা কাক। একটু পর আবার জিজ্ঞেস করল, বাবা, এটা কি? ছেলে বলল, আব্বা বলেছি তো এটা কাক। একটু পর আবার জিজ্ঞেস করল, বাবা এটা কি? এবার ছেলের কণ্ঠস্বর বদলে গেল, তীব্র স্বরে বলল, এটা কাক, কাক। সামান্য পরে পিতা ফের জিজ্ঞেস করল, বাবা এটা কি?

এবার আর পুত্রধনের সহ্য হল না। মহা বিরক্ত হয়ে গেল। চিৎকার করে বলল, কি আপনি একটা কথা বারবার জিজ্ঞেস করছেন! হাজারবার বলেছি এটা কাক। আপনার কি বুঝে আসছে না? এ ভাবে ছেলে বাপকে ধমকাতে থাকল। ক্ষণিক পর বাবা নিজ কামরায় চলে গেল এবং একটা পুরানো ডায়েরি বের করে আনল। ছেলের সামনে ডায়েরির একটা পৃষ্ঠা খুলে ধরে বলল, বাছা, একটু পড়ে দেখ তো কি লেখা আছে? বিদ্বান পুত্র ডায়েরি পড়তে লাগল। তাতে লেখা আছে,

আজ আমার ছোট ছেলে চত্বরে বসা ছিল। হঠাৎ একটা কাক আসলো। ছেলে একের পর এক পচিশবার আমাকে জিজ্ঞেস করল, আব্বা এটা কি? আমি পচিশবারই তাকে উত্তর দিলাম, বাবা এটা একটা কাক । তার এ উপর্যুপরি জিজ্ঞাসায় আমার বড় মজা লাগছিল।"

ছেলের পড়া শেষ হলে বাবা বলল, দেখলে তো বাছা, এই হল পিতা-পুত্রে পার্থক্য। তুমি যখন ছোট শিশু ছিলে, এই একই প্রশ্ন আমাকে পরপর পচিশবার করেছিলে। প্রতিবার আমি শান্তভাবে উত্তর দিয়েছি। কেবল তাই নয়, আমি অনুভূতিও প্রকাশ করেছি যে, তোমার শৈশবের সেই উপর্যুপরি প্রশ্নে আমার বড় মজা লাগছিল। আজ আমি যখন মাত্র পাঁচবার সেই প্রশ্ন করলাম, তুমি কত রেগে গেলে।”

ঠিক একই ঘটনা যেনো আমাদের সাথে ঘটে রোজ রোজ। বাবা-মা যখন আমাদের কোনো প্রশ্ন বারবার করেন তখন আমাদের অবস্থা হয় সেই ছেলের মতোই। আমরা বিরক্তবোধ করি। রেগে যাই এবং তাদেরকে তখন কষ্ট দিয়ে কথা বলি। আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না যে বৃদ্ধ মা বাবা তো সেই ছোট শিশুর মতোই যাদের খুব যত্ন করে আগলে রাখতে হয়, একই প্রশ্ন বারবার করলে বুঝিয়ে বলতে হয়। কিন্তু আমরা ধৈর্যহারা হয়ে যাই। উচু আওয়াজে তাদের সাথে কথা বলি। এমনকি সরাসরি তো বলেই ফেলি, "ঢং করো নাতো" আল্লাহগুম্মাগফিরলী! আমাদের এইসকল বাক্য তাদের হৃদয়কে এফোঁড়ওফোঁড় করে দিতে পারে সেই বিষয় আমাদের মাথায় থাকে না। কেউ কেউ হয়ত মাথা ঠান্ডা থাকা অবস্থায় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে কিন্তু রাগের সময়? মানুষের আসল চরিত্র তো তার রাগের সময়ই প্রকাশিত হয়। যে মেজাজ খারাপ অবস্থায়ও মা বাবা কিংবা যেকোনো মানুষের সাথে উত্তম আচরন করতে পারে, যেকোনো অবস্থায় ধৈর্যধারণ করতে পারে সে-ইতো প্রকৃত ধৈর্যশীল এবং উত্তম সন্তান।

একটি গল্প না বললে-ই নয়

গল্পটি অনুবাদ করা হয়েছে "Loving Our parents" বই থেকে। গল্পটি পড়েছিলাম সমকালীন প্রকাশনীর বই "মা, মা, মা এবং বাবা" থেকে। অনুবাদকৃত গল্পটির নাম "মাকে পাওয়ার মামলা" বইটি সম্পাদনা করেছেন বিখ্যাত লেখক আরিফ আজাদ। গল্পটি পড়ার পর মনে হয়েছিলো প্রতিটি সন্তানকে যদি এই গল্পটা পড়তে দিতে পারতাম আমি! যদিও আমার সেই সামর্থ নেই। তাই অন্তত যারা গবেষণাটি পড়বেন তাদের সকলের নিকট পোঁছানোর জন্যই গল্পটা উক্ত গবেষণায় আনা। আল্লাহ পাক কবুল করুন। যাইহোক আর কথা না বাড়িয়ে বই থেকে গল্পটি এখানে তুলে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ।

"আদালত প্রাঙ্গণে বহু মানুষের ভিড়ে এক বৃদ্ধ আর্তনাদ করে এত বেশি কাঁদছিল যে, তার দাড়ি দিয়ে গড়িয়ে অশ্রু ঝরছিল। তার নাম হিজান। সৌদি আরবের একটি শহর বুরাইদা থেকে আরও নব্বই কিলোমিটার দূরে আসিয়া নামক একটি গ্রামে বাস করতেন তিনি।

লোকেরা তাকিয়ে তাকিয়ে তার কান্নারত দৃশ্য দেখতে লাগল। ভাবল, লোকটি এভাবে কাঁদছে কেন? তার ছেলে কি তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে? জমিজমা হাতছাড়া হয়ে গেছে? নাকি বৃদ্ধ বয়সে তার স্ত্রী তাকে তালাক দিয়েছে? এর কোনোটাই নয়; আসল ঘটনা হচ্ছে, একটি মামলায় হেরে যাওয়ায় আদালত প্রাঙ্গণে এভাবে শিশুদের মতো কাঁদছে লোকটি। তার এক বৃদ্ধা মা আছেন। মায়ের না আছে কোনো অর্থ-সম্পদ, না আছে জমিজমা। একটি পিতলের আংটি ছাড়া তার আর কিছুই নেই। অথচ সেই মায়ের দেখাশোনার দায়িত্ব লাভের জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে তাদের দ্বন্দ্ব।

বৃদ্ধা মা হিজানের সাথেই থাকতেন। দু'ভাইয়ের মধ্যে সে-ই বড়। মায়ের সাথে তিনি সদাচরণ করত। মায়ের সর্বাত্মক সেবাযত্ন করার চেষ্টা করতেন তিনি। মা তার সাথে খুবই সুখে ছিলেন। ছেলের বয়সও কম হয়নি। একদিন হিজানের ছোটভাই বড় ভাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে এলো। সে থাকতো অন্য একটি শহরে। বড় ভাইয়ের কাছে সে মাকে নিজের সাথে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করল। মূলত মাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই সে এসেছিল বড় ভাইয়ের কাছে।

ছোট ভাইয়ের কথায় হিজান বিরক্ত হয়ে বললেন, "ভাই, আমার বয়স হয়েছে ঠিক; কিন্তু আমি এখনো আমার মায়ের দেখাশোনা করতে সক্ষম। তুমি যদি মনে করে থাক

যে, আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি, তাহলে তুমি ভুল করছ। আমি মরে গেলেও মাকে কোথাও যেতে দেবো না। তুমি যদি মাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাও, আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। আমার প্রতি দয়া করো, ভাই। মাকে নিয়ে যাওয়ার কথা ভুলেও মাথায় এনো না, আল্লাহর দোহাই।'

বড় ভাইটার এমন উত্তরে ছোট ভাই অত্যন্ত নরম কণ্ঠে বলল, "ভাইয়া, আপনি অনেক দিন থেকে মায়ের সেবাযত্ন করে যাচ্ছেন। আলহামদু লিল্লাহ, আপনি খুব ভালোভাবে আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন; কিন্তু আপনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। বয়স হয়েছে আপনার। আপনি নিজেই এখন নিজের সেবাযত্নের জন্য আপনার সন্তানদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। তাই আমি বলি কি, আপনি এবার আমাদের মায়ের দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিন। মাকে আমি আমার কাছে নিয়ে যাই। আমি এখনো শক্ত-সামর্থ্য অবস্থায় আছি। আমার বাচ্চারাও তাদের দাদিকে তাদের সাথে চায়। আমার স্ত্রীও শাশুড়ির সেবাযত্ন করতে চায়। দয়া করে মাকে সেবা করার একটু সুযোগ আপনি আমাকে দিন। মায়ের জীবনের এই অন্তিম সময়টুকুতেও যদি আমি তার একটু সেবা করার সুযোগ না পাই, তাহলে আমি নিজেকে একেবারেই ক্ষমা করতে পারবো না। ভাই আমার, আল্লাহর দরবারে মায়ের হক আদায়ের প্রশ্নে আপনি আটকাবেন না, ইন শা আল্লাহ। এবার মাকে আমার কাছে থাকতে দিন। মায়ের হক আমাকেও একটু আদায় করতে দিন আল্লাহর ওয়াস্তে।

কিন্তু না, বড় ভাই হিজান কোনোভাবেই মাকে হাতছাড়া করবে না। মা তাকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে, সে মায়ের পা টিপে দিতে পারবে না, মাথা টিপে দিতে পারবে না, মাকে ঔষুধ খাওয়াতে পারবে না—এসব ভাবতেই যেন তার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হচ্ছিল। এরপর দু ভাইয়ের মধ্যে এটা নিয়ে বিতর্ক শুরু হলো। তাদের কেউই মাকে ছাড়তে রাজি নয়। প্রতিবেশীরা বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করে; কিন্তু তাদের পক্ষে কোনো সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হয় না। কারণ, তারা উভয়ই নিজ নিজ অবস্থানে অনড়। এ অবস্থা দেখে সবাই খুব অবাক হয়ে যায়। বিষয়টি কিছুতেই সমাধান করা গেল না। সমঝোতার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলো। এরপর দু'ভাইয়ের অনুরোধে মামলাটিকে উচ্চ আদালতে পাঠানো হয়।

বিচারকের কাছে মামলাটি উত্থাপন করা হলে মামলার বিষয়বস্তু শুনে বিচারক খুবই বিস্মিত হন। তিনি বার বার মামলাটি পড়েন; কিন্তু কোনোভাবেই বুঝতে পারছিলেন না যে, কী করা যায়। তারপর তিনি দুই ভাইকে তার চেম্বারে ডেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে

মামলাটির নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাদের কেউই মায়ের সেবাযত্নের ভাগ ছাড়তে রাজি না। বিচারক বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে শুনানির দিন তাদের মাকে আদালতে আনতে বলেন। কারণ, তিনিই বলতে পারবেন যে, তিনি কোন সন্তানের কাছে থাকতে চান। বড় ছেলের কাছে, নাকি ছোট ছেলের কাছে।

নির্ধারিত দিন একটা হুইল চেয়ারে করে বৃদ্ধা মাকে আদালতে আনা হলো। বৃদ্ধার কঙ্কালসার দেহের ওজন ২০ কেজির খুব বেশি হবে না। আদালতভর্তি লোকজন। এই আজব মামলার রায় শোনার জন্য উৎসুক লোকেরা অস্থির হয়ে আছে।

বিচারক বৃদ্ধাকে বললেন, 'শ্রদ্ধেয় মা, আপনার ছেলেই আপনাকে কাছে রেখে সেবাযত্ন করতে চায়। তাদের কেউই আপনার কাছ থেকে আলাদা হতে চায় না। আমি তাদেরকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি; কিন্তু তারা নিজেদের অবস্থানে অনড়। মামলাটির রায় নিয়ে আমি সমস্যায় পড়েছি। আমি কোনো রায় দিতে পারছি না। তাই আপনার হাতেই সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিলাম। আপনার ইচ্ছেনুযায়ীই আমি রায় দেবো। আপনিই বলুন, আপনি কার সাথে থাকতে চান?

সত্যি বলতে, এই বিষয়ে রায় দেওয়া একজন বিচারকের জন্য যতটা জটিল, একজন মায়ের কাছে তার চাইতেও হাজারগুণ কঠিন। দু'সন্তানই তার চোখের মণি। তিনি দু'জনকেই সমান ভালোবাসেন। একই গর্ভে তিনি দু'জনকে ধারণ করেছেন। একই উদর থেকে জন্ম নেওয়া সন্তানদের মাঝে পৃথিবীর কোনো মা-ই কি পার্থক্য করতে পারে? দু'জনই তার সেবাযত্নে অনেক আন্তরিক। বিচারক যখন বৃদ্ধার কাছে বিচারের ভার দিয়ে দিলেন, তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। বিচারক অধৈর্য হয়ে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। অবশেষে বৃদ্ধা মা মুখ খুললেন। তার চোখ দিয়ে তখন অশ্রু ফোয়ারা নেমে এলো।

তিনি বললেন, 'মাননীয় বিচারক, আমি কী বলব বলুন? আমি ওদের মা। ওরা দুজনই আমার সন্তান। ওরা দুজন আমার এই দুই নয়নের মণি। একই উদরে জন্ম নেওয়া দুই সন্তানের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়াটা পৃথিবীর যেকোনো মায়ের জন্যই অসম্ভব রকমের কঠিন। এ অবস্থায় আমার পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়।'

মায়ের এমন বক্তব্যে বিচার কাজ আরও কঠিন হয়ে গেল; কিন্তু বিচারককে একটি রায়া তো দিতেই হবে। অনেক চিন্তা ভাবনা করে তিনি ঘোষণা করলেন, 'হিজান অনেক দিন ধরে তার মায়ের সেবা করেছে। এখন সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। তার নিজেরই এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম আর দেখভালের প্রয়োজন। হিজানের তুলনায় তার ছোটভাই এখনো

তরুণ এবং শক্ত-সামর্থ্য। মায়ের দেখাশোনা করতেও সে সক্ষম। তাই আদালত এই রায় দিল যে, এখন থেকে বৃদ্ধা মা তার ছোট ছেলের সাথেই থাকবে।'
এই রায় শোনামাত্র বড় ছেলে হিজান কষ্টে চিৎকার করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এত লোকের সামনে আদালতে তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, 'হায়, আফসোস, আজকে আমি বয়সে ছোট হলে মাকে সেবা করার সৌভাগ্যটা আমারই হতো"

আমাদের ভাইয়েরা, আমাদের বোনেরা যদি নিজেদের মা বাবার খিদমতের জন্য এমন আকুল হয়ে থাকতাম তাহলে হয়ত আজ কোনো মা, কোনো বাবার বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে হতো না। স্ত্রীর কটু কথার শিকার হতে হতো না কোনো মা-বাবাকে। কোনো ছেলে সন্তান যদি বিয়ের পর স্ত্রী ও মায়ের মাঝে সঠিক ইনসাফ করতে পারতো তাহলে এই দুনিয়ায় বউ শাশুড়ী এবং ছেলের অনেক সমস্যা ঘরেই মিটে যেতো। ঘর হতো তাদের চোখের শান্তির স্থান। কিন্তু আমরা যে এই গল্পের চরিত্রগুলোর একদম উল্টো। আল্লাহ আমাদের অন্তরকে মা বাবার খিদমত করার জন্য প্রশস্ত করে দিন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাদের হক্ব যথাযথভাবে আদায়ের তাওফিক দিন। আমীন।

জিহাদে অংশগ্রহন এবং ইলম অর্জনে মা বাবার অনুমতি

আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল হচ্ছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষ সেই জিহাদ থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে মা বাবার খিদমত। তবে অবশ্য এটা ততোক্ষণ পর্যন্ত যতোক্ষণ না তার উপর জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ফরজ হচ্ছে। জিহাদ অপেক্ষা মা বাবার খিদমত বেশি উত্তম। এসম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস নিচে তুলে দেয়া হলো,

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—"এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, "আমার কি জিহাদের অংশগ্রহণ করা উচিত?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "তোমার মা-বাবা কি জীবিত?" লোকটি উত্তর দিলো, "জ্বি, ইয়া রাসূলুল্লাহ।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, "তাহলে যাও, তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জিহাদ করো। (এর অর্থ, মা-বাবার খেদমত করাই তোমার জন্য উত্তম জিহাদ।)" -(বুখারী)

হিজরত ও জিহাদ বিষয়ক একটি হাদিস, "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, "আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে হিজরত ও জিহাদের ব্যাপারে আমি আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ নিতে চাই।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমার মা-বাবার মাঝে কেউ কি জীবিত আছেন? লোকটি উত্তর দিলো, "জ্বি, তারা দু'জনেই জীবিত।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, "তুমি কি সত্যিই আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও?" লোকটি জবাব দিলো, "জ্বি, রাসূলুল্লাহ।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, "তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাও এবং নিজেকে তাদের খেদমতে নিয়জিত করো। এটাই তোমার জন্য সবচেয়ে উত্তম।" -(মুসলিম)

ভিন্ন একটি হাদিস এসেছে, "হযরত তালহা ইবনু মুয়াবিয়া আস - সুলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যেতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মা কি এখনও জীবিত

আছেন?” আমি বললাম, “জ্বি, ইয়া রাসূলুল্লাহ।” তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বললেন, “তাদের সেবা করো।” (সুনানে নাসাই)

আরেকটি হাদিসে এসেছে, "জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জিহাদে যাওয়ার বড় সাধ। জিহাদ দ্বারা আমার একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর কাছে ছওয়াব ও পুণ্য লাভ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, বাস্তবিকই কি তুমি ছওয়াব লাভের আশায় জিহাদে যেতে চাচ্ছ? সাহাবী বললেন, হ্যাঁ। ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি কেবল ছওয়াবই অর্জন করতে চাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতামাতা কি জীবিত? সাহাবী বললেন, হ্যাঁ, আমার পিতামাতা জীবিত আছেন, তিনি বললেন, তবে তুমি তাদের কাছে চলে যাও এবং তাদের খেদমত করতে থাক। কেননা, ছওয়াব পাওয়াই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে তাদের খেদমত করে তুমি যে ছওয়াব পাবে জিহাদে গিয়েও তা অর্জন হবে না।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে, "আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের আশায় আপনার সঙ্গে জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে এসেছি। আমি আমার পিতা-মাতাকে কাঁদিয়ে এসেছি। তিনি বললেন, তাঁদের নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদের মুখে হাসি ফুটাও, যেভাবে তাঁদেরকে কাঁদিয়েছ।" -(সুনানে ইবনে মাজাহ)

এক বর্ণনায় আছে, “তবে গিয়ে তাদের খেদমত ও সেবার জিহাদ কর। এসব হাদীছে পিতামাতার খেদমতকে জিহাদেরও উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে।" -(বুখারী)

হাফেয ইবনে হাজার আসকলানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "জুমহুর উলামায়ে কেরাম বলেছেন, পিতা-মাতা মুসলিম হলে, তাঁরা যদি জিহাদে যেতে নিষেধ করেন, তাঁদের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে জিহাদে যাওয়া হারাম। কেননা তাঁদের সঙ্গে সদাচার করা ফরজে আইন; আর জিহাদ হল ফরজে কিফায়া। তবে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেলে অনুমতি নেয়ার বিধান নেই।" -(ফাতহুল বারী)

এর কারণ, হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে,

“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে উত্তম আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (উত্তম আমল হল) ‘নামায’। ওই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তারপর কি?’ রাসূল বললেন: ‘নামায’। আবার প্রশ্ন করলেন, ‘তারপর কি?’ রাসূল বললেন: ‘নামায’। এভাবে তিনবার বললেন। তারপর ওই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তারপর কি?’ রাসূল বললেন: ‘তারপর জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ’। ওই ব্যক্তি বললেন: ‘আমার তো পিতা-মাতা আছে’। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘আমি তোমাকে তোমার পিতামাতার সঙ্গে সদাচারের নির্দেশ দিচ্ছি’। ওই ব্যক্তি বললেন: ‘কসম সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন, আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করব এবং পিতামাতাকে ছেড়ে চলে যাব’। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘তুমিই ভালো জান’।” –(সহীহ ইবনে হিব্বান)

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

“হাদিসটি ফরজে আইন জিহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।” –(ফাতহুল বারি।)

এজন্যই ফুকাহায়ে কেরাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, জিহাদ যখন ফরজে আইনের আওতাভুক্ত হয়ে যাবে তখন মা বাবার অনুমতি ব্যতিতই জিহাদে যেতে হবে।

ইমাম কুরতুবী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন,

“কোনো কোনো অবস্থায় সকলের উপরই জিহাদে বেরিয়ে পড়া ফরজ হয়ে যায়। উক্ত অবস্থা হল, যখন কোনো (মুসলিম) ভূখন্ডে শত্রু দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলার কারণে বা কোনো ভূখন্ডে শত্রু ঢুকে পড়ার কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত ভূখন্ডে হালকা-ভারি, যুবক-বৃদ্ধ সকল অধিবাসীর উপর ফরজ, শত্রুর মোকবেলায় জিহাদে বেরিয়ে পড়া। প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী শত্রু প্রতিহত করবে। যার পিতা নেই সে তো যাবেই, যার পিতা আছে সেও পিতার অনুমতি ছাড়াই বেরিয়ে পড়বে। যুদ্ধ করতে সক্ষম কিংবা (অন্তত মুজাহিদদের) সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সক্ষম, এমন কেউ বসে থাকবে না। ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি শত্রু প্রতিহত

করতে অক্ষম হয়, তাহলে উক্ত ভূখন্ডের অধিবাসীদের মতো তাদের নিকটবর্তী এবং প্রতিবেশীদের উপরও আবশ্যক জিহাদে বের হয়ে পড়া; যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারবে যে, এখন তাদের শত্রু প্রতিহত করার এবং তাদেরকে বিতাড়িত করার সামর্থ্য অর্জন হয়েছে। তেমনি যে ব্যক্তিই জানতে পারবে যে, তারা শত্রু প্রতিহত করতে অক্ষম এবং সে বুঝতে পারছে, সে তাদের কাছে পৌঁছতে এবং তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে; তার উপরই আবশ্যক সাহায্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। কারণ, সকল মুসলমান তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হস্তের ন্যায়। তবে যে এলাকায় শত্রু আগ্রাসন চালিয়েছে, তারা নিজেরাই যদি শত্রু প্রতিহত করতে পারে, তাহলে অন্যদের উপর থেকে ফরজ রহিত হয়ে যাবে। যদি এমন হয় যে, শত্রুরা দারুল ইসলামের নিকটবর্তী হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও দারুল ইসলামে আগ্রাসন চালায়নি, তাহলেও তাদের উপর ফরজ শত্রু প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। যাতে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী থাকে, ইসলামী ভূখন্ড সংরক্ষিত থাকে এবং শত্রু অপদস্থ ও পরাস্ত হয়। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই।" -(তাফসীরে কুরতুবী)

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু) বলেন,
উল্লেখ্য, ফুকাহায়ে কেরামের উপরোক্ত বক্তব্যগুলো, যেগুলোতে তাঁরা বলেছেন, জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেলে সব কিছু বাদ দিয়ে তাৎক্ষণিক জিহাদে বেরিয়ে পড়তে হবে; পিতা মাতার অনুমতিও লাগবে না - তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যখন শত্রুরা মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করে বসে বা তাদের ভূমিতে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার আগের কোনো স্তরে থাকে, এখনো দখল ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুসলিমরা তৎপর হলেই তাদের প্রতিহত করা সম্ভব।

"কিন্তু আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি এমন নয়। বরং এখানে শত্রুরা আমাদের ওপর বিজয় লাভ করে দখল ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে এবং আমরা এত দুর্বল স্তরে পৌঁছেছি যে, তাদের বিরুদ্ধে ফিলহাল আমাদের জিহাদের পূর্ণ সামর্থ্য নেই। এই পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরজে আইন ঠিক, কিন্তু এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়া জরুরি নয়; বরং সামর্থ্য অর্জন করা পর্যন্ত জিহাদ বিলম্বিত করার সুযোগ আছে। এখন মূল দায়িত্ব হচ্ছে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। ফরজের এই প্রস্তুতি পর্বটা যেহেতু পিতা মাতার খেদমতের ফরজের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, এজন্য জিহাদের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের

খেদমতের ফরজও আদায় করে যেতে হবে। তাঁদেরকেও জিহাদি কাজে শরিক করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ পাক ভালো জানেন।" -(আই ফতোয়া)

অতএব আমরা যদি উপরিউক্ত আলোচনা লক্ষ্য করি তাহলে বুঝতে পারি জিহাদ ফরজ হয়নি এবং পিতা মাতার খিদমত করার মতোও কেউ নেই তখন জিহাদের চেয়ে পিতা মাতার খিদমতের গুরুত্ব বেশি। কেননা পিতা মাতা সন্তানের খিদমত পাওয়ার বেশি হক্কদার। বর্তমানে অনেক সন্তনকে দেখা যায় দেশের কোনো আন্দোলনে যোগ দেয়ার ক্ষেত্রেও পিতা মাতার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন মনে করে না। কেউবা অনুমতি চাওয়ার পর পিতা মাতা রাজি না হলেও তাদের কথা না মেনেই রাস্তায় নেমে যায়। কিংবা কোনো মা বাবার বর্তমানে একজন সন্তানই রয়েছে তাদের খিদমত করার এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করার, এমন সময় কোনো আন্দোলন হলেই তারা জোশের সাথে যোগ দেয়। ভেবে দেখে না যে, "হায়, তাদের আমি কোন অবস্থায় রেখে যাচ্ছি!" তারা ভেবে দেখে না কাজটি কী তাদের জন্য ফরজ নাকি ফরজে কিফায়া। আমরা সন্তানদের উচিত পিতা মাতার প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো জেনে নেয়া। এবং সে অনুযায়ী আমল করা আর এতেই আমাদের জীবনের সফলতা।

ইলম অর্জনে মা বাবার অনুমতি

মাওলানা তাকী উসমানী হাফিজাহুল্লাহ এর "ইসলাম ও পরিবারিক জীবন" বইয়ের একটি জায়গায় তিনি বলেন,

"আমাদের এখানে (দারুল উলুম) অনেক ছাত্র ভর্তি হতে আসত। ইলমের প্রতি যাদের স্পৃহা থাকত। কিন্তু যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, মা-বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছ কি? তখন জানা যায়, তারা অনুমতি ছাড়াই এসেছে। তারা ওজর পেশ করে বলে, কী করবো; বাবা-মা'র অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না! আমি তাদেরকে বলি, মৌলভী হওয়া কোনো ফরয-ওয়াজিব নয়। মা-বাবাকে মেনে চলা ওয়াজিব। ইলম তোমার জন্য কেবল ততটুকুই ফরয যতটুকু না হলে ইসলামের উপর চলা যাবে না। যেমন নামাজ পড়ার নিয়ম কানুন জানা তোমার জন্য ফরজ। এতোটুকুই ইলম অর্জনে যদি তোমার মাতা-পিতা বাধা দেন তাহলে তখন তাদের কথা না মানলেও চলবে। কিন্তু মৌলভী হওয়া ফরজ নয়। সুতরাং মা-বাবার অনুমতি ছাড়া তোমার মৌলভী হওয়ার খায়েশ পুরা করা জরুরি নয়। আমার হযরতের ভাষ্যমতে, তখন তাহলে খায়েশ পূর্ণ

করা হবে। তখন তো দীনের কাজ হবে না। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।"

অপরদিকে

আল্লামা হাসক্কাফী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেন, "যে সফরে ক্ষতির আশংকা থাকবে সে সফর মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত বৈধ নয়। আর যে সফরে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, সে সফর মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত বৈধ। এর মধ্যে একটি হলো, ইলম অন্বেষণের জন্য সফর করা।অর্থাৎ ইলম অর্জনের জন্য সফর করা মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত ও বৈধ।"

যদিও মনে হচ্ছে এখানে একজনের কথা অন্য জনের সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু আসলে তা না। এখনে মাওলানা তাকী উসমানী হাফিজাহুল্লাহ ফরজ ইলমের কথা বলেননি। আবার আল্লামা হাসক্কাফী রহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্ভবত ফরজ পরিমাণ ইলমের কথা বলেন। অতএব আমরা বুঝতে পারলাম যে, যদি মা বাবার কেউ একজন সন্তানের খেদমতের মুহতাজ হয় তাহলে এমন পরিস্থিতে সন্তানের জন্য নফল ইলম অর্জন না হজ্জে যাওয়াও মাকরুহ। আর যদি মা বাবা উক্ত সন্তানের খেদমতের মুহতাজ না হন,তাহলে এমতাবস্থায় সন্তান ইলম অর্জনে যেতে পারবে। এতে কোনো শরয়ী অসুবিধা নেই। "সিয়ারে কাবীর কিতাবে বর্ণিত আছে, যখন সন্তানের ক্ষতির কোনো প্রকার সম্ভাবনা থাকবে না (যেমন সাগরের সফর ইত্যাদি হবে না) তখন তার জন্য মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত সফর করা বৈধ রয়েছে।" জেনে রাখা ভালো, ফরয আমল মা বাবার খেদমতের চেয়ে উত্তম। তবে নফল আমলের চেয়ে মা বাবার খেদমতই উত্তম।

মা বাবার ঘরে প্রবেশের অনুমতি

"অন্যের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণ" সম্পর্কে "মাসিক আল কাউসার" এ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান হাফিজাহুল্লাহের একটি সুন্দর লেখা পেয়েছি তাই আর নিজ থেকে কিছু লিখে শুরু করার জরুরত মনে করিনি। তিনি যা লিখেছেন তার আংশিক তুলে দেয়া হলো,

"অন্ন-বস্ত্রের মত বাসস্থানও মানুষের একটি মৌলিক প্রয়োজন এবং আল্লাহ তাআলার এক অমূল্য নিআমত। এর আসল উদ্দেশ্য হল বিশ্রাম, শান্তি ও বসবাস। প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে তার একান্ত জীবনটি যাপন করে। এই জীবন যাপন যাতে নির্বিঘ্ন ও নিরুপদ্রব হয় সেজন্য ইসলাম কিছু নীতি ও বিধান দান করেছে, যার চর্চা ও অনুশীলন একটি সভ্য সমাজের জন্য অতি প্রয়োজন। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান, যা সরাসরি কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে, এ লেখায় শিরোনাম করা হয়েছে। অর্থাৎ অন্যের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেওয়া। বিধানটি যে সভ্যতা ও শান্তির এক বড় অনুষঙ্গ তা সাধারণ বুদ্ধিতেও বোঝা যায়। একে অপরের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে বহু রকমের বিব্রতকর ও বিরক্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। যথা- ঘরে কখনো একান্ত ব্যক্তিগত কাজ করা হয় যা অন্য কারো দৃষ্টিগোচর হওয়া ঘরের বাসিন্দার অপছন্দ। কখনো একান্ত জরুরি কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় খুলে রাখা হয় (বা খুলে যায়)। এ অবস্থায় বিনা অনুমতিতে কেউ প্রবেশ করে ফেললে সে বিব্রত বোধ করে। আবার কখনো কোনো বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ করা হয়। এক্ষেত্রে অকস্মাৎ কেউ এসে পড়লে সে চমকে উঠে; দিল-দেমাগের উপর চোট পড়ার আশংকা থাকে। এ সমস্যাগুলো কারো একান্ত কক্ষে বিনা অনুমতিতে প্রবেশের দ্বারা ঘটতে পারে। তাছাড়া ঘরে-বাড়িতে হঠাৎ কেউ ঢুকে গেলে মাহরাম নয় এমন কোনো পুরুষ বা মহিলার উপর দৃষ্টি পড়ে যেতে পারে। আরেকটি বিষয় হল কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তাকে তো সাক্ষাতদানের জন্য অন্তত মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। আর সাক্ষাতের বাইরে অন্য কোনো প্রয়োজন থাকলে তো কথাই নেই। মোটকথা অনুমতি ছাড়া কারো বাড়িতে বা ব্যক্তিগত কক্ষে প্রবেশ হতে পারে পর্দা নষ্টের কারণ কিংবা বিরক্তি ও কষ্টের কারণ। তাই অন্যের ঘরে বা কক্ষে প্রবেশের জন্য অনুমতি নিতে হবে। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা নাজায়েয এবং সাধারণ ভদ্রতা ও সুরুচিরও পরিপন্থী। অনুমতির বিষয়টি কী গুরুত্বপূর্ণ তা এ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, পবিত্র

কুরআনে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিধান দেওয়া হয়েছে এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে তা শুধু মৌখিক ও আমলগতভাবেই শিক্ষা দেননি; বরং এক্ষেত্রে কারো ভুল হলে তৎক্ষণাৎ তাকে সতর্ক করেছেন। এখানে সেসব শিক্ষা-নির্দেশনার মধ্য থেকে জরুরি কিছু বিষয় আলোচনা করা হল, যেগুলো যথাযথ চর্চা ও অনুসরণ করা হলে আমাদের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ হবে আনন্দপূর্ণ ও কল্যাণকর।"
অন্যের গৃহে প্রবেশের অনুমতি সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনে বলেন,
"হে মুমিনগণ! নিজ ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না অনুমতি নাও এবং তার অধিবাসীদের সালাম দাও। এ পন্থাই তোমাদের জন্য উত্তম। হয়তো তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। অতঃপর যদি তোমরা সেখানে কাউকে না পাও, তাহলে তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয় 'ফিরে যাও' তাহলে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।" (সূরা আন-নূর, আয়াত: ২৭-২৮)

আল্লাহ তা'আলা একই সূরার অন্য দুটি আয়াতে বলেন,
"হে মুমিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়। এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্যে কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়, এমনি ভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর তোমাদের শিশুরা সাবালকত্বে উপনীত হলে তারাও যেন অনুমতি গ্রহণ করে, যেমন তাদের আগে বয়ঃপ্রাপ্তগণ অনুমতি গ্রহণ করে আসছে। এভাবেই আল্লাহ নিজ আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"
—(সূরা আন- নূর আয়াত, ৫৮-৫৯)

এখানে বিশেষ তিনটি সময়ে শিশুদেরকেও অনুমতি নিয়ে প্রবেশের আদেশ করা হয়েছে। কারণ, এ সময়গুলোতে সাধারণত মানুষ একটু খোলামেলা থাকতে পছন্দ করে। এ অবস্থায় হঠাৎ কেউ উপস্থিত হয়ে গেলে পর্দাহীনতার আশংকা থাকে আর

আরাম-বিশ্রামের তো বিঘ্নতা ঘটেই। কিন্তু অন্য সময়ে যেহেতু এসব ভয় থাকে না আবার তারা বেশি বেশি যাতায়াতও করে তাই তখন তারা বিনা অনুমতিতেও প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু সাবালকত্বে পৌঁছে যাওয়া ছেলে-মেয়ে এবং বড়দের অনুমতির বিষয়টি এ তিন সময়ে সীমাবদ্ধ না করে তাদেরকে সাধারণভাবে অনুমতি নেওয়ার আদেশ করা হয়েছে।

"আলকামা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করল, আমি কি মায়ের কাছে গেলে অনুমতি নিব? বললেন, সব অবস্থায় তোমার তাকে দেখা পছন্দ হবে না।" -(আল-আদাবুল মুফরাদ)

"আবু কিলাবাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি মনে করেন, এই তিন সময় শিশুদের জন্য অনুমতি নেয়া মুস্তাহাব।ওয়াজিব নয়। তাদের প্রতি সহানুভূতি হিসেবে রুখসত দিয়ে মুস্তাহাব করা হয়েছে। তিন সময়, যথা:-

- ফজরের পূর্বে এজন্য অনমুতি নিতে হয়,যেহেতু তখন ঘুম থেকে উঠার সময়। এবং ঘুমের পোশাককে পরিবর্তন করে জনসমক্ষের পোষাক পরিধানের সময়।
- দুপুরের সময় এজন্য অনুমতি নিতে হবে যে, তখন কাপড় খুলে ঘুমানোর সময়।
- এবং এশার নামযের পর এজন্য অনুমতি নিতে হয় যে, তখন জনসমক্ষের কাপড় খুলে ঘুমের পোষাক পরিধানের সময়।

এই তিন সময়কে আওরাহ বা পর্দা বলা হয়েছে, কেননা তখন সতরকে হেফাজত করতে হয়।"(তাফসীরে কাশশাফ)

সুতরাং যার রুমে প্রবেশ করা হবে,তার এই তিন অবস্থা ধর্তব্য। ঘরের ছোট-বড় সকল সন্তানকে তাদের পরস্পরের ও মা-বাবার ঘরে প্রবেশের এ ইসলামী আদব শিক্ষা দেওয়া অতীব জরুরি। অনুমতি নেওয়ার বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অবহেলা করা হয় নিজের মা-বাবার ঘরে প্রবেশ করার সময়। অথচ কুরআন কারীমে সন্তানের ব্যাপারেই বলা হয়েছে, তারা যেন মা-বাবার ঘরে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করে।

"এক সাহাবী নবীজীﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি আমার মায়ের ঘরে প্রবেশের সময়ও কি অনুমতি নেব? নবীজী ﷺবললেন, তুমি কি তাকে উলঙ্গ দেখতে পছন্দ করবে? তিনি

বললেন, না। নবীজী ﷺ বললেন, তাহলে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করো।" -(মারাসিলে আবু দাঊদ)

অপর বর্ণনায়, "ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল: "আমি আমার মায়ের কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাইব? তিনি বললেন: হ্যাঁ, অনুমতি চাও। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো আমার মায়ের ঘরেই বসবাস করি। তিনি বললেন: তবুও অনুমতি না নিয়ে ঘরে যাবে না। লোকটি আবার বলল: হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো সর্বদা তার কাছেই থাকি। তিনি বললেন: তবুও অনুমতি না নিয়ে ঘরে যাবে না। তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ কর? সে বললঃ না। তিনি বললেনঃ তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক।" -[মুয়াত্তা ইমাম মালেক]

"এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। এবং ঠিক তার দরজার উপর দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, “পিছনে সরে গিয়ে দাঁড়াও, যাতে দৃষ্টি না পড়ে। সে জন্যই তো অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।” -[আবু দাউদ]

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ “নিজের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিয়ে যাও।” -[ইবনে কাসীর]
এ থেকে বোঝা যায় কেবলমাত্র অন্যের গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি নেবার হুকুম দেয়া হয়নি বরং নিজের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিতে হবে।

নফল ইবাদতে মা বাবার অনুমতি

আল্লাহর বিধি-বিধান দুই প্রকার যথা:- (১) ফরয/ওয়াজিব/সুন্নতে মু'আক্কাদা (২) এবং নফল/ মুস্তাহাব। প্রথম প্রকারকে তরক করলে গোনাহ হবে। সুতরাং প্রথম প্রকারের বিধি-বিধানকে তরক করার জন্য মাতাপিতা সহ কারো আদেশকে মান্য করা যাবে না। কেননা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।
"আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো মাখলুকের অনুসরণ করা যাবে না।" -(মুসনাদে আহমদ)

নফল এবং মুস্তাহাব ইবাদত সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই যে, তা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম একটি মাধ্যম। এর বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা সওয়াব প্রদান করবেন। ঐ সমস্ত নফল ইবাদত যা ফরয ইবাদতের জিনস থেকে হয়, যদি ফরয ইবাদতে কোনো প্রকার ক্রটি থাকে, তাহলে ঐ নফল গুলো সেই ফরযের ক্রটিকে পুরণ করে দেয়। যেমন নফল হজ্ব ফরয হজ্বের ঘাটতিকে পুরণ করে দেয়। ঠিকতেমনি নফল নামায ফরয নামযের ঘাটতিকে পূর্ণ করে দেয়।নফল সদকাহ ফরয যাকাতের ঘাটতিকে পূর্ণ করে দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং কোনো মুসলমানের জন্য নফল এবং মুস্তাহাব ইবাদতকে পরিত্যাগ করা কখনো উচিৎ হবে না।
এখন প্রশ্ন জাগে যে, মাতাপিতা নফল ইবাদতে বাধা প্রদান করলে সন্তানের জন্য সেই নফল ইবাদত করার বিধান কি? জবাবে বলা হবে, মাতাপিতার আদেশকে মান্য করা মূলত তিনটি মূলনীতির আলোকে হয়ে থাকে। যথা:

I. তাদের আদেশ কোনো মুবাহ বিষয়ে হতে হবে। কোনো ওয়াজিব তরকের ব্যাপারে হতে পারবে না। এবং কোন হারাম কাজের জড়িত হওয়ার জন্যও হতে পারবে না।

II. যে কাজের আদেশ তারা দিবেন, এতে তাদের ফায়দা থাকতে হবে, বা শরীয়তের পছন্দসই কাজ হতে হবে।

III. যে কাজের আদেশ দিচ্ছেন,তা তাদের সন্তানদের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারবে না।

সুতরাং যদি সন্তানের কষ্ট লাগবের জন্য তারা আদেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে এক্ষেত্রে মাতাপিতার আদেশকে মান্য করা ওয়াজিব।" (আই-ফতোয়া)

ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেন, "গোনাহের কাজ ব্যতীত মুবাহ কাজে, মাতাপিতার আদেশকে মান্য করা ওয়াজিব। যদি তার ফাসিকও হয়। এটা তখন যখন তাতে মাতাপিতার ফায়দা থাকবে, এবং সন্তানের জন্য ক্ষতিকারক হবে না। যদি সন্তানের উপর কষ্টদায়ক হয় তবে ক্ষতিকারক না হয়, তাহলে তখন মাতাপিতার আদেশ মান্য করা ওয়াজিব।" -(আল-ফাতাওয়াল কুবরা)

চার মাযহাব সম্বলীত সর্ব বৃহৎ ফেক্বাহী গ্রন্থ "আল-মাওসু'আতুল ফেক্বহিয়্যায়" বর্ণিত রয়েছে, হানাফি মাযহাবের সিদ্ধান্ত: "যদি মাতপিতার কেউ একজন সন্তানকে হজ্বে যেতে নিষেধ করে এমতাবস্থায় যে, পিতা-মাতা উক্ত সন্তানের খেদমতের মুহতাজ তাহলে এমন পরিস্থিতে সন্তানের জন্য হজ্বে যাওয়া মাকরুহ। আর যদি মাতাপিতা উক্ত সন্তানের খেদমতের মুহতাজ না হন, তাহলে এমতাবস্থায় সন্তান হজ্বে যেতে পারবে। এতে কোনো শরয়ী অসুবিধা নেই। সিয়ারে কাবীর কিতাবে বর্ণিত আছে, যখন সন্তানের ক্ষতির কোনো প্রকার সম্ভাবনা থাকবে না (যেমন সাগরের সফর ইত্যাদি হবে না) তখন তার জন্য মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত সফর করা বৈধ রয়েছে। জেনে রাখা ভালো, ফরয হজ্ব মাতাপিতার খেদমতের চেয়ে উত্তম। তবে নফল হজ্বের চেয়ে মাতাপিতার খেদমতই উত্তম।" -(ফাতহুল ক্বাদির)

"সুতরাং মাতাপিতা যদি সন্তানের খেদমতের মুহতাজ থাকে, এবং সন্তানের কাছে সহযোগিতার আবেদন করে, অন্যদিকে যদি সন্তান এমন কোনো নফল ইবাদতে ব্যস্ত হয়ে যায় যা মাতাপিতার খেদমতের অন্তরায় থাকে,তাহলে এমতাবস্থায় মাতাপিতার খেদমতই অগ্রগণ্য হবে। সন্তানের জন্য নফল ইবাদতে লিপ্ত হওয়া জায়েয হবে না। কেননা এক্ষেত্রে মাতাপিতার খেদমতে নিজেকে ব্যস্ত রাখা ওয়াজিব। সুতরাং নফলের উপর ওয়াজিবকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

তবে যদি মাতাপিতা সন্তানের খেদমতের মুহতাজ না থাকে বা নফল ইবাদতে বাধা প্রদানের কোনো হাজত না থাকে কিংবা এতে মাতাপিতার কোনো ফায়দা না থাকে এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের কোনো আকার ইঙ্গিত না থাকে তাহলে এমতাবস্থায় মাতাপিতার উক্ত বিধিনিষেধের উপর নফল ইবাদতকে তারজিহ দেয়াই উত্তম হবে। সুতরাং মাতাপিতার আদেশকে না মেনে তখন নফল ইবাদতই উত্তম হবে। হ্যা অবশ্যই

মাতাপিতার সাথে উত্তম শব্দ ব্যবহার করতে হবে। তাদেরকে হেকমতের সাথে নরম ভাষায় নফল ইবাদতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝাতে হবে।" (আই ফতোয়া)

অনেক সময় দেখা যায় আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি কিংবা আওয়াল ওয়াক্তে সালাতের জন্য তৈরি হই, এই সময় মা অথবা বাবা আমাদের কোনো কাজের নির্দেশ দিলে আমরা কুরআন তিলাওয়াত বা আওয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায়কে বেশি গুরুত্ব দেই। এটা করা যাবে না কেননা আওয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করা সুন্নত আর মা বাবার হুকুম পালন করা ওয়াজিব। তাই এক্ষেত্রে আগে মা বাবার হুকুম পালন করতে হবে যদি তা হালাল হয়। কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। কেননা কুরআন তিলাওয়াত করা নফল আর মা বাবার হুকুম পালন করা ওয়াজিব। অপরদিকে ওয়াক্তমতো সালাত আদায় করা ফরজ। তাই বাবা মায়ের হুকুম পালন করতে গিয়ে যদি নামাজ ছুটে যাওয়ার অবস্থা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়াক্ত থাকতে থাকতেই সালাত আদায় করে নিতে হবে। আর যদি মনে হয় এখনও অনেক সময় রয়েছে মা বাবার হুকুম পালনের পরও সালাত পূর্ণভাবে আদায় করা সম্ভব তাহলে আগে মা বাবার হুকুম পালন করতে হবে। আর নফল সাওমের ক্ষেত্রে হলো মা বাবা যদি সন্তানের খিদমতের মুখাপেক্ষী হন এবং সন্তান নফল সাওম পালনের কারণে মা বাবার খিদমত করতে অপরাগ হয় তাহলে এক্ষেত্রে আগে মা বাবার খিদমত করতে হবে। নফল সাওম রাখা যাবে না। কিন্তু মা বাবা সন্তানের খিদমতের মুখাপেক্ষী না বা সন্তান নফল সাওম রেখেও মা বাবার খিদমত করতে সক্ষম সেক্ষেত্রে তার জন্য নফল সাওম পালন করা যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক ভালো জানেন।

মা মা মা অতঃপর বাবা

পিতা মাতা আমাদের এক অমূল্য সম্পদ। দুনিয়ার জীবনে তারাই আমাদের একমাত্র অভিভাবক যাদের এই মায়া মমতা আর ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই। যারা কিনা নিঃস্বার্থভাবে সন্তানকে ভালোবাসে। কিন্তু এই দুজনের মাঝেও রয়েছে পার্থক্য। সন্তানের প্রতি বাবাদের চাইতে মায়েদের ভালোবাসা একটু বেশিই। কারো কারো ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকতেই পারে কিন্তু এটাই সাধারন ও বাস্তব সত্য। একজন মা সন্তানের জন্য যতোটা আত্মত্যাগ স্বীকার করে তা হয়ত বাবারা পারে না। আমি বাবাদের দোষ দিচ্ছি না। বরং এটাই নারী এবং পুরুষের স্বভাবগত পার্থক্য। আর আমরা জানি আল্লাহ পাক ন্যায়বিচারক, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পুরুষদের নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিলেও একজন মাকে দিয়েছে বাবার চেয়ে অধিক মর্যাদা। ধারণা করা হয় তিনটি কারণে পিতা অপেক্ষা মায়ের মর্যাদা তিনগুণ বেশী। (১) গর্ভধারণ (২) কষ্টের পর কষ্ট বরণ এবং (৩) দুই বছর যাবৎ বুকের দুধ খাওয়ানো। মায়ের মর্যাদা যে বাবার চেয়ে বেশি তা কুরআন ও হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। হাদিসে এসেছে,

আবূ হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সুন্দর আচরণের সবচাইতে বেশী হকদার কে? তিনি বললেন: তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, এরপর কে? তিনি বললেন: তোমার মা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন: "তোমার মা । সে আবারও জিজ্ঞেস করলো, এরপর কে? তিনি বললেন: তোমার পিতা।" -(সহীহ আল বুখারী)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি মানুষকে মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণের তাকীদ দিয়েছি। তার মা অনেক কষ্টে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং বহু কষ্ট করে ভূমিষ্ঠ করেছে। গর্ভে ধারণ করা ও দুধ পান করানোর (কঠিন কাজের সময়কাল হলো আড়াই বছর।" -(সূরা আল-আহকাফ : ১৫)

তিনি আরো বলেন, "আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর

দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরের মধ্যে। এ নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।" -(সূরা লুকমান : ১৪)

মহান রব্বুল আলামীন যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা। দুনিয়া ও আখিরাতের বাদশাহ সেই মহান প্রতিপালক দুটি ভিন্ন সূরার ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে সন্তানের জন্য মায়ের পাওয়া কষ্ট সম্পর্কে বলছেন, সুবহানাল্লাহ। বান্দা সম্পর্কে তো তার সৃষ্টিকর্তাই সবচেয়ে ভালো জানবেন। একজন মা কতটা কষ্ট কতটা যন্ত্রণা সহ্য করে একটি সন্তান প্রসব করে তা সম্পর্কে সর্বপ্রথম মহান রব দ্বিতীয়ত সেই মা-ই ভালো জানেন। হাদিসে এসেছে,

বাহয ইবন হাকীম তাঁর পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কার সাথে সবচাইতে বেশী ভালো ব্যবহার করব? তিনি বললেন: তোমার মায়ের সাথে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন: তোমার মায়ের সাথে। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন: তারপর কার সাথে? এবারও তিনি বললেন: তোমার মায়ের সাথে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন: তোমার পিতার সাথে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে।" -(আল মুস্তাদরাক)

অপর হাদিসে এসেছে,
“হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের ওপর সবচাইতে বেশী অধিকার কার? তিনি জবাব দিলেন: তার স্বামীর। আমি বললাম, পুরুষের ওপর সবচাইতে বেশী অধিকার কার? তিনি বললেন: তার মায়ের।” -(আল মুস্তাদরাক)

এক্ষেত্রে আমরা যারা মেয়ে তাদের এটা মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ পাক চাইলে আমরাও একসময় মা হবো। তাই আমরা যেনো নিজেদের শাশুড়ীর সাথে এমন আচরণ না করি যেই আচরন আমি নিজের ছেলের বৌ থেকে পাওয়া পছন্দ করবো না। আর

ভাইয়েরা মা বাবার প্রতি নিজেদের হক্ক আদায়ের বিষয়ে যত্নবান হবো ইনশাআল্লাহ। মা বেঁচে না থাকলে খালার খিদমতের বিষয়েও হাদিসে তাগাদা দিয়েছে,

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি অত্যন্ত বড় একটি গোনাহ করেছি, আমার তাওবা কবুল হবে? আমি ক্ষমা পেতে পারি কি? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা জীবিত আছেন? সে ব্যক্তি উত্তর দিল আমার মা জীবিত নাই। হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার খালা জীবিত আছেন? ঐ ব্যক্তি উত্তর দিল, হাঁ, খালা জীবিত আছেন। তিনি তখন বললেন, তার খেদমত কর এবং তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। (আল্লাহ তায়ালা সেই বরকতে তোমার তাওবা কবুল করে ক্ষমা করে দিতে পারেন। —তিরমিযী

হাদীস থেকে বুঝা যায় মায়ের খেদমতের মতোই মা সমতুল্য মাহরামদের খেদমতও ঐসকল আমলের অন্তর্ভুক্ত যার বরকতে আল্লাহ তায়ালা বড় বড় গুনাহগারদের তাওবা কবুল করে ফেলেন এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

“হযরত জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু পুত্র হযরত মাবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। আর এজন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। বলুন এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন? জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর যে, তিনি জীবিত আছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাঁর খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তাঁর পায়ের তলাতেই বেহেশত।” -(ইবনে মাজাহ)

শায়েখ তাকী উসমানী হাফিজাহুল্লাহ বলেন,
"পিতার আজমত, মায়ের খেদমত। এজন্য বুযুর্গানে দ্বীন বলেছে্ পিতার তুলনায় মা হাদিয়া পাওয়ার অধিক উপযোগী। বুযুর্গানে দ্বীন আরো বলেছেন, এখানে মূলত দুইটি

বিষয়। একটি হলো, আজমত তথা মর্যাদা প্রদর্শন। আর দ্বীতিয়টি হল, খেদমত ও সদাচারণ। প্রথম বিষয়টিকে প্রাধান্য পাবে বাবা। আর দ্বিতীয় বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে মা। আজমতের অর্থ হলো, পিতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা অন্তরে রাখা। যেমন তার দিকে পা ছড়িয়ে বসে না থাকা। তার মাথার নিকট বসবে। এভাবে আদবের জন্য আরও যা করতে হয় সবগুলো করবে। এক্ষেত্রে পিতার হক প্রাধান্য পাবে। আর খেদমতের ব্যাপারে মায়ের হক প্রাধান্য পাবে। এমনকি পিতার চেয়েও তিনগুণ বেশি। এটা আল্লাহর অশেষ কুদরত যে, সন্তান আর মায়ের মাঝে এক বিশেষ গুণ রেখেছেন। যে গুণের কারণে সন্তান মায়ের সাথে যতটুকু ফ্রি থাকে, বাবার সাথে ততটুকু ফ্রি থাকে না। মায়ের সাথে সন্তানের আন্তরিকতা বেশি বিধায় এমন অনেক কথা আছে যা পিতার সামনে বলা যায় না। অথচ তা মায়ের সামনে নির্দ্বিধায় বলা যায়।"
হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহমাতুল্লাহ আলাইহি ফাতহুল বারিতে বুযুর্গানে দীনের মূলনীতি আলোচনা করেছেন যে, পিতার আজমত হবে বেশি। আর মায়ের খেদমত হবে বেশি। উক্ত মূলনীতির মাধ্যমে হাদীস শরীফের সঠিক ব্যাখ্যা ফুটে উঠে।"

অতএব আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেও। বাবার উপর মাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তবুও যেনো আমরা বুঝি একজন মা তার সন্তানের জন্য কতোটা ত্যাগ স্বীকার করে তাকে লালন পালন করে বড় করে তোলেন। নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ান যিনি, তিনিই আমাদের মা। তবে এটাও মনে রাখতে হবে মা বাবার ক্ষেত্রে কারো মর্যাদা খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। মর্যাদার দিক থেকে কখনও বাবা অগ্রগামী হন, আবার কখনও মা।

খেদমতের চূড়ান্ত পর্যায়

কোন পর্যায় পর্যন্ত মা বাবার সাথে খিদমত চালিয়ে যেতে হবে তা বোঝার জন্য বাড়তি কথা না বলে নিচে একটি হাদিস তুলে দেয়া হলো,

“হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতা সম্পর্কিত আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম-আহকাম এবং হেদায়াত মানা অবস্থায় সকাল করলো, সে যেন নিজের জন্য জান্নাতের দুটি দরজা খোলা অবস্থায় সকাল করলো। যদি মাতা-পিতার মধ্যে কোনো একজন হয় তাহলে যেন জান্নাতের একটি দরজা খোলা অবস্থায় পেল। আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতা সম্পর্কিত আল্লাহর হুকুম ও হেদায়াত অমান্য করলো, তাহলে তার জন্য জাহান্নামের দুটি দরজা খোলা হবে। যদি মাতা-পিতার মধ্যে কোনো একজন থাকেন, তাহলে যেন জাহান্নামের একটি দরজা খোলা পেল। একথা শুনে জনৈক সাহাবা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতা-মাতা যদি সন্তানের ওপর যুলুম করে আর তার ফলে সন্তানরা যদি অবাধ্য হয় বা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তবু কি সন্তানদের জাহান্নামে যেতে হবে?”

এর জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ

"হ্যা, পিতা মাতা যদি সন্তানের উপর যুলুম করে, তবু তাদের অবাধ্য হলে জাহান্নামে যেতে হবে।” -(মেশকাত)

ভিন্ন একটি হাদিসে এসেছে,

"তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন তবে তাই করবে।" -(আল-আদাবুল মুফরাদ)

অপর হাদিসে এসেছে

"পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, যদিও তারা তোমাকে তোমার সম্পদ থেকে ও কেবল তোমার জন্য নির্দিষ্ট যাবতীয় বস্তু থেকে বঞ্চিত করে।" (আত-তারগিব)

যারা দুনিয়ার চিন্তায় মত্ত তাদের একমাত্র লক্ষ্যই আজ অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি করা। কেউ কেউ পারে না যেন মা বাবার জীবদ্দশায়ই তাদের সম্পদ নিজের নামে করে নেয়। আজকের যামানায় সন্তান মা বাবাকে ভয় করে না, উল্টো মা বাবারই ভয় করে চলতে

হয় নিজের সন্তানকে। কোনো কাজ করতে গেলে, কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলেও সন্তানকে না জানানো হলে সন্তান পারে না যেনো মা বাবাকে চোখের অস্ত্র দিয়েই মেরে ফেলে। আহা আজ কতো অহরহ ঘটে এমন ঘটনা। সম্পদের জন্য বাবা অথবা মাকে হত্যা করেছে সন্তান। আহারে যেই সন্তানদেরকে একসময় কলিজার টুকরো ভাবতো সেই সন্তানের হাতেই আজ মা-বাবার মৃত্যু। কী নিষ্ঠুর সেই সন্তানেরা। মানুষ একটি কুকুর পোষলেও, কুকুর মালিকের কথা শুনে চলে। আর এই বিবেকহীন সন্তানদের অবস্থা ঠিক কোথায়? পশুর ছেয়েও নিচে যেনো অবস্থান এদের। আল্লাহ পাকের কাছে আশ্রয় চাই এমন সন্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে। এছাড়া যারা অনুতপ্ত হয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকই ন্যায়বিচারক।

ইমাম শাফেয়িকে রহমাতুল্লাহ আলাইহি জিজ্ঞেস করা হলো : "কারও জন্য কি তার পিতামাতার সঙ্গে যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের অনুমতি আছে? তিনি উত্তর দিলেন: না, তাদের জুতোর সঙ্গেও নয়। তোমার পিতামাতার বিপরীতে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করাও তাঁদের অবাধ্যতার শামিল, যদিও তুমি সঠিক হও।”
আল্লাহু আকবার! কী করছি আমরা প্রতিনিয়ত! এই উক্তির ঠিক উল্টোটাই যেনো। অল্পতেই অধৈর্য হয়ে যাওয়া। তাদের মুখে মুখে তর্ক করা। তাদের সাথে উচু আওয়াজে কথা বলা কোনোটাই যেনো বাদ দেই না আমরা। অথচ আল্লাহ পাকের রাসূলﷺ আমাদের বলেছেন তারা যদি বাড়াবাড়ি করে যদি তারা আমাদের উপর জুলুমও করে তবুও তাদের সাথে অসম্মানজনক আচরণ করা যাবে না। তাদের প্রত্যেকটা হালাল আদেশ কোনো কথা ছাড়াই মেনে নেয়া আমাদের জন্য ওয়াজিব পর্যায়ে পরে। যাদের দ্বিনের বুঝ নেই তাদের কথা তো বাদই দিলাম কিন্তু আমরা যারা ইসলামকে নিজেদের জীবনে চর্চা করি তারাও যেন মা বাবার অবাধ্যতায় অনেকটা এগিয়ে! এর কারণ আসলে কী? কারণ হলো যারা নিজেদের দ্বীনদার দাবি করি তারা দ্বীনের বুঝ নেই এমন মানুষের থেকে হয়ত রাসূলﷺ এর সুন্নতগুলো বেশি আঁকড়ে ধরতে চাই যেনো আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করতে পারি। ঠিক তখন শয়তান মানুষকে নিয়ে কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কুমন্ত্রণা দেয়। যেন এই কারণে তারা আল্লাহ পাকের অপ্রিয় হতে পারে। যাইহোক আমাদের উচিত শয়তানকে হারিয়ে দেয়া। যেন আমরা আল্লাহ পাকের প্রিয় হতে পারি। এজন্য সহজ উপায় হলো মা বাবা আমাদের উপর জুলুম করলেও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন।

অমুসলিম পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার

মা বাবা মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম সকল অবস্থায় তাদের আদেশ পালন করা সন্তানের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ আমল। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষনীয় যে কাজটি হালাল কিনা? এর দ্বারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য হচ্ছি কিনা। অন্যের হক্ব নষ্ট হচ্ছে কিনা? এই সব দিক লক্ষ্য রেখেই মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক, মা বাবার হালাল আদেশ পালন করা সন্তানের জন্য ওয়াজিব পর্যায়ে পড়ে। অমুসলিম মা বাবার সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত কিছু হাদিস নিচে দেয়া হলো,

"আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহু এর কন্যা আসমা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এসেছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করলাম, আমার নিকট আমার মা এসেছেন, তিনি ইসলাম থেকে বিমুখ রয়েছেন। আমি কি তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন: হ্যাঁ, মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করো।" -(সহিহ বুখারী)

"হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা মুশরিক থাকা অবস্থায় আমি তাঁকে সর্বদা ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দিতাম। একদিন আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আমাকে এমন কিছু কথা শুনালেন, যাতে আমার অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। আমি ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সব সময় আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকি, তিনি সব সময় তা অস্বীকার করতে থাকেন। আজ আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি রাগান্বিত হয়ে আপনার শানে বেয়াদবি করে বসেন এবং আপনাকে গালমন্দ করেন। আমি তা সহ্য করতে পারিনি। আপনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন, যেন তিনি আবূ হুরাইরার মাকে হেদায়াত নসীব করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন: হে আল্লাহ! আপনি আবূ হুরাইরার মাকে হেদায়াত করুন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর সুসংবাদ নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমি বাড়ী পৌঁছে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ। তিনি আমার পায়ের শব্দ শুনে ভেতর থেকে বললেন, আবূ হুরাইরা, অপেক্ষা

করো। আমি পানি পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আবূ হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, তিনি তাড়াতাড়ি গোসল শেষ করে দোপাট্টা পরিধান করে উড়না পরা ছাড়াই দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর বললেন; আবূ হুরাইরা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আনন্দে ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে সুসংবাদ শুনাতে এসেছি। আল্লাহ তা'আলা আপনার দু'আ কবুল করেছেন। তিনি আবূ হুরাইরার মাকে হেদায়াত নসীব করেছেন। এ কথা শুনে তিনি খুশী হলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং আমাকে নসিহত করলেন । এরপর আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দু'আ করুন যেন আল্লাহ আমাকে ও আমার মাকে সকল মুমিনের প্রিয় বানিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন : ইয়া আল্লাহ! আবূ হুরাইরা ও তার মার প্রতি ভালোবাসা সকল মুমিনের অন্তরে সৃষ্টি করে দিন এবং তাদের উভয়ের অন্তরে সকল মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন। এ দু'আর পর যে মুসলমানই আমাকে দেখেছে অথবা আমার কথা শুনেছে সেই আমাকে ভালো বেসেছে।" -(সহীহ মুসলিম)

"ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী: “তোমার জীবদ্দশায় তাদের কোন একজন অথবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হলে তুমি তাদের প্রতি (বিরক্তিসূচক) উহ শব্দটিও বলো না,....যেমন তারা তোমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছে।" -(১৭:২৪)। উক্ত আয়াত “মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও ঈমানদারদের জন্য শোভনীয় নয়, যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয় হয়, তাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পরও যে, তারা দোযখবাসী।” -(৯:১১৩) এই আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।" -(আদ-দুররুল মানসুর)।

অতএব আমাদের সবদিক থেকেই সতর্ক থাকতে হবে। মা বাবা অমুসলিম হলে তাদের জীবদ্দশায় তাদের জন্য হিদায়েতের দোয়া করা যাবে এবং তাদের দাওয়াত দিতে হবে কিন্তু মুশরিক অবস্থায় মারা গেলে তাদের জন্য দোয়া করা যাবে না। আমরা তো জন্ম থেকেই মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আর আমাদের মা বাবাও। এটা আমাদের জন্য এক বিরাট নিয়ামত। আল্লাহর রাসূল ﷺ এর একজন সাহাবী যিনি দুনিয়ার প্রায় সকল

মানুষের কাছেই পরিচিত। তার মা বাবার প্রতি খিদমতের চিত্র যদি এই হয় তাহলে আমরা যারা গুনাহগার, আমাদের মা বাবার প্রতি আমাদের খিদমতের চিত্র কেমন হওয়া উচিত? প্রশ্নটা নিজেকে করে দেখি। আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তাওফিক দিন।

মা বাবার খিদমত ফরজ নাকি নফল?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের মা বাবার সাথে সদ্ব্যবহার এর নির্দেশ দিয়েছেন। এবং নবিﷺ আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে বাবা মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের খিদমত করা যায়। বাবা মা যখন বার্ধক্যে পৌঁছে যায় তখন তারা তাদের কাজগুলো একা করে উঠতে পারেন না। যার কারণে তাদের নানান প্রয়োজনে সন্তানের সাহায্য আশা করেন। সন্তান যখন ডাকবার আগে তাদের কাজে এসে সাহায্য করে তখন তারা অনেক বেশি সন্তুষ্ট হন। যার কারণে আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের অজান্তেই সন্তানের জন্য দোয়া পৌঁছে যায়।

মা বাবার প্রতিটি হালাল আদেশ পালন করা আমাদের জন্য ওয়াজিব, কারো কারো মতে ফরজ। তারা যখনই আমাদের ডাকবেন সাথে সাথে তাদের ডাকে আমাদের সাড়া দিতে হবে। কোনো কাজ করতে বললে নির্দ্বিধায় করতে হবে। আর এই ডাকে সাড়া দেয়া এবং তাদের বলা কাজ করে দেয়া হচ্ছে হুকুম পালন করার খিদমত। তবে এধরণের খিদমত করা আমাদের জন্য আবশ্যক। এই হুকুম পালন করলে সাওয়াব, আর অবাধ্য হলে গুনাহ। আল্লাহ পাক ভালো জানেন। সুতরাং পিতা মাতার খেদমত বলতে বুঝায়,

- "তাদের যেকোনো জায়েয আদেশ পালন করা।
- তাদের যদি প্রয়োজন হয়,তাহলে তাদের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- তাদের কথার অমান্য না করা।
- তাদের যদি শারীরিক খেদমতের প্রয়োজন হয়, তাহলে শরয়ী নীতির আওতায় থেকে সেসব খেদমতের আঞ্জাম দেওয়া।
- তাদের সাথে সব সময় কথা, কাজে ভালো ব্যবহার করা।
- এমন কথা না বলা,যাতে তারা কষ্ট পাবে।
- তাদের সব সময় খোজ খবর রাখা।
- দূরে থাকলে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা।
- তাদের যাবতীয় জায়েজ প্রয়োজন পূরন করা ইত্যাদি ইত্যাদি।" -(আই ফতোয়া)

"শরীয়তের বিধান হলো পিতা মাতার মধ্য হতে যখন যার খেদমতের প্রয়োজন হবে, তখন তার যথাসাধ্য খেদমত করা সন্তানের উপর ফরজ।" -(আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল)

অন্যথায় এটা নফল। করলে ছওয়াব পাবে, না করলে গুনাহ নেই। বাবা মা যখন আমাদের কিছু করতে বলে সেটা হলো আদেশ অর্থাৎ ওয়াজিব। আর আমরা যখন নিজ থেকে তাদের সাহায্য সেবা করবো তা হবে খিদমত (আল্লাহ পাক ভালো জানেন)। মা বাবার হালাল আদেশ অমান্য করার দ্বারা আমরা ওয়াজিব তরক করি। যার কারনে আমরা অবাধ্য সন্তানে পরিনত হই এবং নিজেদের আমলনামায় কবিরা গুনাহ লিখাই। অপরদিকে তাদের চাওয়ার আগেই যখন তাদের প্রয়োজন পূরণ করি তখন তারা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদের পরকালীন নাজাতের জন্য দোয়া করেন। যা আমাদের জন্য এক বিশেষ নিয়ামত। অতএব মা বাবার হালাল আদেশ মানার পাশাপাশি আমরা তাদের বেশি থেকে বেশি খেদমতের চেষ্টা করবো। আবার খিদমত করতে গিয়ে এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকবো যা তাদের বিরক্তির কারণ হয়। হয়ত কখনও কখনও আমাদের দ্বারা ভুল হয়ে যাবে, কিন্তু এক্ষেত্রে হতাশ হওয়া যাবে না কারণ তা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। আমরা আমাদের সবটুকু দিয়ে বাবা মায়ের খিদমত করে যাবো। আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখবো তা হলো, নিয়ত ঠিক রাখা। "আল্লাহ পাক বলেছেন বাবা মার খেদমত করো তাই বাধ্য হয়ে খিদমত করি" আমাদের অবস্থা যেনো এমন না হয়। মনে রাখতে হবে আল্লাহ পাক প্রতিমূহুর্তে আমাদের দেখছেন। তিনি সবকিছু সম্পর্কে অবগত। তিনি অন্তরে যা গোপন করা হয় সে সম্পর্কেও জানেন। তাই প্রতি মূহুর্তে নিজেদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নিবো ইনশাআল্লাহ।

পিতা মাতার জন্য অর্থ ব্যয়

বাবা মায়ের সম্পদে যেমন সন্তানের অধিকার রয়েছে তেমনি সন্তানের সম্পদেও মা বাবার অধিকার বা হক্ক রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হচ্ছেন ন্যায়বিচারক। তাই এই হক্কের বিষয়েও তিনি ন্যায়বিচার করেছেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : "(হে নবী) লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমরা কি ব্যয় করবো। আপনি তাদেরকে বলে দিন, যে মালই তোমরা ব্যয় করো না কেন? তার প্রথম হকদার হলো তোমার মাতা-পিতা।" -(সূরা আল বাকারাহ, আয়াত:২১৫)

এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে,
"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বললো, তিনি যখনই ইচ্ছা করেন আমার সম্পদ নিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিতাকে ডাকলেন। লাঠি ভর করে এক দুর্বল বৃদ্ধ হাযির হলেন। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বৃদ্ধলোকটি জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এক সময় আমার এ ছেলে দুর্বল, অসহায় ও কপর্দকহীন ছিল। আমি তখন ছিলাম শক্তিশালী ও বিত্তশালী। আমি কখনো তাকে আমার সম্পদ নিতে বাধা দেইনি। আজ আমি দুর্বল ও কপর্দকহীন, সে শক্তিশালী ও বিত্তশালী। এখন সে তার সম্পদ আমাকে দেয় না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।" -(ইবনু মাজাহ)

অপর হাদীছে এসেছে,
"কায়েস ইবনু আবী হাযেম হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একদিন আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একজন লোক এসে বলল, হে রাসূলের খলীফা! ইনি আমার সমুদয় সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চান। আবুবকর তখন তার পিতাকে বললেন, তুমি কি বল? সে বলল, হ্যাঁ। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, তোমার জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুক তার সম্পদ থেকে গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! রাসূল ﷺ কি বলেননি যে,

‘তুমি ও তোমার সমুদয় সম্পদ তোমার পিতার’? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ যতটুকুতে খুশি হয়েছেন তুমি ততটুকুতে খুশি হও।"

অত্র হাদীছের সনদে মুনযির বিন যিয়াদ নামক দুর্বল বর্ণনাকারী থাকায় সনদ যঈফ হ'লেও হাদীছের মর্ম সঠিক।” কারণ পিতা-মাতা-সন্তানের সমুদয় সম্পদ নিতে পারবে না। তাছাড়া এর স্বপক্ষে মারফূ ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন নিশ্চয় তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দান। তিনি যাকে খুশি তাকে কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে খুশি তাকে ছেলে সন্তান দান করেন। তারা ও তাদের সম্পদ তোমাদেরই যখন তোমরা সেগুলোর প্রয়োজন বোধ করবে’।" রাসূল ﷺ আরো বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম্পদে অধিক হকদার তার সন্তান, পিতা ও সকল মানুষ হতে। তিনি আরো বলেন, কোন মুসলমানের সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ গ্রহণ করা হালাল নয়।" -(মিশকাত)

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা সম্পর্কে হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ তোমার মালিকানাধীন সম্পদ তাঁদের প্রয়োজন মাফিক ব্যয় করবে। তাঁরা যা আদেশ করেন তা যদি গুনাহের কাজ না হয়, তবে তা মেনে চলবে।" -(আদ - দুররুল মানসুর)

"হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কেউ জিজ্ঞাসা করলো, মাতাপিতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার কিভাবে করা হবে? তিনি জবাবে বললেন, “তুমি তাদের প্রয়োজনে নিজের সম্পদ বিলিয়ে দেবে এবং তোমাকে তারা যে-নির্দেশ দেবে তা পালন করবে। তবে হ্যাঁ, কোনো পাপকর্মের আদেশ দিলে তা মান্য করবে না।" -(আদ দুররুল মানসূর)

"আমর ইবনু শু'আইব রহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ'র রাসূল! আমার সম্পদ ও সন্তান আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বলেন, তুমি

ও তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার। তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তনদের উপার্জন থেকে খাবে।" -(আবু দাউদ)

"লোকেরা যা ভক্ষণ করে তার মধ্যে পবিত্রতম হ'ল নিজের উপার্জন। আর সন্তান সন্ততি তার উপার্জনেরই অংশ।" -(ইবনে মাজাহ)

"আর তোমাদের সন্তানদের সম্পদ তোমাদেরই উপার্জন। অতএব তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে খাও।" -(বায়হাকী)

হাদীস শরীফে এসেছে, এক সাহাবী নবীজী ﷺ-এর দরবারে এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আন্তরিক ইচ্ছা হলো, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবো। উদ্দেশ্য, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সওয়াব প্রাপ্তি। শুধু এই উদ্দেশ্যে আমি জিহাদে যেতে চাই। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কি সত্যিই সাওয়াবের নিয়তে জিহাদে যেতে চাও? উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ রাসূল! এটাই আমার উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা-মাতা কি বেঁচে আছেন? সাহাবী উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তারা জীবিত আছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যাও বাড়িতে ফিরে যাও। পিতা-মাতার খেদমত করো। তুমি মাতা-পিতার খেদমতে যে সব পাবে জিহাদ করে সেসব পাবে না।
এক বর্ণনায় এসেছে, "যাও, তাদের খেদমতে আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমে জিহাদ করো। এ হাদিসে মাতা-পিতার খেদমত কে জিহাদের চেয়েও অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।" -(বুখারী শরীফ)

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, "‘সচ্ছল সন্তানের উপর আবশ্যক হ'ল তার পিতার জন্য খরচ করা, তার পিতার স্ত্রীর জন্য খরচ করা ও ছোট ভাইদের জন্য খরচ করা। সে যদি এমনটি না করে তাহ'লে সে পিতার অবাধ্য, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং দুনিয়া ও পরকালে আল্লাহ পাকের শাস্তির জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবে।" (মাজমূ'ঊল ফাতাওয়া ৩৪/১০১।)

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহিমাহুল্লাহ তার হুকূকুল ওয়ালিদাইন বইতে বলেন,

"স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ একজন লোকের জন্য তখনই ওয়াজিব হয়; যখন সে এতটুকু সম্পদের মালিক হয়, যাতে সদকা-ফিতর ওয়াজিব হয়। মা-বাপও এ আইনের আওতাভুক্ত। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সর্বাবস্থায়ই স্বামীর উপর ওয়াজিব। চাই গরীব হোক বা ধনী। এতে প্রমাণিত হলো যে, উক্ত পরিমাণ সম্পদ না থাকলে মাতাপিতার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে না।"

মা বাবা যদি সামর্থ্যবান না হন তাহলে সন্তানের দায়িত্ব পিতা মাতার জন্য ব্যয় করা এবং সামর্থ অনুযায়ী তাদের প্রয়োজন পূরণ করা। আর বাবা মায়েরও উচিত নয় সন্তানদের উপর কোনো কিছু তাদের সামর্থ্যের বাইরে চাপিয়ে দেয়া। সন্তানের অর্থ সম্পদ গ্রহনের ক্ষেত্রে তাদের সমসময় সতর্ক থাকতে হবে যেনো এতে তাদের দ্বারা সন্তানের ওপর কোনো প্রকার জুলুম না হয়ে যায়। তবে সন্তানের সাধ্যের বাইরে কিছু চাওয়ার পরও যদি সন্তান তার ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে অবশ্যই এটা তার জন্য উত্তম হবে। কেননা মা বাবা এতে সন্তুষ্ট থাকবে। তাই আমাদের সবসময় উচিত মা বাবার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাওয়া।

বাবা মায়ের অবাধ্যতার পরিণাম

বাবা মায়ের অবাধ্যতার পরিণাম ভয়াবহ। মা বাবার অবাধ্য হওয়া কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আমরা জানি, আত্মাহত্যা কবিরা গুনাহ তাই এর থেকে বেঁচে চলি। মা বাবার অবাধ্যতাও কবিরা গুনাহ এটা জানার পরও কেনো আমরা এর থেকে বেঁচে চলি না? আল্লাহ পাক আমাদের সহিহ বুঝ দিন। হাদিসে এসেছে,

"আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনিল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: অন্যতম কবীরা গুনাহসমূহ হল: আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা।” -(বুখারী)

অপর হাদিসে বর্ণিত আছে,
"আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অপরাধের শাস্তি অন্যান্য পাপের চেয়ে দ্রুত অপরাধীর উপর কার্যকর হয়। পরকালের শাস্তি তো আছেই।" -(তিরমিযী)

"হজরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, ‘তিন ব্যক্তি এমন- যাদের প্রতি কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা অপ্রসন্ন থাকবেন; তারা হলো- পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি; মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি; উপকার করে খোঁটা দানকারী।"
অতঃপর বললেন, "তিন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না; তারা হলো পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি; দাইয়ুস অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যার স্ত্রী ব্যভিচারিণী অথচ সে তাতে বাধা দান করেনি বা তার প্রতিকার করেনি এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী।" -(ইবনে হিব্বান)

"হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন প্রিয়নবি ﷺ বলেছেন, ‘জান্নাতের হাওয়া পাঁচশত বছরের পথ অতিক্রম করে আসে। কিন্তু উপকার করার পর যে খোটা দেয়; পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি এবং মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি এ হাওয়ার পরশটুকুও পাবে না।" -(তাবারানি)

আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার পিতামাতাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত! সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন: হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কোনো মানুষ কি তার পিতামাতাকে গালি দিতে পারে?! জবাবে তিনি বললেন: হ্যাঁ, সে অন্য কোনো মানুষের পিতাকে গালি দেয়, তখন ঐ ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্য ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, তখন ঐ ব্যক্তি তার মাকে গালি দেয়।" -[সহিহ বুখারী]

আমাদের সমাজের সবচেয়ে পরিচিত চিত্র জেনো এটাই, অন্যকে তার বাবা মা তুলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা। কেউ কেউ উক্ত হাদিস জানান পরও একই কাজ বারংবার করে। আর কেউ না জেনে। জানা না জানার বিষয় বাদ দিলেও একজন মুসলিমের মুখে গালি বিষয়টাই বেমানান। কিন্তু আজ আমাদের সমাজের চিত্র হচ্ছে এর উল্টো। দ্বীনদ্বার কিংবা বেদ্বীন সবার মাঝেই গালী দেয়ার প্রবণতা মারাত্মক। কেউ কেউ তো মজার ছলেও গালি দেয়। নোংরামিতে ভরে গেছে পুরো সমাজ। কোনো কোনো সন্তান বাবা মায়ের জীবদ্দশায়ই তাদের সম্মুখে সরাসরি তাদের সাথে অশালীন গালি দিয়ে কথা বলে। তাদের মনে না আছে আল্লাহ পাকের ভয় আর না আছে মা বাবার প্রতি সম্মান। একটা সময় আসে দুনিয়াতেই তারা তাদের এই কাজের ফল পেয়ে যায় নিজের সন্তানের ব্যবহার দ্বারা। আল্লাহ পাকের কাছে এধরণের সন্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই।

হাদিসে একটি ঘটনা এসেছে

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: ঈসা ইবনে মরিয়ম এবং জুরাইজ সংশ্লিষ্ট শিশু ব্যতীত আর কোন মানব-সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র দোলনায় কথা বলেনি। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জুরাইজ কে? তিনি বলেন: জুরাইজ ছিলেন একজন উপাসনালয়বাসী সংসারত্যাগী দরবেশ। তার উপাসনালয়ের প্রান্তেই এক রাখাল বাস করতো। গ্রাম্য এক নারী সেই রাখালের কাছে যাতায়াত করতো।

একদিন জুরাইজের মা তার নিকট এসে বলেন, হে জুরাইজ! তিনি তখন নামাযরত ছিলেন। তিনি নামাযরত অবস্থায় মনে মনে বলেন, আমার মা এবং আমার নামায। তিনি তার নামাযকে অগ্রাধিকার দিলেন। দ্বিতীয়বার তার মা জোরে ডাক দিলে তিনি মনে মনে বলেন, আমার মা ও আমার নামায। তিনি মায়ের উপর নামাযকে অগ্রাধিকার দিলেন। তৃতীয়বার চীৎকার দিয়ে তার মা তাকে ডাকলে তিনি বলেন, আমার মা ও আমার নামায। তিনি নামাযকে অগ্রাধিকার দেয়াই সমীচীন ভাবলেন।

জুরাইজ তার ডাকে সাড়া না দিলে তিনি তাকে অভিশাপ দিলেনঃ “তোকে পতিতা নারীদের মুখ না দেখিয়ে যেন আল্লাহ তোর মৃত্যু না ঘটান।" অতঃপর তার মা চলে গেলেন। ঘটনাক্রমে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু সন্তানসহ সেই নারীকে রাজ-দরবারে উপস্থিত করা হলো। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, কার ঔরসে এ শিশুর জন্ম? সে বললো, জুরাইজের ঔরসে। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, উপাসনালয়বাসী জুরাইজ? সে বললো, হাঁ। রাজা নির্দেশ দিলেন, উপাসনালয়টি ভেঙ্গে দাও এবং তাকে আমার নিকট হাযির করো। তারা কুঠারাঘাতে তার উপাসনালয়টি ভূপাতিত করলো এবং তার দুই হাত রশি দিয়ে তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে তাকে নিয়ে রাজ-দরবারে চললো। পথে পতিতা নারীরা সামনে পড়লো, তিনি তাদের দেখে মৃদু হাসলেন। তারাও তাকে লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখলো।

রাজা তাকে বলেন, সে কি ধারণা করে? জুরাইজ বলেন, সে কী ধারণা করে? রাজা বলেন, তার দাবি এই যে, এ শিশু আপনার ঔরসজাত। জুরাইজ পতিতাকে বলেন, সত্যিই কি তোমার এই ধারণা? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন, কোথায় সেই শিশু? তারা বললো, ঐ যে তার মায়ের কোলে। তিনি তার সামনে গেলেন এবং বললেন, কে তোমার পিতা? শিশুটি বললো, গরুর রাখাল।

এবার রাজা বলেন, আমরা কি আপনার খানকাহ সোনা দ্বারা নির্মাণ করে দিবো? তিনি বলেন, না। রাজা পুনর্বার বলেন, তবে রূপা দ্বারা? তিনি বলেন, না। রাজা বলেন, তবে আমরা সেটিকে কি করবো? তিনি বলেন, তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তবে আপনার মৃদু হাসির কারণ কি? তিনি বলেন, মৃদু হাসির পেছনে একটা

ঘটনা আছে যা আমার জানা ছিল। আমার মায়ের অভিশাপই আমাকে স্পর্শ করেছে। অতঃপর তিনি সকল ঘটনা তাদেরকে অবহিত করেন।" -(বুখারী, মুসলিম)

ইমাম নববী রাহ বলেন,
"উলামায়ে কেরাম বলেন, জুরাইজের উচিৎ ছিলো মায়ের ডাকে জবাব দেয়া। কেননা উনিতো নফল সালাতে ছিলেন। নফল নামাযকে সম্পন্ন করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। অন্যদিকে মায়ের ডাকে জবাব দেয়া এবং মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। এবং মায়ের নাফরমানি করা হারাম। উনার জন্য সম্ভব ছিলো যে, নামাযকে সংক্ষেপণ করে মায়ের ডাকে জবাব দেয়া। অতঃপর ফিরে গিয়ে আবার নামাযকে সমাপ্ত করবেন।" -(আল মাওসুআতুল ফেকহিয়্যাহ)

"ডুবন্ত বা জলন্ত ব্যক্তিকে বাচানোর স্বার্থে নামায ভঙ্গ করা ওয়াজিব। ফরয নামাযে মাতাপিতার কেউ ডাকলে সে ডাকের জবাব প্রদান ওয়াজিব নয়। তবে যদি মাতাপিতা সাহায্যর আবেদন করে, তখন মাতাপিতার ডাকে জবাব দেয়া যাবে।" -(ফাতাওয়ায়ে শামী)

"আর নফল নামাযে যদি মাতাপিতা জানেন যে, সন্তান নামাযে আছে, তাহলে এমতাবস্থায় উক্ত নামাযকে ভঙ্গ করার কোনো প্রয়োজনিয়তা নাই। আর মাতাপিতা সন্তানের নামায সম্পর্কে না জানলে তখন মাতাপিতার ডাকে জবাব দেয়া যাবে।" -(রদ্দুল মুহতার)

মাতাপিতা ফরয নামাযে ডাক দিলে, তখন জবাব দেয়া ওয়াজিব না। কিন্তু নফল নামাযে ডাক দিলে, যদি অনুমান করা যায় যে, মাতাপিতা অসন্তুষ্ট হবেন না, তাহলে জবাব না দেয়াই উত্তম। কিন্তু যদি অনুমান করা হয় যে, মাতাপিতা নারাজ হবেন, তাহলে এমতাবস্থায় জবাব দেয়াই উচিৎ। হ্যা অবশ্যই পরবর্তীতে উক্ত নামাযকে সম্পন্ন করা হবে। এক্ষেত্রে কোনো কাফফারা আসবে না। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।" (আই ফতোয়া)

মুয়াবিয়া ইবন ইসহাক রহমাতুল্লাহ আলাইহি ‘উরওয়া ইবন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি তার পিতার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালো সে তার পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করল না।" -(যাহাবী)

মা-বাবার অবাধ্যতার বিষয়ে অনেক মানুষকেই নিচের কাহিনীটি বলতে শোনা যায়। যা একটি ভিত্তিহীন কাহিনী। মায়ের অসন্তুষ্টির কারণে মৃত্যুশয্যায় যুবকের কালিমা বলতে না পারা,

এক যুবকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। নবীজীকে খবর দেয়া হল। তিনি তার কাছে গেলেন। বললেন, বৎস! ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বল। সে বলল, আমি বলতে পারছি না (আমার মুখ দিয়ে কালিমা বের হচ্ছে না)। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিন্তু কেন? (কী কারণে তুমি কালিমা বলতে পারছ না?)। সে বুঝাল- কালিমা বলতে গেলে আমার যবান বন্ধ হয়ে আসছে। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তার কি মা-বাবা কিংবা উভয়ের কেউ জীবিত আছেন? সাহবীগণ বললেন, তার মা আছে। (কেউ কেউ এভাবেও বলে- সে বলল, আমার মায়ের অবাধ্যতার কারণে আমার মুখ দিয়ে কালিমা আসছে না। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হাঁ।) তারপর তার মাকে ডাকা হল। নবীজী কারণ বুঝতে পারলেন। মাকে বললেন, আপনি আপনার সন্তানকে মাফ করুন, তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। মা বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হলাম। কেউ কেউ এভাবেও বলে- তার মা বললেন, আমি তাকে মাফ করব না। তখন নবীজী সাহাবীদের বললেন, তোমরা লাকরি জমা কর। তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দিব। তখন মা বললেন, কীভাবে আমি তা সহ্য করব। তখন নবীজী বললেন, সে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে এটা কী আপনার সহ্য হবে? তখন মা বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হলাম। এরপর সেই যুবকের মুখ থেকে কালিমা বের হল। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলহামদু লিল্লাহ, আমার মাধ্যমে আল্লাহ এই যুবককে রক্ষা করলেন।

এটি একটি ভিত্তিহীন কাহিনী। কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে তা বর্ণিত হয়নি। ইবনুল জাওযী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার ‘মাউযূআত’ কিতাবে উক্ত ঘটনা উল্লেখ করার পর

বলেন- "এ বর্ণনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়।" -(আল মাওযূআত)

"আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, পিতা-মাতাকে গালি শুনানো আল্লাহর নিকট একটি কবীরা গুনাহ।" -(বুখারী)

কা'ব ইবন উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা মিম্বরের কাছে এসো জামায়েত হও। আমরা সকলে মিম্বরের কাছে এসে জামায়েত হলাম। তিনি মিম্বরের প্রথম ধাপে আরোহণ করে বললেন: আমীন। দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করে পুনরায় বললেন আমীন। তৃতীয় ধাপে আরোহণ করে আবারো বললেন: আমীন। তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করার পর আমরা তাঁর নিকট আরয করলাম, আজ আমরা আপনার কাছ থেকে এমন কিছু কথা শুনেছি যা ইতোপূর্বে কখনো শুনিনি। তিনি বললেন: জিবরাইল (আলাইহিসসালাম) (এইমাত্র) আমাকে এসে বললেন: সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে রমযান মাস পেয়েছে, অথচ তার গুনাহ মাফ হয়নি। আমি বললাম আমীন (আল্লাহ কবুল করুন)। আমি দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করলে তিনি (জিবরাঈল আলাইহিসসালাম) বললেন: সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ সে দরূদ পড়ল না। আমি বললাম: আমীন। আমি মিম্বরের তৃতীয় ধাপে আরোহণ করলে জিবরাঈল (আলাইহিসসালাম) বললেন: সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে মাতা-পিতা উভয়কে অথবা তাঁদের কোন একজনকে পেল, কিন্তু তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালো না। আমি বললাম: আমীন।" -(আল মুস্তাদরাক)

"তায়সালা রহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছেন: পিতা-মাতাকে কাঁদানো এবং তাদের অবাধ্যাচরণ কবীরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত।" - (আল আদাবুল মুফরাদ)

"মহানবি ﷺ বলেন: আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সব গুনাহই ক্ষমা করে থাকেন, একমাত্র পিতা-মাতার অবাধ্যতার গুনাহ ব্যতীত। " -(সুনানে তিরমিজি)

এমন অংসখ্য হাদিস রয়েছে যার দ্বারা আমারা মা বাবার নাফরমানীর শাস্তি সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। আমাদের ভয় করা উচিত এই ভয়াবহ শাস্তিকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লাকে ভয় করে জীবন পরিচালনা করলেই মা বাবার প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্যগুলো পালন করা সহজ থেকে সহজতর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কেননা এই দায়িত্ব আমাদেরকে আল্লাহ পাকের নৈকট্যবর্তী করবে। আল্লাহ পাকের ওয়াদা এই যে, যে আল্লাহ পাকের দিকে হেঁটে যাবে আল্লাহ তার দিকে দৌড়ে আসেন। এর মানে হলো কেউ দ্বীনের পথে এক পা অগ্রসর হলে আল্লাহ পাকও তার জন্য সর্বদিক থেকে সাহায্য পাঠান। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তাওফিক দিন।

আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতায় কারো বাধ্যতা নেই

আল্লাহ পাকের অবাধ্যতায় কারো বাধ্যতা নেই। সবকিছুরই রয়েছে নির্দিষ্ট সীমারেখা। আমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত মা বাবার বাধ্য সন্তান থাকবো যতোক্ষণ পর্যন্ত না তারা আমাদের এমন কোনো কাজের আদেশ করছেন যাতে আল্লাহ পাকের অবাধ্য হতে হয়। যেমন "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জাহান্নামী" এধরণের একটি হাদিস রয়েছে। এখন মা বাবা যদি বলে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের আদেশ মানা যাবে না বরং এক্ষেত্রে তাদের অবাধ্য হওয়া-ই বাধ্যতামূলক। এ সম্পর্কৃত একটি আয়াত হলো,

"মাতা-পিতা যদি আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য তোমার ওপর চাপ প্রয়োগ করে—যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই-তাহলে অবশ্যই তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। আর তাদের আনুগত্য করবে যারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" -(সূরা লুকমান, আয়াত: ১৫)

"এখানে শিরক বলতে আল্লাহর সত্তা বা তাঁর গুণাবলী ও তাঁর ইবাদতে শরীক করা বুঝায়। একইভাবে আল্লাহ পাকের বিধানের সাথে অন্যের বিধানকে শরীক করা বুঝায়। ধর্মের নামে ও রাষ্ট্রের নামে মানুষের মনগড়া সকল বিধান এর মধ্যে শামিল। অতএব পিতা-মাতা যদি সন্তানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে অন্য কিছু করতে চাপ প্রয়োগ করেন, তবে সেটি মানতে সন্তান বাধ্য নয়। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে সদাচরণ করবে।" -(কুরতুবী)

সাদ ইবেন আবি ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহন সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রথম সারির একজন সাহাবি। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর রাদিআল্লাহু আনহু'র শাসনামলে তিনি মুসলমানদের পারস্য বিজয়ে নেতৃত্ব দেন। বিভিন্ন শহরের শাসনকর্তা হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। ইসলামের আবির্ভাবের পর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বলা হয় সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ১৭তম ব্যক্তি। ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি তরুণ বয়সী ছিলেন। তার মা প্রথম দিকে তার ইসলাম গ্রহণ মেনে নিতে পারেননি। তিনি তাকে বলেন, তুমি কেন বাপ

দাদার ধর্ম ছেড়ে এ নতুন ধর্ম গ্রহণ করলে! তুমি এটা না ছাড়লে আমি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেবো। আমি না খেয়ে মারা গেলে মানুষ বলবে তুমি তোমার মায়ের খুনি! সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মায়ের অত্যন্ত মা-ভক্ত ছেলে, মায়ের প্রতি সদাচারী ও যত্নবান। তাই মা ভেবেছিলেন এভাবে চাপ দিলে ছেলে হয়তো মায়ের দিকে তাকিয়ে ইসলাম ছেড়ে দেবে। সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মা! আপনি এমন করবেন না। আমি আমার ধর্ম কিছুতেই ছাড়ব না। সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মা তবুও না খেয়ে থাকা শুরু করেন। তিন দিন না খেয়ে থেকে দুর্বল হয়ে এক পর্যায়ে বেহুশ হয়ে পড়েন। সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মা, শুনুন, আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনার যদি একশত প্রাণ থাকত আর সবগুলো একের পর এক বের হয়ে যেত, তবুও আমি ইসলাম ত্যাগ করতাম না। আপনি চাইলে খেতে পারেন, নাও খেতে পারেন।" -(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা)

সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, "সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মা ছেলেকে বলেছিলেন, তুমি তো বলো আল্লাহ তোমাদের বাবা-মায়ের প্রতি সদাচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তোমার মা হয়ে তোমাকে ইসলাম ত্যাগ করতে বলছি! এ ঘটনার প্রেক্ষিতে কোরআনের আয়াত নাজিল হয়,

"আর আমি মানুষকে তার মা-বাবার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুবছরে; সুতরাং আমার ও তোমার বাবা-মায়ের শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে।" -(সুরা লোকমান: ১৪, ১৫)

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র অনড় মনোভাব দেখে তার মা শেষ পর্যন্ত অনশন ভেঙে ফেলেন। পরবর্তীতে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার নাম হামনাহ বিনতে সুফিয়ান ইবনে উমাইয়া।

উক্ত ঘটনা থেকে বুঝতে পারি হারাম কাজে অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য নেই। আমরা জানি নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে মা বাবার কিংবা স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। নফল ইবাদতের কারনে যদি বাবা মা খিদমত করতে গাফিলতি হয় সেক্ষেত্রে নফল ইবাদত করার চেয়ে তাদের কথা শোনাই গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে মা বাবার খিদমতের প্রয়োজন নেই তবুও তারা সন্তানকে নফল ইবাদতে বাধা দিলে, এক্ষেত্রে সন্তানের জন্য তাদের আদেশ মানা বাধ্যতামুলক নয়। আবার মা বাবা সম্পর্কৃত একটি হাদিস থেকে আমরা এও জানতে পারি যে, মা বাবা চাইলে স্ত্রীকে তালাক দেয়া যাবে।

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, "এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমার স্ত্রী আছে। তাকে তালাক দেয়ার জন্য আমার মা আমাকে আদেশ করছেন। তাকে আমি তালাক দেব কি? উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, বাপ (এবং মা) বেহেশতের সর্বোত্তম দরজা। এবার তোমার ইচ্ছা হলে দরজা সংরক্ষণ করতে পার, নষ্টও করতে পার।" -(তিরমিযী)

তবে এক্ষেত্রে লক্ষনীয় বিষয় হলো স্ত্রী জালিম কি-না, তার জন্য মা বাবার কষ্ট হয় কি-না। স্ত্রী সৎ হওয়া সত্বেও মা বাবার কথায় স্ত্রীকে তালাক দিলে তখন স্ত্রীর উপর জুলুম করা হবে যা শরীয়তসম্মত কাজ নয়। ইসলাম কারে উপর জুলুম হোক তা পছন্দ করে না। ইসলাম সকলের হক্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে যেনো কেউ কারো উপর জুলুম না করে। সবাই সবার দিকে লক্ষ রাখে। তালাক আল্লাহ পাকের নিকট একটি অপছন্দনীয় কাজ। যা নিকৃষ্টতম হালাল কাজ। এর থেকে বিরত থাকাকেই আল্লাহ পাক পছন্দ করেন। কিন্তু শয়তানের নিকট বিচ্ছেদ পছন্দনীয় কাজ। অতএব আমাদের নিকৃষ্ট এই হালাল কাজ থেকে নিজেদের যথাসম্ভব দূরে রাখার চেষ্টা করতে হবে। আমরা আগেই জেনেছিলাম যে, আল্লাহ পাকের বিধি-বিধান দুই প্রকার। যথা:- (১) ফরয/ওয়াজিব/সুন্নতে মু'আক্কাদা(২) এবং নফল/ মুস্তাহাব।

প্রথম প্রকারকে তরক করলে গোনাহ হবে।সুতরাং প্রথম প্রকারের বিধি-বিধানকে তরক করার জন্য মাতাপিতা সহ কারো আদেশকে মান্য করা যাবে না। কেননা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।˝

"আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো মাখলুকের অনুসরণ করা যাবে না।" -(মুসনাদে আহমদ)

মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়া ওয়াজিব বা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। সুতরাং কোনো প্রকার ক্ষতির আশংকা ব্যতীত মাতাপিতা যদি তার সুস্থ সবল বালেগ সন্তানকে মসজিদে যেতে বারণ করে, তাহলে এক্ষেত্রে মাতাপিতার আদেশকে মান্য করা যাবে না।ঠিকতেমনিভাবে সন্তান ফরয হজ্বে যেতে চাইলে যদি মাতাপিতা বাধা প্রদান করে তাহলে এক্ষেত্রেও তাদের আদেশকে মানা যাবে না। ইমাম বোখারী রাহ হাসান বসরী রাহ থেকে বর্ণনা করেন,

"যদি মা তার সন্তানের কল্যাণ কামনায় তাকে অন্ধকারে এশার জামাতে যেতে বাধা প্রদান করে,তাহলে এক্ষেত্রে মায়ের আদেশকে মানা যাবে না।" -(সহীহ বোখারী)

ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো,যার পিতা তাকে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে বারণ করে। ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রতিউত্তরে বললেন, "আল্লাহর ফরয বিধানের উল্টো পিতার আদেশকে মান্য করা যাবে না।" -(গেযাউল আদাব ফি শরহে মনযুমাতিল আদাব)

ইমাম আহমদ রাহ এর মতামত এ কথার উপর দাবী রাখে যে, "ফরয তরকের বেলায় মাতাপিতার আদেশকে মান্য করা যাবে না। সুতরাং মাতাপিতার আদেশের ভিত্তিতে জামাত তরক করা যাবে না। এবং হজ্বকে দেড়ীতে আদায় করা যাবে না।" -(আল মুসতাদরাক আ'লা মাজমুয়িল)

আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই আমরা এতোক্ষণে বুঝতে পেরেছি কখন মা বাবার আদেশ মানা ওয়াজিব আর কখন তাদের অবাধ্য হওয়া-ই ওয়াজিব। আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তাওফিক দিন।

মা বাবা বেঁচে নেই? এখনো সুযোগ রয়েছে

মা বাবা বেঁচে নেই? এখনো রয়েছে সুযোগ, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মানুষকে অসংখ্য সুযোগ দিয়েছেন নিজেদের জান্নাতের পথ সহজ করার জন্য। যে সন্তান বাবা মা থাকাকালীন তাদের অবাধ্য ছিলো কিংবা তাদের খিদমত করতে পারেনি। পরবর্তীতে তাদেরকে চিরতরে হারিয়ে ফেলার পর, তাদের মৃত্যুর পর নিজেদের গাফিলতি নিয়ে অনুতপ্ত হয় তাদের জন্যও আল্লাহ পাক সুযোগ করে দিয়েছেন মা বাবার খিদমত করার। এটা কিভাবে? নিচে মৃত্যুর পর মা বাবার হক সম্পর্কে বলা হলো,

- মৃত্যুর পর পিতামাতার জন্য গোনাহ মাফ ও রহমতের দোয়া করতে থাকা এবং নফল ইবাদত, দান-সদকা ও অন্যান্য ইবাদত করে তার সওয়াব তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া।
- জীবদ্দশায় তারা যাদের সাথে উঠাবসা করতেন তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা। প্রয়োজনে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করা।
- তাদের কোন ঋণ থাকলে তা আদায় করে দেওয়া, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা।
- তাদের কবর যিয়ারত করা।

হাদিসে এসেছে,
"আবু উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দো'আ করা (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয় ও তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা।" -(আবু দাঊদ)

মানুষ মৃত্যুর পর দুনিয়া থেকে কবরে কিছুই নিয়ে যেতে পারে না তিনটি আমল ছাড়া। "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়,

কিন্তু তিন প্রকার আমল ছাড়া (যা কখনো বন্ধ হয় না)। নিম্নে ওই তিন আমলের বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

১। সাদাকা জারিয়াহ: এমন দান-অনুদান; যার সওয়াব চলমান থাকে। যা কখনো বন্ধ হয় না। দানকারীর মৃত্যুর পরও এ দানের সওয়াব চলতে থাকে।
২। ইলম: যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। যা মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ'র পথ দেখায় এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত হ'তে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শিক্ষাদান করা, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন বই-প্রবন্ধ লেখা, ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য অন্যান্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি।
৩। নেক সন্তান: যে সন্তান তার বাবা-মার মৃত্যুর পর তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, সদকা, তাদের পক্ষ হতে হজ্জ করার মাধ্যমে বাবা মায়ের মর্যাদা আল্লাহর কাছে উন্নিত করে।" -(মুসলিম)

তাই মা বাবার মৃত্যুর পর সন্তান তাদের জন্য এক আশার আলো। সন্তান যদি মা বাবার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট অনেক অনেক অনেক বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে তাদের অবস্থান আল্লাহ পাকের নিকট উন্নিত হয়। এবং এর দ্বারা সন্তানেরও ফায়দা রয়েছে। নিচে মা বাবার মৃত্যুর পর আমাদের করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো,

পিতা মাতার জন্য দোয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা-

আমরা কী ঐ সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইবো না যাদের দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাকের নিকট পরকালে মা বাবার মর্যাদা উন্নিত হয়? অবশ্যই আমরা তা চাইবো। হাদিসে এসেছে,

হযরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এমনও হতে পারে কোন ব্যক্তির পিতামাতা উভয়ই বা তাদের কোন একজন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাদের সন্তান তাদের জীবদ্দশায় অবাধ্য ছিল এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করা থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু এ

সন্তান তাদের ইন্তেকালের পরে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট মঙ্গল ও দয়া এবং ক্ষমা ও বখশিশের জন্য দোয়া করতে থাকে (এভাবে সে নিজের ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করতে চায়।) আল্লাহ তায়ালা এ অবাধ্য সন্তানকে বাধ্যগত বলে সাব্যস্ত করেন অর্থাৎ সে পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি থেকে বেঁচে যায়।" -(বায়হাকী)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হলো? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করার কারণে।" -(ইবনে মাজাহ)

আল্লামা ত্বীবী বলেন, পূর্বোক্ত হাদীছটি এ প্রমাণ বহন করছে যে, ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা বড় বড় গুনাহ মোচন করা হয়'।" -(মিশকাত)

ভিন্ন কয়েকটি হাদিসে এসেছে,
"আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মানুষের মৃত্যুর পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে, হে প্রভু! এই মর্যাদা কীভাবে হ'ল? তাকে বলা হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।" -(আদাবুল মুফরাদ)

প্রখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (
রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এক রাতে আমরা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! আবু হুরায়রাকে, আমার মাকে এবং তাদের দু'জনের জন্য যারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাদের সকলকে তুমি ক্ষমা কর।" মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, আমরা আবু হুরায়রার দোয়ায় শামিল হওয়ার আশায় তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।" -(আল আদাবুল মুফরাদ)

প্রখ্যাত তাবেঈ আতা রহমাতুল্লাহ আলাইহি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মৃতের পক্ষ হতে চারটি কাজ করণীয়: (১) গোলাম আযাদ করা, (২) ছাদাক্কা করা, (৩) হজ্জ করা এবং (৪)ওমরা করা।" -(মুছান্নাফে ইবনু আবি শায়বাহ)

"সৎ সন্তান দো'আ না করলেও তার সৎ কর্মের ছওয়াব পিতা- মাতা পাবেন বলে একদল বিদ্বান উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মন্তব্য পেশ করেছেন।" (আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/৭৬)।

পিতা মাতার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা-

পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে আমাদেরও আত্মীয়। সামর্থ্য থাকলে তাদেরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা। তাদের সাথে যোগাযোগ রাক্ষার মাধ্যমে সদ্ব্যবহার করা। এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে,

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যদি কেউ নিজের পিতাকে কবরের মধ্যে আরাম দিতে চায় এবং তাঁর খেদমত করতে চায় তাহলে পিতার মৃত্যুর পর পিতার ভাইদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে।" (ইবনে হাব্বান)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান যে, পিতার খেদমত এবং তাঁর সাথে সদ্ব্যবহারের উত্তম খেদমত হলো এই যে, তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখা এবং পিতার মুহাব্বতের হক্ক আদায় করা।" -(মুসলিম)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি জঘন্য পাপ করেছি। আমার তওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি? তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার মা জীবিত আছেন কি? সে বলল, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কোন খালা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যাও, তাঁর খেদমত করো।" -(তিরমিজি)

তওবা ছাড়া কবীরা গুনাহ মাফ হয় না। আর মায়ের অবর্তমানে খালার সাথে সদাচরণ করা তওবা কবুল হওয়ার জন্য সহায়ক। তাই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালার খিদমত করার আদেশ করছেন ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোন ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা বড় সৎকাজ হচ্ছে, পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।"- (সহিহ মুসলিম)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আরব বেদুইন তাঁর সাথে মক্কার পথে মিলিত হলো। আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সালাম দিলেন এবং তাঁর সাওয়ারি গাধার ওপর তাকে তুলে নিলেন। তিনি নিজের মাথার পাগড়িও তাকে দিয়ে দিলেন। তার এক সফরসঙ্গী ইবন দীনার বলেন, আমরা তাকে আবদুল্লাহকে বললাম, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কল্যাণ দান করুন! তারা তো গ্রামবাসী । তারা অল্প কিছু পেলেই তাতে সন্তুষ্ট হয়। দু'দিরহাম দিয়ে দিলেই তো যথেষ্ট হতো। আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এ লোকটির পিতা উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বন্ধু ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম সৎকাজ হচ্ছে, পিতার বন্ধুদের সাথে তার সুসম্পর্ক বজায় রাখা।" -(নাদরাতুন নাঈম)

পিতা মাতার ঋণ পরিশোধ করা এবং প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা-

মা বাবার মৃত্যুর পর তাদের হালাল প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা এবং তাদের ঋণ পরিশোধ করার বিষয়ে ইসলাম গুরুত্ব প্রদান করেছে। সিরাত থেকেও আমরা জানতে পারি আল্লাহ পাকের রাস্তায় শহীদদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ পাকের রাস্তায় জিহাদ খুবই মর্যাদাবান একটি আমল তবুও কেউ যদি দুনিয়ায় ঋণ থাকা অবস্থায় শহীদ হয় আল্লাহ পাকের রাসূলﷺ তাদের সন্তানদের প্রতি সেই ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা এটি বান্দার হক, বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ পাকও ক্ষমা করবেন না। মা বাবার প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা ও ঋণ পরিশোধের বিষয়ে কয়েকটি হাদিসে তুলে ধরা হয়েছে,

হযরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে বসা ছিলাম। তখন একজন মহিলা তাঁর খেদমতে এসে আরয করল, আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছি ইতিমধ্যে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: দাসী দান করার প্রতিদান তুমি অবশ্যই পাবে এবং মীরাস হিসেবে দাসীটিও তুমি ফেরত পাবে। মহিলাটি আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! এক মাসের রোযা তাঁর অনাদায় রয়ে গেছে, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে সে রোযা কাযা আদায় করবো? তিনি বললেন: তুমি তাঁর কাযা রোযা আদায় করো। সে বলল, আমার মা কখনো হজ করেননি, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ করবো? তিনি বললেন: তুমি তাঁর পক্ষ থেকে হজ করো।" -(সহিহ মুসলিম)

"হযরত ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা এক মাসের রোযা অনাদায় রেখে মারা যান। আমি কি তাঁর রোযাগুলো পালন করব? তিনি বললেন: তোমার মায়ের যদি কোন ঋণ থাকতো, তুমি কি তা পরিশোধ করতে না? লোকটি বলল, হ্যাঁ, পরিশোধ করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আল্লাহর ঋণ সর্বাগ্রে পরিশোধযোগ্য।" -(সহিহ মুসলিম)

"হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। হযরত আস'আদ ইবন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা মানত করেছিলেন, কিন্তু তা আদায় করার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি তাঁর পক্ষ থেকে মানত পুরো করে দাও।" -(সহিহ বুখারী)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা ইন্তিকাল করেছেন, তিনি কোন অসিয়াত করে যাননি। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সাদাকাহ করি তাহলে কি তাঁর কোন উপকারে আসবে? তিনি বললেনদ হ্যাঁ, উপকারে আসবে....।" -(আবু দাঊদ)

আলহামদুলিল্লাহ এই আলোচনায় এতোক্ষণ ধরে মা বাবার মৃত্যুর পর করনীয় সম্পর্কে হাদিস তুলে দিয়েছি। হাদিসগুলো এতো বেশি স্পষ্ট যে এগুলোকে নিয়ে আর কিছু বলার প্রয়োজন মনে করি নি আমি। কেননা প্রতি হাদিসেই মা বাবার মৃত্যুর পর সন্তান হিসেবে আমাদের করনীয়গুলো সুন্দরভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আমাদের কাজ আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। মানা, না মানার মাঝে আমাদেরই লাভ - ক্ষতি। আল্লাহ পাক সকলকে আমল করার তাওফিক দিন।

মা-বাবা ও সমতুল্য অন্যদের হক্ক

আমরা এপর্যন্ত এসে জেনেছি যে ইসলামে বাবা মায়ের জীবত এবং মৃত উভয় অবস্থায়ই তাদের প্রতি সন্তানদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ঠিক একইভাবে যারা মায়ের মতো করে সন্তানকে বড় করে অথবা খালা, নানি, দুধ মা কিংবা সৎ মা সকলের প্রতিও রয়েছে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য। মা বাবার প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য গুলোসহ অন্য সকলের হক্কগুলো তুলে দেয়া হলো। হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহমতুল্লাহ আলাইহি এর মতে পিতা মাতার হক্ক চৌদ্দটি যথাঃ

পিতামাতার জীবিত অবস্থায় সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- সম্মানঃ পিতা মাতার সম্মান ও ইজ্জত করা।
- মুহাব্বতঃ তাঁদের সাথে মুহাব্বত ও ভালবাসা রাখা।
- ইতাআতঃ তাঁদের আদেশ পালন করা।
- খিদমতঃ তাদের সেবা করা।
- আরামের চিন্তাঃ তাঁদের আরাম ও শান্তির দিখে খেয়াল রাখ।
- প্রয়োজন মিটানোঃ তাঁদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য চেষ্টা করা।
- সাক্ষাত করাঃ যখনই সুযোগ হয় তাঁদের সাথে বার বার দেখা করা।

পিতামাতার মৃত অবস্থায় সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- . মাগফিরাত দোয়া ও তাঁদের জন্য বেশি বেশি গুনাহ মাফ চাওয়া ও দোয়া করা।
- ইছালে সওয়াবঃ তাঁদের জন্য ইবাদত করে ও দান খায়রাত করে সওয়াব পৌঁছানো।

- তাঁদের আত্মীয় স্বজনের সম্মানঃ তাঁদের আত্মী বন্ধু বান্ধব গনকে সম্মান করা ।
- ঋন ও আমানত পরিশোধ করাঃ ঋন থাকলে অথবা তাঁদের কাছে কারো আমনত থাকলে তা পরিশোধ করা।
- আত্মীয় সজনকে সাহায্য করাঃ তাঁদের আত্নীয় স্বজন ও বন্ধুদের সাহয্য করা
- ওছিয়ত পুরাকরাঃ শরীয়ত সম্মত তাঁরা যদি কোন ওছিয়ত করে থাকে তা পুরন করা।
- কবর যিয়ারতঃ কোন কোন সময় তাঁদের কবর যিয়ারত করা ও তাদের গুনাহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা ।

প্রথমে বাবা মায়ের হক্ক সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিলাম যাতে অন্যদের হক্কগুলো আমরা তাদের সাথে মিলাতে পারি এবং তাদের হক্ক গুলোও সঠিকভাবে পালন করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

দুধমাতা বা ধাত্রীর হক

দুধপান করানোর কারণে ধাত্রীও মায়ের সমতুল্য, তার হক হলো-

- তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করা।
- সম্ভব হলে তার যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করার ব্যাপারে কার্পন্যতা না করা।
- সামর্থ্য থাকলে একটি দাস বা দাসী খরিদ করে খেদমতের জন্য তাকে দান করা।
- তার স্বামীর সাথেও সদয় আচরণ করা।

হাদিসে এসেছে, "হযরত আবূ তুফায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিয়‘রানা নামক স্থানে গোশত বণ্টন করছিলেন। এমন সময় একজন মহিলা এসে সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে চলে গেলেন। তিনি তাঁর জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর ভদ্র মহিলাটি তার ওপর আসন গ্রহণ করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, "আমি লোকদের কাছে জানতে চাইলাম, ইনি কে? তারা বললেন, ইনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধ মা-হযরত হালীমা সাদিয়া রাদিয়াল্লহু আনহা। তিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন।" - (আবু দাঈদ)

সৎ মায়ের হক

সৎ মা হচ্ছেন আপন বাবার সহধর্মীনী। আর হাদীস শরীফে বাবার আপনজনদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ এসেছে। তাই সৎ মায়েরও কিছু হক আছে। মা বাবার মৃত্যুর পর যে যে হক পালন করার কথা বলা হয়েছে সৎ মায়ের জন্য তাই যথেষ্ট ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি অত্যন্ত বড় একটি গোনাহ করেছি, আমার তাওবা কবুল হবে? আমি ক্ষমা পেতে পারি কি? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা জীবিত আছেন? সে ব্যক্তি উত্তর দিল আমার মা জীবিত নাই। হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার খালা জীবিত আছেন? ঐ ব্যক্তি উত্তর দিল, হাঁ, খালা জীবিত আছেন। তিনি তখন বললেন, তার খেদমত কর এবং তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। (আল্লাহ তায়ালা সেই বরকতে তোমার তাওবা কবুল করে ক্ষমা করে দিতে পারেন। —তিরমিযী

অতএব আমরা বুঝতে পরি যে, মা বাবার সমতুল্য অর্থাৎ সৎ মা, দুধ মা, ধাত্রী, খালা, নানি প্রত্যেকের প্রতিই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে যা প্রায় পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের স্বরূপ। পিতা মাতার সাথে আমরা যেমন আচরণ করবো তাদের সাথেও একই আচারণ অর্থাৎ সদ্ব্যবহার করবো। তাদেরকেও আমাদের কথা বা আচরণের দ্বারা কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবো ইনশাআল্লাহ।

"رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا"

মানুষের জীবনের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ পাকের উপর ইমান আনা ও তাঁর আনুগত্যের পরেই হচ্ছে পারিবারিক কর্তব্য পালন করা। আর পারিবারিক দায়িত্বের শুরুতে সবচেয়ে উচু স্থানে আছে মা বাবার দায়িত্ব। আল্লাহ পাক এবং আল্লাহ পাকের রাসূলﷺ এর পরই সবচাইতে উচু স্থান মা বাবার। আল্লাহ পাকের পর তাঁর রাসূলের পর মা বাবাকে ভালোবাসতে হবে, ইহসান করতে হবে, আনুগত্য করতে হবে। মা বাবার আনুগত্য করা হুকুম মানাকে আল্লাহ পাক কখনও ফরজ করেছেন কারো মতে ওয়াজিব করেছেন। আল্লাহ পাক কুরআনে আমাদের দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন,"رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا"

আমরা আমাদের শিশুকালে যখন কথা বলতে পারতাম না, কিছু বোঝাতে পারতাম না, নিজে নিজে খেতে পারতাম না তখন মা বাবা আমাদের জন্য তাদের সবটুকু দিয়ে আমাকে স্নেহকরে লালন পালন করেছেন। কোনো প্রয়োজনে আমারা তাদের কিছু বোঝাতে পারতাম না, কান্না করলেই তারা আমাদের জরুরত বুঝে নিতেন। একটু বড় হওয়ার পর যখন বাহিরে খেলাধুলা করে সন্ধ্যায় পায়ে ময়লা নিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়তাম তখন আমাদের বাবা যিনি সারাদিন কষ্ট করে আমাদের ভরনপোষণের জন্য আয়রোজগার করে ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাসায় ফিরতেন। এই অবস্থায় সন্তান যেনো জেগে না যায় সেই চিন্তায় ঘুমন্ত অবস্থায় সন্তানকে বিছানায় রেখেই বালতি এনে আস্তে করে সন্তানের পা ধুইয়ে দিতেন। কখনও বিরক্ত নিয়ে বলতেন না কিছু। বরং আমরাই ছিলাম তাদের চক্ষু শীতলকারী। কোনো কিছু মনমতো না হলেই বাবার গায়ে কামড়, চিমটি আর খামচি দিয়ে দাগ করে দিতাম তবুও তিনি সহ্য করে থাকতেন কখনও উল্টে গায়ে একটি টোকাও দেননি। আর আজ আমাদের অবস্থা কোথায়! সামান্যতেই আমরা তাদের উপর বিরক্ত হয়ে যাই। সামান্যতেই মুখে মুখে কথা বলি। এতোটুকু স্মৃতিতেই আজ নিজেদের ব্যবহারকে নিকৃষ্ট মনে হচ্ছে। অথচ শিশুকাল থেকে যদি এখন পর্যন্ত আমাদের জন্য তাদের করা প্রতি কষ্টের স্মৃতি মনে করে লিখি তাহলে নিজেদের কোন পর্যায়ের জালিম মনে হবে ভেবে দেখি না একবার। আল্লাহুম্মাগফিরলী। দুনিয়ার মোহে আমরা যেনো সব ভুলে যাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা চাইলে যেকোনো মুহূর্তে আমাদের পায়ের তলার মাটি কিংবা ফ্লোর দ্বিখন্ড করে দিতে পারেন এই অবাধ্যতার শাস্তিস্বরুপ। মাটির চাপে অথবা দেয়ালের কোনো একটি ভাঙা বড়

অংশ আমাদের উপর ফেলে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারেন আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

আর হয়ে যেতে পারি আমরা কোনো একদল পোকামাকড় অথবা পিঁপড়ের খাবার। কী করবো তখন? কিছু কি করার থাকবে? এই-যে আমরা বাবা মার অবাধ্যতার মতো কবিরা গোনাহে জড়াচ্ছি প্রতিনিয়ত, আল্লাহ পাক আমাদের সাথে সাথেই শাস্তি দিচ্ছেন না। এটা নিয়ে কি কখনো ভেবে দেখেছি? প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কতবার যে তার অবাধ্যতায় লিপ্ত হচ্ছি, কখনো গুনে দেখেছি? গুনলেও কি গুনে শেষ করা যাবে নিজেদের গোনাহের হিসেব? আমাদের যেনো একটুও ভয় হয় না। আচ্ছা যদি কিছু মুহূর্তের মাঝেই মৃত্যুর ডাক এসে পরে কী করবো তখন? সময় পাবো কী তাদের কাছে নিজেদের এতো অবাধ্যতার ক্ষমা চাইবার? এমনও তো হতে পারে মৃত্যুর সময় তারা আমার পাশেও থাকবেন না। সময় সুযোগ থাকতেই যদি আমরা সেই সুযোগকে কাজে না লাগাই তাহলে আমাদের মতো অভাগা আর কে আছে? কখনও কখনও আমাদের হিসেবে মনে করি তারা আমাদের সাথে জুলুম করছেন। অথচ হাদিসে বলাই হয়েছে তারা আমাদের উপর জুলুম করলেও আমরা যেনো তাদের অবাধ্য না হই। কেননা বাবা-মা যতই গোনাহগার হোন না কেনো তারা হচ্ছেন আমার-আপনার পৃথিবীতে আসার একমাত্র মাধ্যম। তাদের উছিলায়-ই আমরা এই পৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের ভাবনায় রাখতে হবে বাবা মায়ের আমল যেমনই হোক আমাদের কাছে সবসময়ই তারা উচু মর্যাদার অধিকারী। আর এই মর্যাদা দিয়েছেন তিনি, যিনি আমার এবং আমার মা বাবার সৃষ্টিকর্তা। বাবা মা যতো গোনাহ-ই করুক না কেনো তার হিসেব নেয়ার জন্য তো আল্লাহ পাক আছেন। কিন্তু আমরা তাদের অবাধ্য হয়ে ওয়াজিব হুকুমের মতো গুরুত্বপূর্ণ আমল ছাড়ার গুনাহ করছি আল্লাহ পাকের কাছে সেটার জবাবদিহি করতে হবে আমাদের। এই ভয় থেকে যেনো আমরা গাফিল না হই। নিজেদের পাপের বাটখারা দিয়ে যেনো অন্যের পাপ মাপার চেষ্টা না করি আমরা। আল্লাহ পাক বলেছেন,

"তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেনঃ তোমরা কারোর ইবাদাত করো না, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো। পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোন একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে “উহ্” পর্যন্তও

বলো না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলো।" -(সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৩)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তার ইবাদতের পরই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথা বলেছেন! আর আজ আমরা এর উল্টোটাই করছি, শুধু উফ বা উহ শব্দদেই সীমাবদ্ধ নেই। এর চেয়ে জঘন্য কথা তাদেরকে আমরা বলি। কখনও নিজে থেকেই কখনও স্ত্রীর জন্য। আমরা কেনো যেনো উভয়ের মাঝে ইনসাফ করতে পারি না। একজনের উপর ইনসাফ করতে গিয়ে অন্যজনের উপর জুলুম করে ফেলি। দিনশেষে ঘরে অশান্তি। তখন বৃদ্ধ বাবা মাকে একঘরে করে দেই কিংবা রেখে আসি বৃদ্ধাশ্রমে। আমাদের অবস্থা হয়ে যায় ঠিক জাহেলী যুগের কাফেরদের মতো যারা বলতো,

"আমরা শুমলাম এবং অমান্য করলাম।" -(সুরা আন নিসা, আয়াত: ৪৬)

আল্লাহ পাকের আযাব সাথে সাথে আসে না বলে যেনো পরকাল সম্পর্কে গাফিল থাকি। ভুলে যাই কিয়ামতের দিন সব কিছুর হিসেব হবে। এক বিন্দুও ছাড় পাবো না সেদিন। সেদিন বাঁচানোর জন্য কেউ থাকবে না যদি না আল্লাহ পাক দয়া করেন। মা বাবার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ কোনো সাধারণ কেউ দেননি। এমন এক রব দিয়েছেন যাঁর বান্দা আমি। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন যেই রিজিকদাতা। আল্লাহ পাক আমাদের করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত তথচ আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি অকৃতজ্ঞার স্বভাব। না আমরা রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি ঠিকমত, আর না মা বাবার। কুরআনেও বলা হয়েছে,

"প্রকৃত সত্য এই যে, মানুষ সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।" -(সুরা আয যুখরুফ, আয়াত:১৫)

আমরা আসলেই অনেক অকৃতজ্ঞ, অনেক বেশি অকৃতজ্ঞ। এইযে আমরা রোজ এত এত পাপ করি তবুও আল্লাহ পাক আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন, সুযোগ দিচ্ছেন তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য। যেনো আমরা সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করি। এখনই সময় নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে রবের নিকট ক্ষমা

চাওয়ার, তার দিকে ফিরে যাওয়ার। তাকে সন্তুষ্ট করার। হ্যা এখনই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

"আর প্রকৃতপক্ষে আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার হক্ক চিনে নেবার জন্য নিজেই তাকিদ করেছি। তার মা দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করে এবং দু'বছর লাগে তার দুধ ছাড়তে। এ জন্য আমি তাকে উপদেশ দিয়েছি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নিজের পিতা-মাতার প্রতিও, আমার দিকেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে।" -(সুরা লুকমান, আয়াত: ১৪)

চিন্তা করি আমাদের মায়ের কথা একবার, কতটা কষ্ট-যন্ত্রনা সহ্য করেছেন তিনি আমাদের জন্য। গর্ভে ধারণ থেকে শুরু করে আমাদের দুই বছর বয়স পর্যন্তই ধরি। আমাদের মা রাতে একটু নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেন নি। একটু ঘুমিয়েছেন তো আবার আমাদের চিন্তায় জেগে গেলেন, "আমার বাচ্চাটার হাতে আবার ব্যথা পেলো না তো! বাবুর খিদে লেগেছে কিনা! ঠান্ডায় সর্দি লেগে যাবে কিনা!" এই তো আমাদের সেই মমতাময়ী মা! তার বিনা পরিশ্রমে আপনি-আমি বড় হয়ে যাইনি। আমরা ছিলাম তাদের মুখাপেক্ষী। আমরা গর্ভে আসা থেকে জন্মের দু'বছরে যেই কষ্ট যেই আত্মত্যাগ তিনি সহ্য করেছেন তা কখনোই আমাদের পক্ষে শোধ করা সম্ভব নয়। যখন ছোট্ট ছিলাম, বয়স তিন বা পাঁচ বছর। কাজের ফাঁকে আমাকে ঘুম থেকে উঠতে দেখেই মা বলে উঠলো, "উঠেছো মা আমার! ঘুম শেষ?" কখনও যা ভোলার নয়।
বিদ্যুত চলে গেলে চাঁদ আর তাঁরাদের আলোয় যিনি কিনা সন্তানকে কাঁধে তুলে নিয়ে হাটতেন রাস্তার এই মাথা থেকে ঐ মাথা পর্যন্ত, মুখে তার থাকতো দারুণ সব গল্প। পিঠ যখন ব্যথা হয়ে যেতো তখনও তিনি সন্তানকে নামাতেন না কাঁদ থেকে। কিন্তু যখন সন্তান ঘুমিয়ে যায় তখন মুখে এক চিলতে হাসি নিয়েই বিছানায় নামিয়ে কপালে ছোট্ট একটা চুমু একে দিতেন ঠিকই। তিনিই আমাদের বাবা। মায়ের বকুনি থেকে যিনি রক্ষা করতেন সবসময়। আর আজ কিনা তাদেরকেই সন্তুষ্ট করতে আমাদের এতো অনিহা! আমরা ভুলে যাই তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আমাদের রবের সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে মা বাবাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে যেন রবের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে না যাই। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন,

"আমি মানুষকে নিজের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা তোমার ওপর চাপ দেয় যে, তুমি এমন কোন মা'বুদকে আমার সাথে শরীক করো যাকে তুমি আমার শরীক হিসেবে জানো না, তাহলে তাদের আনুগত্য করো না। আমার দিকেই তোমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের জানাবো তোমরা কি করছিলে। "(সুরা আল আনকাবুত, আয়াত ৮)

হয়তো আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়েত দিয়েছেন তাদেরকে দেন নি। তাদের কে ইসলাম সম্পর্কে সঠিকটা বুঝনোর জন্য কঠোর ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছে ইসলাম আমাদের! আজ হয়ত আমি ফরজ ইলম টুকু জানি কিন্তু একদিন আমার জানাতেও ভুল ছিলো। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। হতে পারে আমার ধৈর্য আর একটু সহযোগিতায় তারাও ইসলামের সঠিক বিধান সম্পর্কে জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। কোনোমতেই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। ধৈর্য্য হারাবেন না। অপেক্ষা করুন। সঠিক সময়টা আসবে শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ। প্রথমেই হয়তো পুরোপুরি না একটু একটু করে নিশ্চয়ই তাদের পরিবর্তন টা বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। এটাও মনে রাখতে হবে যে আমরা তো কেবল উছিলা মাত্র। কেননা আল্লাহ পাক বলেন,
যাকে আল্লাহ পথ দেখান সে-ই পথ লাভ করে এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য তুমি তাঁকে ছাড়া আর কোন সহায়ক ও সাহায্যকারী পেতে পারো না।" -(সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৯৭)

আমরা তাদেরকে আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বলতে পারবেন বুঝাতে পারবেন। কিন্তু হিদায়েত দিতে পারবেন না। কেননা হিদায়েত দেয়ার একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা। তাই তাদের সাথে এমন ব্যবহার করুন যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন এবং প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ জানিয়ে ও শিখিয়ে দিয়েছেন। দেখা যাবে আপনার বিনয়ী ব্যবহারের ফলেই আপনার বাবা-মায়ের মন নরম হয়ে গেলো। তারা বুঝতে পারলো ইসলামের আসল সৌন্দর্য, আলহামদুলিল্লাহ। তাই ধৈর্য্য হারাবেন না। চেষ্টা করতে থাকুন, নিজের মৃত্যুর আগ মূহুর্ত পর্যন্ত। কারণ আপনার উছিলায় যদি একজনও হিদায়ত পায় তবে সেই ব্যক্তির করা প্রত্যেকটা

আমলের সাওয়াব তো আপনিও পাবেন ইনশাআল্লাহ। তাই তাদের জন্য যত বেশি পারেন দোয়া করুন। দোয়া করুন যেভাবে আল্লাহ আমাদের শিখিয়েছেন,

হে আমার রব, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মু'মিন হিসেবে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং সব মু'মিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করে দাও। জালেমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।" -(সুরা নূহ:২৮)

মা বাবার জন্য করা সন্তানের দোয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ। তাই বলুন,
"رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا"

মা বাবার প্রতি নবী-রাসূল, সাহাবী ও সৎ ব্যক্তিদের আচরণ

মা বাবার প্রতি নবী রাসূলগন, সাহাবী ও সালাফদের আনুগত্য ছিলো অনেক বেশি বিনয়াবনত। এ সম্পর্কে কুরআন, হাদিস ও সালাফাদের সম্পর্কে পড়া-শোনা করলেই জানা যায়। আমি তার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করছি ইনশাআল্লাহ।

কুরআন থেকে নেওয়া মা-বাবার সাথে নবী রাসূলগনের আচরণ-

- নূহ আলাইহিস সালাম তার পিতামাতার জন্য দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, যা আল্লাহ তা'আলা নূহ আলাইহিসসালাম এর পক্ষ থেকে বলেছেন:
“হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে।” (সূরা নূহ, আয়াত: ২৮)

- ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম - যিনি তার পিতাকে নম্র ভাষায় ও দরদ ভরা কণ্ঠে সম্বোধন করেছেন পিতার হিদায়েত ও মুক্তির আশা নিয়ে এবং তার পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের আশঙ্কা নিয়ে; সুতরাং তিনি বলেন, যেমনটি আল্লাহ তাআলা তার পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন; আল্লাহ তা'আলা বলেন:
“আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইবরাহীমকে; তিনি তো ছিলেন এক সত্যনিষ্ঠ, নবী। যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, “হে আমার পিতা! আপনি তার ইবাদাত করেন কেন যে শুনে না, দেখে না এবং আপনার কোনো কাজেই আসে না?” “হে আমার পিতা! আমার কাছে তো এসেছে জ্ঞান যা আপনার কাছে আসেনি; কাজেই আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার পিতা! শয়তানের ‘ইবাদাত করবেন না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি আশংকা করছি যে, আপনাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে, তখন আপনি হয়ে পড়বেন শয়তানের বন্ধু।" -(সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৪১-৪৫)

- ইসমা'ঈল ইবন ইবরাহীম ‘আলাইহিমাস্ সালাম - যাকে দিয়ে মানবতার ইতিহাসে পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ভয়ঙ্কর লোমহর্ষক দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়; আর এটা হল— যখন তাকে উদ্দেশ্য করে তার পিতা বললেন:

"হে প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ্ করছি, এখন তোমার অভিমত কী বল?" -(সুরা আস সফফাত, আয়াত: ১০২)
তিনি বলেন:
“হে আমার পিতা! আপনি যা আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।" -(সুরা আস সফফাত, আয়াত: ১০২)

- ঈসা ইবন মারইয়াম ‘আলাইহিমাস্ সালাম: যার ব্যাপারে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুরভিত প্রশংসা ও উচ্চ মর্যাদার কথা এসেছে, আর তিনি তো দোলনায় থাকা অবস্থায় তাঁর মায়ের অনুগত ছিলেন; আর এটাই তাঁর প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার প্রতি তার দাসত্বের কথা ইঙ্গিত করে; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন; তিনি বলেন:

“আর তিনি আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং আমাকে তিনি করেননি উদ্ধত, হতভাগ্য।" -(সুরা মারইয়াম, আয়াত:৩২)

হাদিসে বর্ণিত সাহাবিদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) ঘটনা -

- “একদা আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বাহনে করে তাঁর ভূমি ‘আকীকের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তারপর যখন তিনি তাঁর ভূমিতে প্রবেশ করলেন, তখন উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়ে বললেন: হে মা! আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক; তখন প্রতিত্তুরে তাঁর মা বললেন: তোমার উপরও শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক। এবার তিনি বললেন: আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ঠিক তেমনিভাবে রহম করুন, যেমনিভাবে আপনি ছোটকালে আমাকে লালন-পালন করেছেন; অতঃপর মাতা বললেন: হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহ তা'আলা তোমাকেও উত্তম পুরস্কার দান করুক এবং তোমার প্রতি তিনি তেমনি সন্তুষ্ট থাকুক, যেমন সদ্ব্যবহার তুমি আমার বৃদ্ধকালে আমার প্রতি করেছ।” -(বুখারী)
- আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা’র কথা, জনৈক বেদুঈন তাঁর সাথে মক্কার পথে মিলিত হল। আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা তাকে সালাম দিলেন এবং যে গাধার উপর তিনি সওয়ার ছিলেন, তাকেও তাতে উঠিয়ে নিলেন; আর তাকে তাঁর মাথার পাগড়িটি দিয়ে দিলেন। ইবনু দিনার রহ. বলেন: আমরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম: আল্লাহ আপনাকে কল্যাণ দান করুন, নিশ্চয় তারা বেদুঈন এবং

তারা অল্প কিছু পেলেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়।অতঃপর আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন:“এই ব্যক্তির পিতা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’র বন্ধু ছিলেন; আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “সৎকাজগুলোর মধ্যে অন্যতম বড় সৎকাজ হলো পিতার বন্ধুদের পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।” -(মুসলিম)

- উম্মুহাতুল মু'মিনিন ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, তারপর সেখানে আমি ক্বিরাত (আবৃতি) শুনতে পেলাম, অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এই ব্যক্তি কে? তারা বলল: হারেছা ইবন নু'মান; ভালকাজ এ রকমই! ভালকাজ এ রকমই! আর মানুষের মাঝে সে ছিল তার মাতার সাথে সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তি।” -(ইমাম আহমাদ)
- আবূ আবদির রাহমান রহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে ঘটনা বর্ণিত, তিনি বলেন: “কাহমাস ইবন হাসান ঘরের মধ্যে একটি বিচ্ছু দেখতে পেলেন; তিনি এটাকে হত্যা করতে অথবা ধরতে চাইল, কিন্তু এটা তাকে পিছনে ফেলে দিয়ে এক গর্তের মধ্যে প্রবেশ করল; অতঃপর তিনি তাকে ধরার জন্য গর্তের মধ্যে তার হাত ঢুকিয়ে দিলেন, তারপর বিচ্ছুটি তাকে দংশন করতে শুরু করল; অতঃপর তাকে বলা হল: তুমি কেন এটা করতে গেল? জবাবে সে বলল: আমি আশঙ্কা করেছি যে, গর্ত থেকে বিচ্ছুটি বের হবে, তারপর আমার মায়ের নিকট গিয়ে তাঁকে দংশন করবে।” -(সিয়ারু আলামিন নুবালা)
- আর এই তো আবূল হাসান ইবন আলী ইবন হুসাইন ইবন আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’র কথা, আর তিনি যাইনুল ‘আবেদীন নামেও পরিচিত; তিনি তাবে'ঈদের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, তিনি তাঁর মায়ের সাথে বেশি বেশি ভাল ব্যবহার করতেন, এমনকি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হত: নিশ্চয় আপনি আপনার মায়ের সাথে সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারকারী মানুষ; আর আমরা আপনাকে আপনার মায়ের সাথে খেতে দেখি না; তখন তিনি বলেন: “আমি আশঙ্কা করি যে, আমার হাত এমন খাদ্য বস্তুর দিকে চলে যাবে, যার দিকে পূর্ব থেকেই তাঁর (আমার মায়ের) পছন্দের চোখ পড়ে আছে, ফলে আমি তাঁর অবাধ্য সন্তানে পরিণত হব।” -(উয়ুনুল আখবার)

মা বাবার প্রতি পূর্ববর্তী সৎ ব্যক্তিদের আচরণ -

- হিশাম ইবন হাস্সান বলেন: “হাফসা বিনতে সিরীন আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মুহাম্মাদ ইবন সিরীনের মা ছিলেন হিজাযী নারী; বিভিন্ন রঙ তাকে মুগ্ধ করত; আর মুহাম্মাদ যখন তার জন্য কাপড় ক্রয় করতেন, তখন তিনি যথাসম্ভব উজ্জ্বল রঙের কাপড় ক্রয় করতেন; অতঃপর যখন ঈদ আসত, তখন তার কাপড়গুলো রঙ করে দিতেন; আর আমি কখনও তাকে তার মায়ের সাথে উচ্চ আওয়াজে কথা বলতে দেখিনি, তিনি যখন তার সাথে কথা বলতেন, তখন তিনি ঐ ব্যক্তির ন্যায় কথা বলতেন, যার কথা কান পেতে শুনতে হয়।" -(সিয়ারু আলামিন নুবালা)

- ইবনু ‘আউন থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: “মুহাম্মাদ ইবন সিরীন যখন তাঁর মায়ের কাছে অবস্থান করতেন, তখন যদি কোনো ব্যক্তি তাকে দেখতেন, তখন তার নিকটে তার নিম্নস্বরে কথা বলার কারণে তিনি ধারণা করতেন যে, তিনি মনে হয় অসুস্থ।” -(হিলইয়াতুল আওলিয়া)

- ইবনু ‘আউন আরও বলেন: “এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন সিরীনের নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তিনি তাঁর মায়ের নিকট অবস্থান করছেন; অতঃপর সেই লোকটি বলল: মুহাম্মাদের একি অবস্থা? তিনি কোনো কষ্টে আছেন নাকি? উপস্থিত লোকজন বলল: না; বরং তিনি তাঁর মায়ের নিকট এভাবেই থাকেন।”-(সিয়ারু আলামিন নুবালা)

- জা'ফর ইবন সুলাইমান রহমাতুল্লাহ আলাইহি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে বর্ণনা করেন যে, “তিনি তার গাল যমীনের উপর রাখতেন, অতঃপর তিনি তার মাকে উদ্দেশ্য করে বলতেন: আপনি উঠুন, আপনার পা আমার গালের উপর রাখুন।” -(সিয়ারু আলামিন নুবালা)

- ইবনু ‘আউন আল-মুযানী রহমাতুল্লাহ আলাহি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “তাঁর মা তাঁকে ডাকলেন, অতঃপর তিনি তার ডাকে সাড়া দিলেন, কিন্তু এতে তাঁর মায়ের আওয়াজের চেয়ে তাঁর গলার আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল; ফলে তিনি দু'টি গোলাম আযাদ (মুক্ত) করে দিলেন।” -(সিয়ারু আলামিন নুবালা)

- ওমর ইবন যরকে বলা হল: "আপনার প্রতি আপনার ছেলের আনুগত্য বা সদ্ব্যবহারের অবস্থাটা কেমন ছিল? তখন তিনি বলেন: আমি দিনের বেলায় হাঁটলে সে আমার পিছনে পিছনে হাঁটত; আর রাতের বেলায় হাঁটলে সে আমার সামনে সামনে হাঁটত; আর আমি নিচে থাকলে সে কখনও ছাদের উপরে উঠত না।" -(উয়ুনুল আখবার)

- সালেহ আল-'আব্বাসী একবার খলীফা আল-মানসুরের মাজলিসে হাযির হলেন এবং তাকে হাদিস শুনাচ্ছিলেন, আর তিনি তার কথায় বেশি বেশি বলতে লাগলেন: আমার পিতা, তাঁর প্রতি আল্লাহ রহম করুন তখন রবী— তাকে উদ্দেশ্য করে বলল: তুমি আমীরুল মুমিনীনের সামনে তোমার বাপের ব্যাপারে এত বেশি বেশি 'রহমত'-এর বিষয়টি প্রকাশ করো না। তখন তিনি তাকে বললেন: আমি তোমাকে তিরস্কার করব না; কারণ, তুমি তো পিতার মজা উপভোগ করনি। অতঃপর খলিফা আল-মানসুর মুচকি হাসলেন এবং বললেন: যে ব্যক্তি বনু হাশিমের মুখোমুখি হবে, এটাই তার পুরস্কার।" (বিররুল ওয়ালিদাইন)

- আর পিতামাতার প্রতি অনুগত ও সদ্ব্যবহারকারীগণের অন্যতম একজন হলেন মুহাদ্দিস বুন্দার; তাঁর ব্যাপারে যাহাবী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন: "তিনি বসরার হাদিস সংকলন করেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর মায়ের প্রতি অনুগত থাকার কারণে কোনো সফর করেন নি।" -(সিয়ারু আলামিন নুবালা)

- আবদুল্লাহ ইবন জাফর ইবন খাকান আল-মাররুযী বলেন: "আমি বুন্দারকে বলতে শুনেছি: আমি জ্ঞান অনুসন্ধানে বের হতে বা সফর করার ইচ্ছা করলাম, কিন্তু আমার মা আমাকে নিষেধ করলেন, আমি তার আনুগত্য করলাম, ফলে সে ব্যাপারে আমার বরকত হয়েছে।" -(সিয়ারু আলামিন নুবালা)

- "আর আসমা'য়ী বলেন: আরবের এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ ও সবচেয়ে অনুগত মানুষের সন্ধানে বের হলাম; অতঃপর আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত আমি দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের সময় এক বৃদ্ধের দেখা পেলাম, পানি উঠানোর জন্য যার গলায়

রশি দিয়ে বালতি বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যা টেনে উঠানো উটের পক্ষেও সম্ভব নয়, আর তার পিছনে চামরার পেঁচানো রশি (চাবুক) হাতে এক যুবক তাকে প্রহার করছে; আর সে এ রশি দ্বারা পিটিয়ে তার পিঠ রক্তাক্ত করে ফেলেছে। অতঃপর আমি বললাম: তুমি কি এই দুর্বল বৃদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে না? তার ঘাড়ে রশি লাগিয়ে দেওয়াটা কি যথেষ্ট হয়নি যে, তুমি তাকে আবার প্রহার করছ? তখন সে বলে: তাতো আমি আমার পিতার সাথে এই ব্যবহার করছি (তাতে তোমার কি); তখন আমি বললাম: তাহলে তো আল্লাহ তোমাকে ভালো পুরস্কার দিবেন না। তখন সে বলল: চুপ কর, সে তো তার পিতার সাথে এরূপ ব্যবহার করত; আর তার পিতাও তার দাদার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করত; তখন আমি বললাম: এই হল সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ। অতঃপর আমি ঘুরতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত দেখা পেলাম এক যুবকের, যার ঘাড়ে একটি ঝুড়ির মধ্যে রয়েছে এক বৃদ্ধলোক, মনে হচ্ছিল যেন একটি মুরগীর বাচ্চা; তারপর সে সব সময় তাকে তার সামনে রাখত এবং তাকে খাওয়াতো যেমনিভাবে মুরগীর বাচ্চাকে খাওয়ানো হয়; তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম: ওনি কে? সে বলল: আমার আব্বা, বয়সের ভারে তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, আমি তাকে দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েছি; তখন আমি বললাম: এই হল আরবের সবচেয়ে অনুগত ও ভাল মানুষ।" -(ইব্রাহিম আল বায়হাকী)

- "আমের ইবন আবদিল্লাহ ইবন যুবায়ের রহ. বলেন: “আমার পিতা মারা গেছেন, আর আমি পরিপূর্ণ এক বছর আল্লাহ তা‘আলার নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছি।” -(বিররুল ওয়ালিদাইন)

- "ত্বলক ইবন হাবীব আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও আলেমগণের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন; তিনি তাঁর মায়ের মাথায় চুম্বন করতেন; আর তাঁর মা ঘরের নীচে অবস্থান করা অবস্থায় তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য তিনি কখনও ঘরের ছাদের উপর হাঁটতেন না।" -(বিররুল ওয়ালিদাইন)

অতএব আমরা যদি নবী রাসূলগন, সাহাবী ও পূর্ববর্তীগনদের দিকে তাকাই তাহলে বুঝি তারা তাদের মা বাবার কতো বেশি সম্মান ও মর্যাদা করতেন এবং ভয় করতেন মা বাবার অবাধ্য হওয়াকে। নবী রাসূলগনতো ছিলেন নিষ্পাপ আর সাহাবি রাদিআল্লাহু

আনহুমগন তো রাসূল ﷺ এর সাথেই ছিলেন। পূর্ববর্তী আলেমগনের মধ্যেও অনেকে ছিলনে আল্লাহ পাকের ওলী-আউলিয়া। আর আমাদের অবস্থা! আমাদের এতো এতো পাপ থাকা সত্বেও আমরা পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নই। অথচ আমাদের উপমা তো এমন হওয়া উচিত ছিলো যে, "আমরা আমাদের শরীরের চামড়া দিয়ে মা বাবার জুতো বানিয়ে দেই।" বরং আমাদের অবস্থা উল্টো। না আমরা আশা হারাই না। আমরা দয়াময়ের বান্দা, সৃষ্টির সেরা জীব আলহামদুলিল্লাহ। আমরা গুনাহ করি আবার অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাও চাই। এখনও আমাদের সেই সুযোগ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ আমরা এই সুযোগকে অবশ্যই কাজে লাগাবো। আমরা আমাদের সবটুকু দিয়ে মা বাবার খিদমতের চেষ্টায়রত থাকবো। আল্লাহ পাক আমাদের কবুল করুন (আমীন)

পরিশেষ

"ইসলাম ধর্ম মা-বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে মা-বাবার প্রতি সম্মান, কৃতজ্ঞতা ও সেবা প্রদানের নির্দেশনা স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সন্তানরা যেমন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে, তেমনি পারিবারিক বন্ধনকে আরও মজবুত করতে পারে। মা-বাবার যত্ন ও তাদের প্রয়োজন মেটানো, তাদের পরামর্শ গ্রহণ এবং তাদের জন্য দোয়া করা সন্তানের ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের অংশ। ইসলামি শিক্ষার আলোকে মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব পালনে সচেতনতা সমাজে সুস্থ, নৈতিক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করে।"

কিছু কথা

আলহামদুলিল্লাহ অবশেষে আমি আমার গবেষণা প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করতে পেরেছি ঠিক যেভাবে আমি চেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। প্রতিটি মানুষের জীবনেই কিছু না কিছু বিশেষ স্বপ্ন থাকে, ছাত্রী-জীবন থেকেই বিভিন্ন উপন্যাস পড়ে পড়ে একটা সময় নিজেও লিখবো এবং নিজের একটা বই হবে এই স্বপ্ন দেখা শুরু করি। তারপর জীবনের একটা বয়সে আল্লাহ পাক হিদায়েত দেন আলহামদুলিল্লাহ। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে চিন্তাভাবনারও পরিবর্তন হয়। পরিবর্তন হয় পড়াশোনার রুচি। অপ্রয়োজনীয় গল্প উপন্যাস থেকে চাহিদা চলে আসে দ্বীনি ইলম অর্জনের দিকে। কিন্তু স্বপ্ন বদলায় না। যদিও বুঝতে পারি বই লেখার জন্য এখনও যোগ্য হইনি। তেমন কিছুই জানি না। অনেক অনেক ইলম অর্জন বাকী এখনও। তারপর ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা থেকে একটি বিষয় পেলাম "গবেষণামূলক প্রবন্ধ"। অন্যদের কাছে হয়ত এটি কেবল একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ মাত্র। কিন্তু আমার কাছে তা না, আমার কাছে এটি আমার সেই স্বপ্ন। যদিও তা কোনো প্রকাশনী থেকে প্রকাশ হবে না। তবুও আমি অনেক খুশি এজন্য যে, আল্লাহ পাক আমাকে উক্ত কাজের জন্য সুযোগ দিয়েছেন এবং লিখে শেষ করার তাওফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। শুরুতে রাসূলﷺ এর জীবনি বিষয় নেয়ার ইচ্ছে ছিলো। ফরম পূরন করা শেষে সব দেখছিলাম ভালোভাবে নাম রোল সব ঠিক আছে কিনা? জমা দিতে গিয়ে দেখি আমি নাম রোল পর্যবেক্ষণ করার সময়ই অন্য কোনো বোন তা জামা দিয়ে দিয়েছেন। খুবই খারাপ লেগেছিলো। কিন্তু আল্লাহ পাকই জানেন তার বান্দার জন্য কোনটা কল্যাণকর। এরপর আল্লাহ পাক "পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়কে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেন। শুরুতে কি লিখবো কিংবা লিখা শুরু করার পর সব এলোমেলো লাগছিলো। তারপর ধীরেধীরে লেখার গতি বাড়লো। অবশ্য এক্ষেত্রে জিল্লুর রহমান উস্তাদের নসিহত কাজে লেগেছিলো। উস্তাদ বারবার বলেছেন তাহাজ্জুদ পড়ে এবং ওজু অবস্থায় লিখতে। এবং পাশাপাশি উস্তাদ আমাদের জন্য সময়ের বরকতের দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ পাক তা কবুল করেছেন। আল্লাহ পাক উস্তাদকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এরপরের সব কিছু আল্লাহ পাকই সহজ করে দিয়েছেন। এবং একটা সময় "পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়টাই আমার অনেক পছন্দের হয়ে গেলো আলহামদুলিল্লাহ। আমার মনে হয় না এখানে যা লিখেছি তাতে আমার কোনো কৃতিত্ব আছে। বরং আমি তো দোয়া ছাড়া একটি বাক্যও সুন্দরভাবে লিখতে পারছিলাম না। আল্লাহ পাকের শুকরিয়া,

আলহামদুলিল্লাহ। যদিও গবেষণাটিতে আরো অনেক বিষয় তুলে ধরার ইচ্ছে ছিলো কিন্তু সময়ের অভাব বলবো না বরং আমার অযোগ্যতা বা অজ্ঞাতার কারনে তা তুলে ধরতে পারি নি। এছাড়াও ইচ্ছে ছিলো অনেক কিছু লিখবো নিজ ভাষায় কিন্তু এতো এতো আয়াত, হাদিস, সালাফদের কথা এবং ঘটনা পড়ে আমার কিবোর্ড যেনো ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। আমি নিজের আবেগগুলো লিখার মতো ভাষা পাইনি। পিতা মাতার মর্যাদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এতো এতো এতো উচু স্থানে উন্নিত করেছেন যে তা লেখার মতো ভাষা আমার শব্দভান্ডারে ছিলো না কেননা আমার জ্ঞান সীমিত। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলো কিতাব ঘেঁটে আমি যা পেয়েছি তাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি রেফারেন্স অনুযায়ী। এছাড়া উক্ত বিষয়ে নিজ থেকে কিছু লেখার যোগ্য বলে আমি নিজেকে মনে করে নি। তাই এই গভেষনায় আমার নিজস্ব কথার তুলনায় সরাসরি কোরআন, হাদিস এবং সালাফদের কথার রেফারেন্স তুলে দেয়া হয়েছে। তবুও কিছু কিছু জায়গায় প্রয়োজনের কারণে নিজ থেকে কিছু কথা লিখেছি। এবং তাতে হয়ত আমার অজ্ঞাতারই প্রকাশ পেয়েছে। এসকল বিষয়গুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং কোনো ভুল ত্রুটি চোখে পড়লে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পাঠককে অনুরোধ করবো। আমার এই লেখার মাঝে যা কিছু উত্তম ও কল্যাণকর সব মহান রব্বুল আলামীন এর পক্ষ থেকে এবং যা কিছু মন্দ অকল্যাণকর সব আমার নফস এবং শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহ ﷻ আমায় ক্ষমা করুন। অতএব আমি সবাইকে বলবো উত্তম বিষয়টুকু গ্রহণ করবেন এবং মন্দ বিষয়গুলো উপেক্ষা করবেন ইনশাআল্লাহ। এবং লেখার প্রয়োজনে কখনও কখনও একই হাদিস, আয়াত কিংবা কোনো বাক্য একাধিকবার এসেছে তার কারণ আমার অযোগ্যই মনে করবেন কেননা এটিই আমার জীবনে করা প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ এছাড়াও অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো বানানে ভুল দেখলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আর যদি ধরিয়ে দেয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা থাকে তাহলে বানান ভুলগুলো ধরিয়ে দিলে খুশি হবো এবং সংশোধন করে নিবো ইনশাআল্লাহ। আর এই প্রবন্ধটি যে-ই পড়বেন এর কবুলিয়্যাতের দোয়া করবেন। যেন আল্লাহ পাক আমার এই কাজকে কবুল করে নেন এবং এটিকে বেশি থেকে বেশি মানুষের নিকট পৌঁছে দেন। অতপর এটি যেনো আমার জন্য সদকায়ে জারিয়া হয় যা আমার জন্য জীবত এবং মৃত উভয় অবস্থাতেই উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। "হে আল্লাহ! উক্ত বিষয় নিয়ে যা কিছু কল্যাণকর তথ্য লিখার তাওফিক আপনি আমায় দিয়েছেন তার সবটার ওপরই আপনি আমায় আমল করে মা বাবার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের

তাওফিক দিন। আমিন।" সর্বশেষ আমাদের এমন একটা দিনও যেনো না যায় যেদিন আমরা আমাদের মা বাবার জন্য দোয়া করি নি। আসুন আমাদের সিজদাহ অবস্থায় পড়ার জন্য একটি দোয়াকে আবশ্যক করে নেই। যা আমার, আমার মা বাবা এবং আমাদের মুমিন ভাই বোনদের নাজাতের উছিলা হবে ইনশাআল্লাহ। কুরআনে বর্ণিত দোয়াটিতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নিজের জন্য, নিজ পিতামাতা এবং সমস্ত মুমিনের পাপের জন্যে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন যে, আমলের হিসাব গ্রহণ ও বিনিময় প্রদানের দিন যেন তাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হয়। কুরআন থেকে দোয়াটি তুলে দেয়া হলো,

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

"হে আমার প্রতিপালক! যে দিন হিসাব প্রতিষ্ঠিত হবে, সে দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল ঈমানদারকে ক্ষমা করুন।" -(সুরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪১)

গ্রন্থ সহায়িকা এবং অন্যান্য

- মাতা পিতা ও সন্তানের হক - মুহাম্মদ মতিউর রহমান।
- ইসলাম ও পারিবারিক জীবন - মুফতি তাকী উসমানী হাফিজাহুল্লাহ।
- মাতা পিতা ও সন্তানের অধিকার - আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী।
- মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য - মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান।
- পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য - মাওলানা আব্দুর রহিম।
- যেভাবে মা বাবার হৃদয় জয় করবেন - শায়েখ ইব্রাহিম।
- হকুকুল ইসলাম ও হুকুকুল ওয়ালিদাইন - আওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহিমাহুল্লাহ।
- পিতামাতার অবাধ্যতা: কারণ, কিছু বাহ্যিক চিত্র ও প্রতিকারের উপায় - শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল-হামদ
- মা, মা, মা এবং বাবা - সমকালীন প্রকাশন
- At Their Feet Piety Towards Parents - Ibn Al Jawzi (d. 597AH)

অন্যান্য

- https://www.alkawsar.com/bn/article/2776/
- https://www.hadithbd.com/quran/error/?id=2818
- https://www.ifatwa.info/1707
- https://mbasic.facebook.com/Parda24hours/posts/4098293960185333/
- https://youtube.com/playlist?list=PLrEnZj_8pclu4Wd0frgipbpDyjWPFMwya&si=tHjbbWmbynfm2GhC